

শ্রীশ্রীরাসবিলাসার্থ গ্রন্থঃ ।



শ্রীমভাগবতীয় রাসপঞ্চাধ্যায়ের মূল

এবং

শ্রীমৎ স্বামি ও গোঁস্বামিগণের টিপ্পনী

ব্যাখ্যানসারে তদীয়ার্থ

অনুবাদ

শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি কর্তৃক প্রাচীন
রীত্যনুসারে পম্মারাদি নানা ক্ষুদ্রে রচিত ।

ইদানীং

শ্রীযুক্ত নৃত্যলাল শীল এবং শ্রীযুক্ত কানাইলাল শীলের

আদেশানুসারে



• ৬৪২ *

কলিকাতা



চিৎপুররোড বটতলা ২৪৬ নং ভবনে ।

শ্রীযুক্ত বেণীনাথর দেব বিদ্যাগুরু যন্ত্রে মুদ্রিত ।

সম্বৎ ১৯১৬.পৌষ ।

মূল্য ১০ আট আনা নাত্র ।

বিজ্ঞাপন।



অশেষগুণালম্বিত শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি মহাশয়
শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র কর্মকারাদেশে এই গ্রন্থ অনুবাদ করেন এবং উক্ত
কর্মকার এই গ্রন্থের স্বত্বাধিকারী ছিলেন তদনন্তর উক্ত স্বত্বাধিকারী
স্ব স্বত্ব পশ্চাল্লিখিত আমাদিগেরকে বিক্রয় করেন এইক্ষণে এই গ্রন্থের
পূর্ণ স্বত্বাধিকারী আমরা হইলাম ইতি।

শ্রীমতী লাল শীল।

শ্রীকানাইলাল শীল।

কলিকাতা।

আশীরীটোলা ৯ নং বাটী।



শ্রীশিবজগো.পালঃ ।

৬৪২*

LIBRARY

শ্রীরাগবিলাস ।

বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণং মুরারেঃ পাদাঙ্কুশ্রেণামৃতবারিবাহুঃ ।
 সংসারতাপা পমুদং শরণ্যং স্ব ভক্তদাতৃহৃকুলৈর্নিষেহ্যং ॥
 জীয়াদেষ নবীনীরদমদ প্রধ্বংসিনীলছাতিঃ ।
 শ্রীরাধামধুরাধরিতসুধাসংসিক্তনেত্রোৎপলঃ ॥
 শ্রীমদ্রাগবিলাসবিভ্রমভরোদভ্রন্তোজগম্মোহনঃ ।
 প্রোন্মীলন্যুরলীনিদামধুরোন্মিত্যমিকুঞ্জেহরিঃ ॥
 বন্দে চৈতন্যচন্দ্রং কলিকলুষভমোৎস্নং সিনং সাবধুতং ।
 সাদৈবতং স্বীয়ভক্তব্রজসহমিলিতং প্রক্ষুরং স্মেরবক্তুং ॥
 শ্রীকৃপং সাগ্রজ্ঞাতং সক্রুণমনসা ভক্তিতত্ত্বং দিশন্তুং
 শ্রীজীবং সর্ববিদ্যানয়ননিশমহোকামপূরং নতোস্মি ॥

যথারাগ । জয় জয় পরানন্দ, শ্রীগুরুচরণদ্বন্দ্ব, কৃষ্ণপ্রেমা-
 নন্দ জলধর । সংসার মরুকাননে, পরিভ্রান্ত জীবগর্ভে, শীতল
 করণে সুতৎপর ॥ স্ব ভক্ত চাতকগণ, যে চরণ সন্দর্শন, করি-
 তে সর্বদা উৎকণ্ঠিত । সে তব চরণমূলে, স্থলকমলশীতলে,
 হৃদয় মম শিরোবিলুপ্তিত ॥ জয় জয় নবঘন, নিন্দিকান্তি
 সুশোভন, মনমথ মথনমুরতি । রাধার মধুরাধর, স্নিত সুধা
 সিক্ততর, নেত্র নব নীলোৎপলছাতি ॥ শ্রীরাগবিলাস রস,
 বিভ্রমেতে পরবশ, জগজন মোহন সুঠাম । মধুরমুরলীস্বরে,
 মুখ করি চরাচরে, কুঞ্জে নৃত্যকারি অতিরাম ॥ জয় শ্রীচৈতন্য-
 চন্দ্র, কলির কলুষ লাম্ব, তিমির বিনাশি পূর্ণশশী । সঞ্জে প্রভু
 নিত্যানন্দ, সাদৈবত স্বভক্তবৃন্দ, স্নিতসুধা বক্তৃত্তে প্রকাশি ॥

জয় কৃপাবিনাতন, সদা সুকরণ মন, কৃষ্ণভক্তিতত্ত্বদীপ দানে ।
অপার সংসার ঘন, তিমির করি হরণ, প্রেমে মজাইলা জগ-
জনে ॥ শ্রীজীবগোস্থামিজয়, অশেষবিদ্যাআলয়, তব পদদ্বয়
ধরি মাতে । এই ইচ্ছা অবিরাম, প্রভুপূর্ণ কর কাম, নিজ
রূপাকটাক্ষ লবেতে ॥

পরায়ণ । জয় জয় শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জয় । জয় শ্রীঅদ্বৈ-
তাচার্য্য সহ ভক্তচয় ॥ জয় জয় ব্রজনাথ জয় বৃন্দাবন । জয়
রাসবিলাসিনী গোপিনীর গণ ॥ সকল বৈষ্ণব পদে মোর
নিবেদন । তোমা সবে কর মোরে এবে কৃপেক্ষণ ॥ আমি
অতি অগতি অকৃতি অভাজন । ভজন সাধনহীন দীন অকি-
ঞ্চন ॥ বেদে বলে তোমাদের করুণা বিহনে । কৃষ্ণ নাহি
মিলে জপ সমাধি সাধনে ॥ অতএব তোমা সবে অসঙ্খ্য
প্রণাম । রূপা করি পরিপূর্ণ কর মনস্কাম ॥ যদ্যপি আমিহ
হই পাষণ্ড অধম । অপরাধী যদি আর নাহি মম সম ॥
তথাপি তোমরা নিজ করুণা প্রভাবে । এদীনে এবার অঙ্গী
করিতে হইবে ॥ হয়েছে আমার এবে এক আকিঞ্চন । কহি-
তে সে কথা লাজে না ক্ষুরে বচন ॥ বামন যেমন চাহে
সুখাংশু ধরিতে । তেকের আকাঙ্ক্ষা যেন পদ্মমধু পিতে ॥
তেন অভীলাষ সদা করিছে হৃদয় । নিলজ্জ মানস মম বশ
কভু নয় ॥ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা করিতে ব্যাখ্যান । উৎসুক
হতেছে চিঠ নহে সমাধান ॥ কোথা কৃষ্ণলীলা হয় ব্রজাদি
ভূগম । কোথা আমি পাষণ্ড পতিত নরাধম ॥ তথাপি বাসনা
হৃদে এবড় সাহস । যজ্ঞঘৃত করে যেন কুকুরে মানস ॥ এক-
মাত্র তাহাতে ভরসা অবিকল । বড় দয়াময় হন বৈষ্ণব সকল ॥
তাদের প্রসাদে সিদ্ধ হয় সর্ব কাম । পঙ্কু লঙ্ঘে গিরি মূকে
বলে হরি নাম ॥ অতএব তোমা সবে লইয়ে শরণ । উৎকণ্ঠিত
চিত্ত কিছু করিতে বর্ণন ॥ স্বামী শ্রীগোস্থামি পাদ ব্যাখ্যা
অনুসারে । ভাষায় বর্ণিতে রাস বাঞ্ছা বহু ধরে ॥ যদি তোমা
সবার রূপাতে পূর্ণ হয় । তবে যশ ঘুষিবে জগতে সমুদয় ॥

নাহি মোর বিদ্যা লব নাহি কবিশক্তি । এলাগি ক্ষমিবে মোর
সদসং উক্তি ॥ ভাগবতে কহে কৃষ্ণ গুণানুবর্ণনে । শুদ্ধাশুদ্ধ
বিচার না করে সাধুজনে ॥ হংস যেন নীর ভাজি ক্ষীর কুরে
পান । হেন মোর প্রতি সবে হও রূপাবান ॥ তোমাদের রূপা
মোরে যেমন থাকিবে । তেমতি কহিব ইথে দোষ না
কইবে ॥

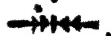
অথাবতরনিকাঃ

তত্র শ্লোকঃ শ্রীধরস্বামিপাদানাং ।

ব্রহ্মাদিজয়সংকটদর্পকন্দর্পদর্পহা ।

জয়তি শ্রীপতিগোপীরাঙ্গনগুনমণ্ডিতঃ ॥

যথাগাং । ব্রহ্মাদিক দেবগণ, চরাচর ত্রিভুবন, চেতন-
হরয়ে যার শরণে যে মদন অনিবার, করে মনে অহঙ্কার, তার
গর্ভ পর্কিতে যে হরে ॥ হেন কৃষ্ণ গুণগণ, মন্মথের মথে মন,
ভুবন ভূষণ অবতারী । সৌন্দর্য্য মাদুর্য্য আদি, অশেষ বিলাস
নিধি, স্বপর্ণান্ত বিম্বাপনকারী ॥ প্রকট শ্রীমন্মথবনে, লয়ে
প্রিয় গোপীগণে, নিত্য রাস বিলাসে মগন । সে লীলা পীযুষ
লব, আশ্বাদিয়ে ভক্তসব, ত্রিজগত করেন সিংহন ॥ তাহে
বদরিকাসী, দ্বৈপায়ন মহাশ্বষি, কৃষ্ণ উপাসনা তপ করি ।
সেই তপস্যার ফল, কপী পুত্র সমুজ্জল, কৃষ্ণ প্রেমময় মূর্তি
ধরি ॥ ভাগবত তরুবরে, বসি কলপদ-স্বরে, কৃষ্ণ লীলামৃত
করে গান । একে শুকমুখধনি, তাহে প্রেমময় বাণী, শুনি
গলে অয়সপাষণ ॥ মহারাজ পরীক্ষিতে, অতি হর্ষময় চিতে,
কহিছেন শ্রীরাঙ্গবিলাসী । যাঁহার শ্রবণকলে, রুদে প্রেমামৃত
কলে, অন্তকালে ব্রজে হয় বাস ॥



অথ গ্রন্থারম্ভঃ ।



শ্রীবাদরায়ণিকুবাচ ।

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শরদোৎফুল্লমল্লিকাঃ ।

বীক্ষ্য রক্তং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥ ১ ॥

ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান । সর্বৈশ্বর্য্যময় সর্ব মাধুর্য্য
নিধান ॥ পূর্ণানন্দময় তনু পরম উজ্জ্বল । অসম অধিক গুণ
কান্তি সুনির্মল ॥ যার রূপ গুণগণে বিকট তীক্ষ্ণ । আত্মা-
রামগণের সমাধি ভঙ্গ হয় ॥ হেন ভগবান্ সেই রাত্রিগণ
হেরি । গোপী প্রেমামৃত ভোগ বাঞ্ছিতা শ্রীহরি ॥ কি কাঁহব
গোপিকার প্রেমের মহিমা । নিজে ভগবান্ যার দিতে নারে
সীমা ॥ অতএব সে সবার প্রেমে মগ্ন হয়ে । বিহরিতে ইচ্ছা
করিলেন স্বরূদয়ে ॥ কামময়ী সেই ইচ্ছা না হয় তাঁহার ।
কিন্তু হয় হলাদিনী সম্বিৎ শক্তিসার ॥ কৃষ্ণের যেমন তাহা
তেমনি গোপীর । নহে কেন কৃষ্ণে সদা করয়ে অস্থির ॥
একেত শরদ কাল তাহাতে রজনী । উৎফুল্ল মল্লিকা আদি
যাহে পুষ্প শ্রেণী ॥ শরদে মল্লিকা কভু না হয় পুষ্পিত ।
অপূর্ণা যামিনী তাহা সে হেতু বিদিত ॥ যেন তথা মল্লিকার
অপূর্ণতা হয় । সেইমত বহুপুষ্প সে কালে উদয় ॥ বুঝি কৃষ্ণ
বিহার করিবা বৃন্দাবনে । এই লাগি তরু লতা প্রকাশে
আপনে ॥ বিশেষিয়ে সে সব সৌন্দর্য্য হেরি হরি । স্ব স্বরূপ-
শক্তি যোগমায়া অঙ্গীকারি ॥ অথবা গোপীর সহ সংযোগ
বিষয়ে । দয়াময় অতিশয় দয়া প্রকাশিয়ে ॥ নিজাবতারেব
যাহা মুখ্য প্রয়োজন । হেন লীলা করিতে করিলা কৃষ্ণ মন ॥
কিহা যোগমায়া শব্দে মুরলীরে মানি । সংযোগার্থ শব্দ
যাহে প্রকাশে আপনি ॥ তাহাকে আশ্রয় করি মদনমোহন ।
রিরংসাতে প্রবেশ করিলা বৃন্দাবন ॥ এইত তোষণী স্বামি-

সম্মত ব্যাখ্যান । মতান্তরাভাস কহি কর অবধান ॥ যদ্যপি
শ্রীভগবান্ সর্বৈশ্বর্য্যায় । অসংখ্য লক্ষ্মীরগণ তাঁহারে
সেবয় ॥ তথাপিহ পরকীয়া রস আত্মাদিতে । কৃষ্ণের বিহার
ইচ্ছা উপজিল চিতে ॥ দেখি গোপী প্রতি প্রতিশ্রুত নিশি-
গণ । অধিক রিরংসা তাঁর হইল ঘটন ॥ একি পরকীয়া রস
কি মাধুর্য্যময় । যার গুণে কৃষ্ণের রিরংসা উপজয় ॥ অতএব
অবিচিন্ত্য যোগমায়া লঙ্কে । নিকুঞ্জে প্রবেশে হরি প্রফুল্ল
হৃদয়ে ॥

তথাহি শ্লোকঃ ।

তদোড়ুরাজঃ ককুভঃ কঠৈর্মুখং, প্রাচ্যাবলিম্পন্নরুণেন
সন্তমৈঃ । সচর্ষণীনাশুদগাঙ্ক চোগুজন্, প্রিয়ঃপ্রিয়ায়াইব
দীর্ঘদর্শনঃ ॥ ২ ॥

কৃষ্ণের রিরংসা যবে হইল স্বমনে । তখনি উঠিল শশী গগণ
ভবনে ॥ তারাগণে আরুত হইয়ে উড়ুরাজ । অখণ্ডমণ্ডল
রূপে হইল বিরাজ ॥ শরদ পূর্ণিমা মাত্রতাহে হেতু নয় ।
কৃষ্ণ ইচ্ছাক্রমে শশী নিত্যপূর্ণ হয় ॥ প্রাকৃত শশাঙ্কোদয় নাহি
বৃন্দাবনে । এলাগি সতত পূর্ণ হয় সেই স্থানে ॥ কৃষ্ণ যেন
গোপাঙ্কনা সমূহ সহিতে । শোভিবেন রাসস্থানে ইহা ভাবি
চিত্তে ॥ তাঁহার উৎকণ্ঠা প্রতি উদ্দীপন হয়ে । উঠিলেন চন্দ্র
হেন মনে বিবেচিয়ে ॥ অতি সুকল্যাণতম নিজ করে করি ।
প্রাচীদিগবধু মুখ অরুণিম করি ॥ সুচিরপ্রবাসি পতি আসি
যেন ঘরে । কুঙ্কুমাক্ত হস্তে প্রিয়ামুখ লিপ্ত করে ॥ শরদক
জাতজন্মতার তাপ নাশি । হেনুমতে উদয় করিল সুধারামি ॥
কৃষ্ণ যেন গোপিকার পূর্ব্বরাগ ছুঃখ । বিনাশি শ্রীহস্তেতে মা-
জ্জিবা গোপীমুখ ॥ চিরদিন গুরে তারা পাইয়ে নাগরে ।
সুখিতা হইবা তেন আপম অন্তরে ॥ এইত গোস্বামী স্বামী
সম্মত ব্যাখ্যান । মতান্তর কহি পুনঃ কর অবধান ॥ যখন কৃষ্ণের

মনে রিরংসা জন্মিল । তখনি অখণ্ড শশী উদয় হইল ॥ ইহার
তাৎপর্য্য শুন হয়ে সাবধান । নিত্য লক্ষ্মীবৃন্দ হন শ্রীলভগ-
বান ॥ তথাপিহ গোপিকার প্রেমমগ্ন হয়ে । শ্রীরাস বিলাস
বাঞ্ছা করিল রুদয়ে ॥ পাছে পরকীয়ারস অবিশুদ্ধ বলি ।
গোপীগণে উপেক্ষা করেন বনমালী ॥ ইহা ভাবি যছুকুলপতি
নিশাপতি । দেখাইতে আপনকুলের চিররীতি । যদিও অসং-
খ্য তারাপতি শশধর । তথাপিহ পরকীয়া রসেমগ্নতর ॥ প্রাচী-
দিগ বধু হয় ইন্দ্রের মহিষী । তাহাতে আসক্তি নিজ দেখাই-
তে শশী ॥ চির প্রবাসিরপ্রায় উৎকণ্ঠিত চিতে । অরুণ করে-
তে মুখ লাগিল মার্জিত ॥ আপন উদয় রাগে রঞ্জিল তাহা-
রে । অভিপ্রায় কৃষ্ণ যেন এলীলা আচরে । অদভূত পরকীয়া
রসের মাধুরি । সেবিয়ে সন্তোষ যেন হয়েন শ্রীহরি ॥

দৃষ্ট্বা কুমুদমুখমণ্ডলং, রমাননাভং নবকুঙ্কমারুণং ।

বনঞ্চ তৎকোমলগোতিরঞ্জিতং, জর্গোকলং বানদৃশুং

মনোহরং ॥ ৩ ॥

পয়ার ॥ যাহার উদয়ে হয় কুমুদ উল্লাস । অখণ্ডমণ্ডল
শশী সে হৈল প্রকাশ ॥ নবীন উদয় রাগে অরুণবরণ । যা-
হাতে উৎপ্রেক্ষা করে রমার বদন ॥ পরমিকা রমা হন
রাধিকা সুন্দরী । কৃষ্ণের হইল রাধা স্মৃতি যাহা হেরি ॥
যার লাগি শিখে কৃষ্ণ বেগুর সংগীত । হেন রাধামুখচন্দ্রে
করে উৎপ্রেক্ষিত ॥ যে মুখ প্রকাশে পৃথিবীর মোদ হয় ।
অখণ্ডাবয়ব যাতে শোভে অতিশয় ॥ সতত অরুণ তাহা কুঙ্ক-
মের রাগে । যাহাতে কৃষ্ণের মনে মনমথ জাগে ॥ একপা-
চন্দ্রের শোভা অতি সুললিত । বিশেষ যাহার কর মুছ প্রকা-
শিত ॥ যাহাতে রঞ্জন করে স্কন্ধ কানন । হেরি তাহা কৃষ্ণ
প্রেম হইল উদ্দীপন ॥ যে লাগিয়ে মুরলী শিখিলা ভগবান্ ।
তাহার সাফল্য হেতু কৈলা কলগান ॥ অব্যক্ত মধুর সেই
মুরলীর রব । যাহে চরাচর প্রাণী মুগ্ধ হয় সব ॥ বিশেষে
যে গোপী কৃষ্ণ বক্র নেত্রে হেরে । অলক্ষে সে রব তার মন

চুরী করে ॥ দ্বি অংশে বিভক্ত সেই মুরলীর গীত । অব্যক্ততা
মধুরতা রূপে সুবিদিত ॥ মুরলীর মধুরতা মানস হরিতে ।
অব্যক্ততা স্ব স্ব নাম ক্রান্তি জন্মাইতে ॥ অথচ অন্যের যেন
না হয় গোচর । হেন রমণীয় রব করিলা নাগর ॥ যে বৈষ্ণব
রবে গোপীমন্দ মন হরে । সামান্য সে রব নহে শুন অত-
পরে ॥ বাম নেত্র শব্দেতে চতুর্থ স্বর মানি । তাঁর সহ
সানুস্বার কল এই ধ্বনি ॥ ইথে কাম বীজ সেই তাহা গান
করি । অনায়াসে গোপীমর্ন করিলেন চুরি ॥ অনঙ্গ বর্জন হয়
সেইত সংগীত । নতুবা গোপীর কেন হরিবেক চিত ॥ এইত
প্রথম অর্থ হৈল সমাপন । মতান্তর কহি এবে করহ শ্রবণ ॥
বেদেতে কুৎসিত কহে পরকীয়া রসে । তথাপি তাহাতে মোদ
সুধাংশু প্রকাশে ॥ অথগুণগুল হয়ে করিল উদয় । পুলকেতে
ক্ষীত যেন রসিকেতে হয় ॥ আপন উদয় রাগে অরুণিম হয়ে ।
পরকীয়া প্রেম রসে রাগ প্রকাশিয়ে ॥ নিজ কুল নায়কের
হেরি এ চরিত । কৃষ্ণের রাধিকাস্মৃতি হইল তুরিত ॥ বিশে-
ষতঃ চন্দ্র রাধা মুখের সমান । হেরিয়ে মুরলী গীত কৈলা
ভগবান্ ॥



অথ শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীতে বৃজগোপা-
গণের বৃন্দাবনে অভিসার ॥

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্জনং, ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগীত মা-
নসাঃ । আজগুরন্যোনামলক্ষিতোদ্যমাঃ, সযত্রকাহোজব-
লোলকুণ্ডলাঃ ॥ ৪ ॥

যথারাগ ॥ কৃষ্ণের মুরালি ধ্বনি, মনমথ বিবর্জিনি, আসি
গোপ নিত্যমিনী কুলে । প্রবেশি শ্রবণ পথে, গোপিকার

রুদয়েতে, কামাকুর সিন্ধে প্রেমজলে ॥ তাহে হয়ে পল্লবিত,
সর্বেশ্বর উল্লাসিত, অসম্বিত, তিত গেল চুরি । কৃষ্ণের মোহন
বেণু, অবশ করিল তনু, নয়নে না ধরে প্রেমবারি ॥ পুলকে
ভরিয়া অঙ্গ, উথলে প্রেমতরঙ্গ, কৃষ্ণ অঙ্গ সঙ্গ অভিলাষে ।
কৃষ্ণগ্রহগ্রাস্তমনা, যত নব ব্রজাঙ্গনা, সকলে আইল কৃষ্ণ
পাশে ॥ শুকদেব মহামতি, কৃষ্ণ পাশে নিজ স্থিতি, নিত্য
ইহা স্মৃতির কারণে । আইলেন গোপীগণ, যথা শ্রীগোপী-
রমণ, কহে অভিমন্যুর নন্দনে ॥ কৃষ্ণ গানাকুষ্ঠমন, যাবতীয়
গোপীগণ, বিলম্বন সহিতে না পারে । পরম্পর অলক্ষিতে,
চলে কৃষ্ণ নিরীক্ষিতে, কুণ্ডল ছলিছে গতিভরে ॥

হৃহন্ত্যোহভিষয়ঃ কাশ্চিদোহং হিষ্টা সমুৎসুকাঃ ।

পর্যোহধিপ্রিত্য সংযাবনহুদাস্যা পরাযয়ঃ ॥ ৫ ॥

কোন গোপী ছিল সায়ন্তন গোদোহনে । তখনি মুরলী-
ধ্বনি শুনিল শ্রবণে ॥ অবশ হইল অঙ্গ ধৈর্য নাহি ধরে ।
অমনি দোহনস্থালী ফেলে ভূমিপরে ॥ কৃষ্ণ দরশন আশে
সমুৎসুক হয়ে । বেণু অনুসারে ধনী চলিল ধাইয়ে ॥ কোন
গোপী ছিল দুঃখ আবর্তনে । হেনকালে বেণু নাদ পশিল
শ্রবণে ॥ আবর্তন স্থালী রাখি চুল্লীর উপরে । নামাইতে
ব্যাজ নাহি সহে সবাকারে ॥ কৃতচিন্ত হয়ে তারা চলিল
তুরিতে । যথা কৃষ্ণনাম ধরি ডাকে বাঁশরিতে ॥ সেইমত কেহ
কেহ সংযাবরঙ্গন । উপেক্ষিয়ে ব্যস্ত হয়ে করয়ে গমন ॥
একপে অনেকে সায়ন্তন কৃত্য ছাড়ি । কৃষ্ণ অভিযুখে যায়
আতীর সুন্দরী ॥

পরিবেশয়ন্ত্যন্তজিহ্বা পায়ষন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ ।

শুশ্রষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোহপাস্ত ভোজনং ॥ ৬ ॥

কোন কোন গোপী নিঃস্ব ভূর্তা বন্ধুগণে । আছিল অন্নাদি
তক্ষা সুপরিবেশনে ॥ তখনি মুরলীধ্বনি শ্রবণে শুনিল । ধৈর্য
নাহি ধরে ধরে অধরা হইল ॥ অমনি ত্যজিয়ে তাহা বেণু

অনুসারে । বন অভিযুখে ধায় কৃষ্ণে দেখিবারে ॥ কোন
গোপী নিজ ভগ্নাদি নন্দনে । স্নেহে করাইতে ছিল ছায়াদিক
পানে ॥ অমনি বেগুর ববে হইয়ে মোহিত । কৃষ্ণ অভিযুগ্নে
চলে ত্যজিয়ে সম্বিত ॥ কোন গোপী নিজ ধর্ম পতিশুশ্রীণ ।
তাজিয়ে চলিল কৃষ্ণ করিতে দর্শন । কোন কোন গোপী
দেহাপেক্ষা নাহি করে । বেগুশুনি ভক্ষ্যপেয় অমনি বিস্মরে ॥
সমাধান না হইতে ভোজনাদি ক্রিয়া । উচ্ছ্রিত অধরে যায়
কাননে ধাইয়া ॥ ইথে জানি কৃষ্ণপ্রেম অলৌকিক হয় ।
তাহে শুদ্ধাশুদ্ধ কিছু বিচার না হয় ॥

লিপ্তাঃ প্রমুজন্ত্যাহন্যা অঞ্জন্তাঃ কাশ্চ লোচনে ।

ব্যতাস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ ॥ ৭ ॥

কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণ দর্শন উৎকণ্ঠায় । তাঁহার সন্তোষ
যোগ্য ক্রিয়া ত্যজি যায় ॥ যাহা অনুষ্ঠানে হয় শ্রীকৃষ্ণের
প্রীতি । হেন কর্ম ত্যজিয়া চলিল গোপী ততি ॥ করিতে
আছিল তারা নিজ অঙ্গরাগ । চন্দনাদি লিপ্ত যাতে কৃষ্ণের
সোহাগ ॥ তাহা সমাধান না করিয়ে ব্রজবালা । কৃষ্ণ দর্শনে
ধায় হইয়ে উতলা ॥ এইমত কেহ কেহ নিজাক্ষ মার্জ্জন ।
উপেক্ষিয়ে বলপথে করয়ে ধাবন ॥ কোন কোন গোপী
নিজ নয়নযুগলে । অঞ্জন রচনা করেছিল কুতূহলে ॥ এক
নেত্রে অঞ্জন হইতে সুঘটন । কৃষ্ণের মুরলী গীত করিল
শ্রবণ ॥ অমনি অংশ তনু হইল সবার । চলিল কৃষ্ণের পাশে
না হয় নিবারণ ॥ এ অতি সামান্য কোন কোন গোপীগণ ।
আপনার দেহ আদি হৈল বিস্মরণ ॥ পরিধেয় বস্ত্র কেহ
উত্তরীয় করে । কর্ণের কুণ্ডল কেহ নাসিকায় পরে ॥ কেহ
কেমুর পরে আপন চরণে । হৃপুরে সাজায় ভুজ কেহ স-
যতনে ॥ এইকপে ব্যতিক্রমে বস্ত্র আভরণ । পরিয়া চলিল
তারা যথায় রমণ ॥ পথে চলে যাবতীয় ব্রজকুল নারী ।
পবনপর কেহ কারে না কহে কুকারি ॥ বলভদর্শন কালে
ভূষা ব্যতিক্রম । রসশাস্ত্রে কহে তার আখ্যান শিভ্রম ॥

তাযার্থ্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিজ্ঞানভবজুতিঃ ।

গৌবিন্দাপহৃতান্নানৌক্যবর্তন্ত মোহিতাঃ ॥ ৮ ॥

এই রূপে লজ্জাভয় লোক ধর্ম ছাড়ি । কৃষ্ণ দরশনে যায়
যত কুলনারী ॥ তা সবার পতি পিতা ভ্রাতা বন্ধুগণ । নির-
খিয়ে সকলের সেই আচরণ ॥ বলে নিশি যোগে তোরা
যাইবি কোথায় । নানা অনুবন্ধে করে বারণ উপায় ॥ বেগু-
রবে মোহিত সে ব্রজরামাগণ । কোনমতে কাহারো না মানে
নিবারণ ॥ কৃষ্ণরূপচিতে তারা তাঁর অনুরাগে । চলিল
সকলে মিলি প্রাণনাথ আগে ॥ কৃষ্ণ ভক্তি প্রভাব কি বর্ণি-
বারে জানি । যাহাতে অশেষ বিঘ্ন নাশয়ে আপনি ॥ এ কা-
রণে তাহাদের পতি আদিজন । নিবারিতে না করিল অধিক
যতন ॥ কৃষ্ণ ইচ্ছা প্রভাবেতে যোগমায়া বলে । বিঘ্নহেতে
বিনিরুত্তা হইল সকলে ॥

অথ সাধনসিদ্ধা গোপীদিগের সিদ্ধতা প্রাপ্তি ।

অন্তর্গৃহগতাঃ কাস্চিদগোপোহিলক্স বিনির্গমাঃ ।

কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যার্গীলিতলোচনাঃ ॥ ৯ ॥

সে বিঘ্নেতে তারা যদি বাধিত হইত । তবেত দশমীদশা
সকলে পাইত ॥ এহেতু সাধনে ভাবমাত্র সিদ্ধ যারা । সে
বিঘ্নেতে অভিভব পেয়েছিল তারা ॥ সিদ্ধ দেহ বিনা কৃষ্ণ
প্রাপ্তি নাহি হয় । ইহা জানাইতে শুক বিশেষিয়া কয় ॥
কোনো কোনো গোপিকার পতি আদি গণ । গৃহ অবরোধ
করি করিল বারণ ॥ তাহে বিনির্গম পথ তারা না পাইয়ে ।
সুদীর্ঘ ভাবনা প্রাপ্ত হইল হৃদয়ে ॥ ত্রি আকর্ষক কৃষ্ণে
উৎকণ্ঠিত চিতে । ঘ্যান্তে ধরিল হৃদে চুখ নিবারিতে ॥
তদাবশেষে নিমীলিত হইল নয়ন । বিগত হইল অন্য সব
আলোচন ॥

দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধুতাপ্ততাঃ ।

ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাল্পেয়নির্মুক্তা ক্ষীণনজলাঃ ।

তমেব পরমায়ানং জারবুদ্ধ্যাপি সংগতাঃ ॥

জগৎগুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ॥ ১০ ॥

গোপীগণ অবিসম্ভ বিরহ সন্তাপে । ধোত হইলেন সব
অশুভ কলাপে ॥ ধ্যানে প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের সংযোগ আনন্দ ।
তাহে বিনাশিল তাম্বার পুণবেশ ॥ উপপত্তি ভাবে ভাবি-
য়াও জনার্দনে । সদ্যই হইল তারা বিশ্লথ বন্ধনে ॥ এহেতুক
গুণময় তনু ত্যাগ করি । সেকালে তাহারা প্রাপ্ত হইল
মুরারি ॥ স্বামি কহে হেন কৃষ্ণ ধ্যানের প্রভাবে । মায়াগুণ-
ময় দেহ তেঞিছিল সবে ॥ যদি কহ ব্রহ্মভাব নাহি গোপি-
কার । তবে গুণময় দেহ যাবে কি প্রকার ॥ তাহাতে করেন
ভিনি এই সমাধান । যদিও গোপীর নাহি ছিল ব্রহ্মজ্ঞান ॥
তথাপিহ কৃষ্ণাধ্যান মহিমার বলে । গুণময় দেহ ত্যাগ করিল
সকলে ॥ বস্তুশক্তি নাহি করে বুদ্ধি অপেক্ষণ । অবোধের হস্ত
দাহে যেমন দহন ॥ যদি বল হোক তাহা প্রারব্ধ থাকিতে ।
গুণময় দেহ নাহি পারে বিনাশিতে ॥ ইহাতে কহেন পুনঃ
করিয়া প্রকাশ । সদ্য হয়েছিল গোপিকার কৰ্মনাশ ॥ প্রক্ষীণ
বন্ধনা শব্দে কহিছেন তাই । তবে কেন এ বিতর্ক করিতেছ
তাই ॥ বাদী বলে হোক তথাপিহ ভোগবিনে । প্রারব্ধ কৰ্মের
নাশ হইল কেমনে ॥ তাহাতে কহেন প্রেষ্ঠ বিরহ সন্তাপে ।
হরেছিল গোপিকার স্বপ্রারব্ধ পাপে ॥ ধ্যানলব্ধ শ্রীকৃষ্ণের
সমাল্পেষ সুখ । গোপিকার পুণ্য নাশ কহিছেন শুক । এইত
স্বামির মত হৈল সমাধান । গোপস্বামির ব্যাখ্যা কহি কর অব-
ধান ॥ কৃষ্ণের বিচ্ছেদ অতি তীব্র তাপময় । তাহাতে খণ্ডিল
যত অশুভ নিচয় ॥ ধ্যানে প্রাপ্ত অচ্যুতের আল্পেষ আনন্দ ।
তাহে নষ্ট হৈল সুখ ভোগ মহাবন্ধ ॥ অশুভ শব্দেতে কৃষ্ণ
সঙ্গ প্রাপ্তি কালে । বিরহ অবস্থা কুর্তি সাধুজনে বলে ॥ শুভ

শব্দে সে সময়ে প্রাপ্যশ্রুতি কর । যাহাতে ভক্তের হয় আনন্দ উদয় ॥ যে উভয় ভোগপরে প্রৌঢ় ভক্তগণ । নিত্য কৃষ্ণ সংযোগের হয়েন ভাজন ॥ গোপীদের বিচ্ছেদ আলোষ সমু-
ল্লাঙ্গে । এককালে ভোগ হয়ে গেল অনায়াসে ॥ নতুবা প্রারন্ধ ভোগ নাহি তাসবার । বৈষ্ণবের জন্মে নাহি প্রারন্ধ স্বীকার ॥ সর্ব অংশী পরমাত্মা হয়েন শ্রীহরি । এলাগি বাস্তব পতি শ্রীকৃষ্ণ সবারি ॥ তাহে জ্ঞার বুদ্ধি করিয়াও গোপীগণ । পূর্ব ভর্তা ভোগ্য দেহ করিলা মোচন ॥ সর্ব গুণ পরিপূর্ণ ছিল যেই দেহ । কৃষ্ণ ভোগ্য নহে বলি ত্যক্ত হৈল সেহ ॥ তবে তারা গৃহেতেই থাকি সে নিশিতে । কৃষ্ণকে পাইল ইহা লেখে তোষণীতে ॥ তাদের বন্ধুর ছুখ করিতে বারণ । যোগ-
মায়া কৈলা ত্যক্ত দেহ সংগোপন ॥ যজ্ঞ বলি ব্যাখ্যাস্তর যে কহে গোস্বামী । তাহা বিবরিয়া পুনঃ লিখিতেছি আমি ॥ কৃষ্ণ গোপীগণে দোঁখ বিরহে তাপিত । কৃপা করি বিনাশিলা সে ছুখ তুরিত ॥ অশুভ শব্দেতে হেথা তাহাকেই কহে । নতুবা প্রারন্ধ ছুখ গোপিকার নহে ॥ অভাব যারা নাশে জগতে অশুভ । এলাগি গোপীর নাম কৈলা ধুতাশুভ ॥ কৃষ্ণ-
ভক্ত পবিত্র করেন ত্রিভুবন । হেন ন্যায় এস্থানেতে হইল ঘটন ॥ ধ্যান লব্ধ কৃষ্ণালোষে আনন্দ অপার । অক্ষীগ মঙ্গলা নাম এহেতু সবার ॥ যাহে জগতের হয় মঙ্গল ঘটন । পূর্ববৎ ন্যায় হেথা করিবে স্মরণ ॥ গুণ শব্দে বিরহ ভাবেই কহে মুনি । তেজিলা তন্ময় তনু তাহারা তখনি ॥ তবে কৃষ্ণ সেই গৃহমাঝে প্রবেশিয়ে । তাদের কামনা পূর্ণ করিলেন গিয়ে ॥

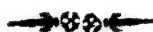
অথ সাধন সিদ্ধাগণের সিদ্ধতা প্রাপ্ত বিষ-
য়ের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ পরীক্ষিতের
জিজ্ঞাসা ।

শ্রীপরীক্ষিত্বাচ । কৃষ্ণং বিদুঃ গরং কান্তং নতু ব্রহ্মতয়া মুনৈ ।

তুণ্যপ্রবাহো গার্মস্তাসাং গুণধিয়াং কথং ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণ ধ্যানে গোপিকার গুণদেহ চ্যুতি । সন্দেহ করিয়া
 শুকে জিজ্ঞাসে ভূপতি ॥ সে সন্দেহ তাঁহার নিজের নাহি
 হয় । অন্যের সন্দেহ নাশ হেতু জিজ্ঞাসয় ॥ মুনিবর আপনি
 যে কহিলে সিদ্ধান্ত । ইহাতে সংশয় মোর রহিল একান্ত ॥
 কৃষ্ণে ব্রহ্ম বুদ্ধি নাহি ছিল গোপিকার । পরকান্ত বলি ভাব-
 মাত্র সে সবার ॥ পর শব্দে শ্রেষ্ঠে কহি কান্তে কমনীয় ।
 গোপীর বুদ্ধিতে ভাল তথা শোভনীয় ॥ এমন সগুণ মূর্তি
 করিয়ে ভাবনা । গুণের প্রবাহ হানি একোন ঘটনা ॥ ব্রহ্ম-
 বুদ্ধি ভিন্ন যদি গুণ ধ্যান করি । গুণের প্রবাহ নাশ হওয়া
 মান্য করি ॥ তবে কেন সামান্য পত্যাতি ভাবনায় । সকলের
 মোক্ষ প্রাপ্তি দেখা নাহি যায় ॥ বস্তুত তাবৎ বিশ্ব হয় ব্রহ্ম-
 ময় । কেবল তাহাতে নাহি সে বুদ্ধি উদয় ॥ ব্রহ্ম বুদ্ধি ভিন্ন
 কভু মুক্তি হৈতে নারে । অতএব একি কথা কহ বারে বারে ॥
 এইত স্বামির ব্যাখ্যা হইল পূরণ । গোপামির মত কহি শুন
 দিয়া মন ॥ সর্বতোভাবেতে ব্রহ্ম আছে যাহার । পরী-
 ক্ষিত নাম যোগ্য হয় সে তাহার ॥ এহেতুক পরীক্ষিত শব্দ
 উক্তি করি । সর্বভাব-অভিজ্ঞতা জানান তাহারি ॥ যদি
 তাহার ছিল সে সিদ্ধান্ত জ্ঞান । তথাপিহ শুকে পুন আপনি
 সুধান ॥ অভিপ্রায় সে সভাতে ছিল বহুজন । অন্তর্মুখ বহি-
 মুখ ইত্যাদিকর্গণ ॥ সে সবার পাছে হয় সন্দেহ উদয় ।
 অতএব মহারাজ শুকে জিজ্ঞাসয় ॥ তার মধ্যে অন্তর্মুখ উপ-
 লক্ষ করি । বিশেষার্থে জিজ্ঞাসেন মোহ পরিহরি ॥ বহিমুখ
 উপলক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি । সন্দেহ সম্ভব করি জিজ্ঞাসে
 ভূপতি ॥ তার মধ্যে অন্তর্মুখ রীতে এই অর্থ । শুনহ সকলে
 যাহে হবে চরিতার্থ ॥ সর্বগুণ মনোহর সর্বাশ্চর্যময় । কৃষ্ণ
 হন এই মাত্র গোপিকা আশয় ॥ নতুবা নিগুণময় কৃষ্ণ আবি-
 র্ভাব । ব্রহ্ম বলি নাহি ছিল গোপিকার ভাব ॥ ব্রহ্মপরিনিষ্ঠতা
 যাহার গুণে তেজে । হেন গুণ বুদ্ধি করি গোপী কৃষ্ণে ভজে ॥
 এহেতু তাদৃশগুণ গোপিকার হয় । ভজনীয় গুণ ভক্তে

যেহেতু উদয় ॥ যদি তাদিগের দেহ নহে সিদ্ধতম । এহেতু
হইতে পারে তার উপরম ॥ কিন্তু কৃষ্ণ শক্তিময় তাসবার
গণ । কেমনে হইতে পারে তাহাতে বিগুণ ॥ ব্রহ্ম উপাসকে
কৃষ্ণ গুণ নাহি ক্ষুরে । যেহেতু তাহার গুণ ধ্যান নাহি
করে ॥ তবে যে সেসকলের গুণ দৃষ্ট হয় । তাহারে প্রাকৃত
সত্ত্বময় শাস্ত্রে কয় ॥ হইলে হইতে পারে সে গুণের নাশ ।
কতু নাহি হয় শুদ্ধ গুণের বিনাশ ॥ এই অন্তর্যমপক্ষ হৈল
সমাপন । বহির্মুখ পক্ষ কাহি করই শ্রবণ ॥ ব্রহ্ম হন জগত
ব্যাপক জ্ঞানময় । গোপীদের "নাহি ছিল" তেমন আশয় ॥
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এই আছে দৃঢ়রূপ । যে যেমনে ভজে তারে
ভজে সেই রূপ ॥ তবে কেন সে প্রতিজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করি ।
গোপী প্রতি রূপা কৈলা গৃহের ভিতরি ॥ ব্রহ্ম বলি গোপী
তারে না করে ভাবনা । তবে কিরূপেতে হৈল এমন ঘটনা ।
বিরহ অভাব ময় তার গুণ হয় । বল কিরূপেতে তবে হইল
বিলয় ॥ গোপী জানে সৌন্দর্য্যাদি গুণবান করি । বহু ব্রহ্ম
বুদ্ধি নাহি করে গোপনারী ॥



অথ তদ্বিষয়ে শুকদেবের উত্তর ।

শ্রীশুকউবাচ ॥ উক্তং পুরস্তাদেতন্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথাগতঃ ।
দ্বিষসপি হৃষীকেশং কিন্নতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ ॥ ১২ ॥

শুকদেব পরীক্ষিতে কহেন সিদ্ধান্ত । কয়েছি এই কথা
পূর্বে তোমারে একান্ত ॥ কৃষ্ণ প্রতি দ্বেষ করিয়াও চির-
কাল । যেকপেতে সিদ্ধ হয়েছিল শিশুপাল ॥ গোপীগণ হয়
তাহে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমসী । তাদের সিদ্ধিতে কি সন্দেহ রাজ
পাষ ॥ কৃষ্ণ হন অনারত ব্রহ্ম পরাংপর । অখিল ইন্দ্রিয়রতি
নিরস্ত্রা ঈশ্বর ॥ জীবগণ হয় সার্ব ইন্দ্রিয় অধীন । মায়া বাধ্য
হয়ে তবে ভ্রমে চিরদিন ॥ এহেতু কৃষ্ণেতে ব্রহ্ম জ্ঞানাপেক্ষা

নাই । যে কোন রূপেতে ভজিলেই মোক্ষ পাই ॥ মায়াবৃত্ত
ব্রহ্ম যাহে হয় জীবগুণ । তাহারে ভজিলে তথা না হয়
মোচন ॥ ব্রহ্ম ভাবে যদি কেহ সে সবেও ভজে । বিবিশুর্ক
হৈলে সেহ এসংসার তেজে ॥ তার সাক্ষী অনীশ্বর দেবতার
গণে । ভজিলে অতীর্ঘলাভ হয় ব্রহ্ম জ্ঞানে ॥ স্বামির সন্মত
ব্যাখ্যা এইমত হয় । তোষণীর ব্যাখ্যা কহি শুন ভক্তচয় ॥
পরের সন্দেহ নাশহেতু নরপতি । যদ্বিও এসব প্রশ্ন কৈলা
মুনিপ্রতি ॥ তাহা জানিয়াও ঋষি নৃপপ্রতি কন । অমর্যাবশতঃ
কিছু অবাক্ত বচন ॥ অতএব শুকনাম এখানে প্রকাশে ।
আক্ষেপ করিয়া যেন নৃপতিরে ভাবে ॥ মহারাজ পূর্বে ইহা
কয়েছি তোমায় । তথাপি সন্দেহ কেন কর পুনরায় ॥ দ্বেষ
করি শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি । পেয়েছিল নিত্য সিদ্ধ পার্শদ
আকৃতি ॥ তাহাতেও নহে সিদ্ধগুণলেশ হানি । প্রিয়র
নাশিবে গুণ একোন কাহিনী ॥ সিদ্ধগুণ নাশ নহে মোর
অভিপ্রায় । প্রাকৃত সঙ্গুণ নাশ জানিবে তথায় ॥ প্রথম
পক্ষের এই সিদ্ধান্ত বচন । দ্বিতীয় পক্ষেতে এবে সবে দেহ
মন ॥ যেজন যেকপে কৃষ্ণে করয়ে ভজন । তারে সে সেকপে
ভজে সত্য একখন ॥ কিন্তু কৃষ্ণে আছে যেই স্বাভাবিক গুণ ।
তাহার কিরূপে বল হইবে বিগুণ ॥ ভক্ত্যাদি আবেশে তাঁতে
সমর্পিলে মন । অবশ্য সে সব গুণ হয় প্রকটন ॥ দেখ চৈতন্য
দ্বেষ ভাবে কৃষ্ণে বাধি মন । পাইল কৈবল্য পদ শুনেছ
কারণ ॥ মোক্ষদ বলিয়ে কৃষ্ণে সে না ভাবে কছু । স্মরণ
প্রভাবে মোক্ষ পেয়েছিল তবু ॥ গোপীগণ হয় সদা কৃষ্ণে
প্রেমবতী । তাহে ব্রহ্মগুণ স্ফূর্তি নহে চমৎকৃতি ॥ অতএব
অধোক্ষজ ব্যাপকতা গুণ । প্রকাশিয়ে গৃহমাঝে দিল দর-
শন ॥

নৃগাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তিভগবতোনুপ ।

অব্যয়মাংপ্রসন্নৈস্য নিগুণস্য গুণায়নঃ ॥ ১৩ ॥

যদি বল দেহযোগ আছেয়ে ঘাহার । অনারত ব্রহ্ম সেহ হবে
 কি প্রকার ॥ তবে তাহা বলি এবে করহ শ্রবণ । জীব প্রায়
 দেহী কৃষ্ণ কখন না হন ॥ 'লোকের' কল্যাণহেতু ভগবান
 হরি । অবতীর্ণ হন আসি ভুবনভিতরি ॥ অব্যয় অপ্রমেয়
 সে কৃষ্ণ সনাতন ॥ নিগুণ অথচ গুণ প্রবৃত্তিকারণ ॥ অতএব
 দেহীতুল্য নহেন ঈশ্বর । স্বামির ব্যাখ্যান পূর্ণ হৈল অতঃপর ॥
 গোস্বামির মতে এবে সবে দেহ মন । বৈষ্ণব তোষণী যাহা
 করে প্রকটন ॥ অহো কি বর্ণিব ভগবানের প্রভাব । বিচিত্র
 না হয় চৈদ্যে দেওয়া আশ্চর্য্য ॥ নিজ প্রেমময়ীগণে প্রসাদ
 করণ । ইহাও না হয় কৃষ্ণে অদ্ভুত কারণ ॥ নিত্য পারিষদ হয়
 চৈদ্য নরপতি । আগন্তুক দৈত্যতাব তাহার সম্প্রতি ॥ গোপী-
 গণ সুবিশুদ্ধ প্রেমবতী হয় । তাসবার বাঞ্ছাসিদ্ধি এ আশ্চর্য্য
 নয় ॥ যেহেতুক ব্রহ্মাণ্ডের মত জীবগণ । সকলে করিতে লীলা-
 আনন্দ ভাজন ॥ রম্যবনে প্রকাশ হয়েন ভগবান । অদ্ভুত
 ঐশ্বর্য্য বীৰ্য্য মাধুর্য্য নিধান ॥ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড যার জবিজৃষ্টে
 হয় । যাহার জকুটি মাত্রে হৈতে পারে লয় ॥ ভূতর হরণ
 তাঁর নহে প্রয়োজন । জীবে অনুগ্রহ লাগি হন প্রকটন ॥
 নৃপবর যেন প্রজা কল্যাণ করণে । ইতস্ততঃ তোমরা ভ্রমহ এ-
 ভুবনে ॥ সেইমত লোকহিত লাগি ভগবান । সংসারে করেন
 নিজ প্রাকট্য বিধান ॥ ভক্তে আশ্রয় সমপণে নাহি যাঁষ ব্যয় ।
 এ হেতু বেদেতে কহে তাঁহারে অব্যয় ॥ 'প্রমাণেতে নাহি
 হয় যার পরিমাণ । পরিচ্ছিন্ন নাহি হন সেই শ্রীনিধান ॥ মায়া
 গুণ স্পর্শ নাহি তাঁহাতে আছয় । নিগুণ বলিয়া সেই তাঁরে
 শাস্ত্রে কয় ॥ কিন্তু গুণপ্রবর্তক হয়েন ঈশ্বর । গুণাশ্রয়হেতু
 তাঁরে কহি অতঃপর ॥ কিম্বা লোক অনুগ্রহ অভিলাষ করি ।
 অজ হয়ে জন্মেন ভুবন ভিতরি ॥ 'বাস্তবিক' নাহি তাঁর জ-
 ন্মাদি বিকার । এহেতু অব্যয় নামে খ্যাত বিশ্বাধার ॥ মায়া
 গুণ স্পর্শ নাহি আছেয়ে তাঁহাতে । এহেতু নিগুণ তাঁরে কহে

ভাগবতে ॥ কারুণ্যাদি গুণগুণে পরিপূর্ণ হরি । গুণাশ্রয় এ-
হেতু তাঁরে কহে বিশ্বভরি ॥

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ ।
নিত্যং হরৌ বিজ্ঞানত্যাগিত্য তন্ময়তাং হি তে ॥ ১৪ ॥

যেহেতুক ক্রোধ অনারত ব্রহ্ম হন । অতএব তদাসক্তি মুক্তির
কারণ ॥ যে কোন প্রকারে হৈলে তাঁহাতে আসক্তি । অনা-
য়াসে পায় জীব সংসার বিমুক্তি ॥ কাম ক্রোধ ভয় স্নেহ ঐ-
ক্যতা ভাবন । সৌহৃদ্যতা ক্রোধে নিত্য কৈলে আচরণ ॥ অ-
বশ্য তন্ময় ভাব পায় জীবগণে । এসব ভাবের পাত্র দেখহ ন-
য়নে ॥ কামভাবে ভাবি ক্রোধে কুবজা পাইল । ক্রোধে শিশু-
পাল ভাবি তন্ময় হইল ॥ ভয়েতে পেয়েছে কংস একো মূনি-
গণ । সৌহৃদ্যতা ভাবে পায় পাণ্ডু পুত্রগণ ॥ বস্ত্রত ক্রোধের হেন
স্মরণ প্রভাব । ভাবিলেই তিনি তাঁরে দেন আশ্রয় ॥ স্বা-
মির ব্যাখ্যার হয় এইত তাৎপর্য্য । গোস্বামির মতে মন দেহ
শ্রোতাবর্য্য ॥ শ্লোকের আভাস অর্থে কহেন তোষণী । থাকুক
ক্রোধের সুপ্রকট লীলা বীণী ॥ সর্বদাই যেবা তাঁরে ভাবে
যেই ভাবে । অবশ্য কৃতার্থ তারা স্মরণপ্রভাবে ॥ কাম ক্রোধ
ভয় আদি তাঁহে, আচরিয়ে । একান্ত তন্ময় ভাব স্কুরয়ে
হৃদয়ে ॥

ন চৈবং বিশ্বয়ঃ কার্ষ্যান্তবতা ভগবত্যজ্ঞে ॥

যোগেশ্বরেশ্বরে ক্রোধে যত এতদ্বিচাতে ॥ ১৫ ॥

ক্রোধের না হয় মোক্ষ দেওয়া অতিভার । যার ধ্যানমাত্রে
মুক্ত হয় এ সংসার ॥ তাহাতে বিশ্বয় করা তব কার্য্য নয় ।
ক্রোধের মহিমা তুমি জান সন্মুদায় ॥ স্বভৈরব্য পরিপূর্ণ স্বয়ং
ভগবান । ঐচ্ছিক যাহার হয় জন্মাদি বিধান ॥ কর্ম্মবশ্য জন্ম-
তাঁর নাহি কদাচিত । যোগেশ্বরেশ্বর ক্রোধ বেদান্ত বিদিত ॥
তাঁহার চিন্তায় মুক্ত হয় চরাচর । গোপী গুণদেহ মুক্তি এ-

নহে বিস্তর ॥ স্বামি ব্যাখ্যা হৈল এবে শুনহ তোষণী । মহা-
রাজ কহিতেছ একোন কাহিনী ॥ গভ্রু'বধি জানতুমি কৃষ্ণের
প্রভাষ । তবে হে সন্দেহ তব এ'কেমন ভাব ॥ বরঞ্চ অন্যোতে
ইহা কহিতে পারয় । নৃপবর তব যোগ্য ইহা কভু নয় ॥
পরিপূর্ণ অশেষ ঐশ্বর্য্য নিকেতনে কদাচ বিস্ময় কার্য্য নহে
ভগবানে ॥ যদি কহ তবে কেন জন্ম তাঁর হেরি । জীবতুল্য
নহে তাহা দেখহ বিচারি ॥ তজ্জ ঘৎসলতা গুণ পরবশহেতু ।
স্বচ্ছাতে প্রকট হয়েছিল। কৃপাসেতু ॥ যোগেশ্বরেরশ্বর হন
সেই উরুক্রম । তাহে কৃষ্ণ অবতার পরিপূর্ণতম ॥ ইথে কোন
অসম্ভব্য নাহি মহারাজ । তেজহ সংশয় সব নিজাক্রুদিমাক ॥



অথ গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য চাতুর্য্যের অবতরণিকা ॥

তাদৃষ্টান্তিকমায়াতা ভগবান্ প্রজ্ঞাশোষিতঃ ।

অবদদ্ধদাতাঃ শ্রেষ্ঠোবাচম্পশৈর্ষিনোহয়ন ॥ ১৬ ॥

রাসলীলা আনন্দ কাননতুল্য ভায় । তাহে অন্তরায় কথা
বিষলতা প্রায় ॥ তথাচ সংশয় তাহে করি উদ্ঘাটন । নৃপুতি
করিল। প্রশ্ন বুঝিতে কারণ ॥ প্রসঙ্গতঃ তচ্ছূর্ত্তর দিয়ে মহামুনি ।
লীলা কথা উৎকণ্ঠায় কহেন আপুনি ॥ বেগুরবে আকর্ষিত
ব্রজ নারীগণে । নিকটে আগতা কৃষ্ণ দেখিয়া নয়নে ॥ জানি-
লেন বেণুগীতে হইয়ে বিহ্বলা । নিশিতে অরণ্য মাঝে আইল
অবলী ॥ গৃহের বাহিরে যারা কখন না যায় । হেনসবে কৃষ্ণ
নিজান্তিকে দেখা পায় ॥ লজ্জা ভয় আদি তারা করেছে ব-
র্জন । যেহেতু করেছে কৃষ্ণ সমীপে গমন ॥ গোপীদের সেই-
ভাব দেখিয়া শ্রীহরি । আরম্ভ করিল। নিজে বচন চাতুরি ॥
বাগ্মী শিরোগণি হন রসিক শেখর । দ্বিভাব বাক্যেতেসবে

কন নটবর ॥ আপাত অর্থেতে যাহে উপেক্ষা বুঝায় । ভা-
বার্থে প্রার্থনাময়, তাহা সমুদায় ॥ যে বাক্যতে হরে চিত্ত বি-
বেক বিনাশে । হেন বাক্য কৃষ্ণ কহিছেন মৃদুভাষে ॥ বৃন্দাবন-
চন্দ্র যার একান্ত শরণ । শ্রীরাস বিলাস কহে সে শ্রীনারায়ণ ॥



অথ দুই অর্থে শ্রীকৃষ্ণের বাক্চাতুর্য ।

শ্রীভগবানুবাচ ॥ আগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং কর-
বাণি বঃ । ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্ভ্রুতাগমনকারণং ॥ ১৭ ॥

প্রথমে উদাস্ত পক্ষ অবলম্ব করি । সমাদরে গোপীগণে
কহেন শ্রীহরি ॥ আতি প্রিয়তম জনে সাদর বচন । স্বভাবতঃ
উদাস্ততা করে প্রকটন ॥ এসো২ গোপীগণ একি ভাগ্যোদয় ।
তোমাদের আগমন সুশোভন হয় ॥ মহাসাক্ষী হও সবে গো-
কুলের মাঝে । তোমা সবা সম ভাগ্যবতী কেবা ব্রজে ॥ তো-
মাদের ির কি করিব আচরণ । সরলতা ভাবে মোরে কর
আজ্ঞাপন ॥ মহাভাগ্যবতীদের প্রিয় আচরণে । অবশ্য হ-
ইতে পারে ধর্ম্মের ঘটনে ॥ একপ কৃষ্ণের সমাদর বাণী শুনি ।
কিছু না কহিল গোপী উদাস্ততা মানি ॥ তবে কৃষ্ণ কহিছেন
করিয়া চাতুরি । সংস্রুমে সমাগত হেরি ব্রজ নারী ॥ ব্রজের
মঙ্গল কথা কহ গোপীগণ । বুঝি কোন উপদ্রব হয়েছে ঘটন ॥
নহে নিশিষেগে কেন সকলে মিলিয়ে । আসিয়াছ কাননেতে
গৃহ উপেক্ষিয়ে । সাটোপে কহেন হরি কহতো আমারে ।
কি বিপদ হৈল আজি ব্রজে একবারে ॥ আছে কিয়া অন্য
আগমন প্রয়োজন । বিশেষিয়া কহ সবে সব বিবরণ ॥ এইত
উপেক্ষাময় বাক্য অর্থ হয় । প্রার্থনা পক্ষের অর্থ শুন ভক্ত-
চয় ॥ কৃষ্ণ দেখি গোপীগণে নিকটে আগত । প্রেমে পুল-
কিত অঙ্গ হর্ষে প্রফুল্লিত ॥ সাদর কহেন সবে পিরিতি ক-
রিয়ে । সুখেতো এসেছ তোমাসবে প্রার্থপ্রিয়ে ॥ মহাভাগ্য-

বতী হও তোমরা সকলে । রাসলীলা যোগ্য যাতে তোরা
 হুমণ্ডলে ॥ যে রাসবিলাস আশে কমলা সুন্দরী । মহাতপ
 আশ্রিতা সবনুখ ছাড়ি ॥ তথাপি না পায় সেহ শ্রীরাসমণ্ডল ।
 সেই রাসউল্লাসিনী তোমরা সকল ॥ কিম্বা ভাগশব্দে হেথা
 কহিয়ে ভজন । যাঁহে সৰ্ব উৎকর্ষতা করিলে ধারণ ॥ লোক-
 ধৰ্ম্ম লাজভয় সব পরিহরি । একমাত্র আমারে ভজিলে সুব-
 নারী ॥ আমি তোমাসবে তেন না পারি ভজিতে । যাঁহে
 তোমার ঋণী আমি বিধিমতে ॥ অতএব সবে হও মহাভাগ
 অতি । তোমাদের প্রিয়কার্য্যে মম কি শক্তি ॥ অথবা আ-
 মিহ হই ঋণী সবাকার । আজ্ঞাপন কর মোরে যে ইচ্ছা যা-
 হার ॥ তোমাদের প্রিয় কিছু করি আচরণ । অধীনের কৃত্য
 আজি করিব সাধন ॥ একপে কহিতে কৃষ্ণ আপন প্রার্থিত ।
 সবে নিরন্তর দেখি হইলা শঙ্কিত ॥ বুঝি হেথা আগমন কালে
 এসবার । পতি গুরুজনে করিয়াছে তিরস্কার ॥ তাহা উপে-
 ক্ষিয়ে বনে হয়েছে আসিতে । সেই অভিমানে কিছু না দেখি
 ভাবিতে ॥ এতেক ভাবিয়ে কৃষ্ণ কন মৃদুস্বরে । ব্রজের মঙ্গল
 সবে কহতো আমারে ॥ নিশিযোগে হেথায় করিতে আগ-
 মন । গুরুজনে কিছুতো না কৈল বিঘটন ॥ অথবা সে সব বিঘ্ন
 অনাদর করি । নিশিতে কাননে আসিয়াছ সব নারী ॥ পথ-
 পরিশ্রমে ধুঝি হয়েছে বেদন । সেই অভিমানে কিছু না কহ
 বচন ॥ আহামরি আমার লাগিয়ে নিশিকালে । পথে নানা-
 মত ক্লেশ পেয়েছ সকলে ॥ আমি হই তোমাদের অনুগত
 জন । তবে আগমনক্লেশ পাইলো কি কারণ ॥ ইঙ্গিতে আ-
 মারে সবে যেখানে ডাকিতে । তথা না যাইয়া আমি পারি
 কি থাকিতে ॥ এত আজ্ঞাবহ যদি আছে এই জন । তবে কহ
 কি কারণে কৈলে আগমন ॥ কিম্বা মম দরশনে উৎকণ্ঠিত
 হয়ে । নিশিতে কাননে সবে এলো যে লাগিয়ে ॥ আমারো
 সে অভিলাষ আছয়ে অন্তরে । অতএব লজ্জা তেজি কহ তা
 আমারে ॥

রজনোষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতাঃ ।

প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্বেয়ংস্ত্রীতিঃ স্তুমধ্যমাঃ ॥ ১৮ ॥

যদি বল আমাদের নাহিক বিপদ । কাননে এসেছি সব
করিতে আমোদ ॥ তুমি যাহা দেখিতে আইলে বৃন্দাবনে ।
আমরাও সেই লাগি এসেছি এখানে ॥ সহজেই বৃন্দাবন
শোভা চমৎকার । হেরিতে আকাজ্জক মনে নাহি হয় কার ॥
তাহাতে হয়েছে পুনঃ শরদ আগম । কাননে হয়েছে কত কু-
সুম উদ্গম ॥ সেই সব শোভা নিরীক্ষণ অভিলাষে । সকলে
এসেছি মোরা তেজি গৃহ বাসে ॥ তবে শুন বলি ওহে স্তুমধ্য-
মাগণ । একপে অযোগ্য তোমার ভ্রমণ ॥ দিবস না হয়
ইহা হয়ে রজনী । স্বভাবেই ঘোররূপা বলি যারে মানি ॥
তাহে ঘোরতর প্রাণী সেবিত কান্তার । এহেতু অযোগ্য হেথা
থাকা সবাচার ॥ অতএব নিশিযোগে কানন তেজিয়ে । গৃ-
হেতে গমন কর সকলে মিলিয়ে ॥ উদাস্য পক্ষের এই অর্থ
সুনির্ণয় । প্রার্থনা পক্ষের অর্থ শুন ভক্তচয় ॥ কৃষ্ণ কন শুন
স্তুমধ্যমাগণ । এসেছ যতাপি সবে মিলি বৃন্দাবন ॥ তবে কিছু-
কাল হেথা করিয়া বিশ্রাম । সকলেতে পরিপূর্ণ কর মনস্কাম ॥
অখিল রঞ্জন করে এইত রজনী । অঘোর স্বভাবে যাহে
শোভে নিশামণি ॥ ভ্রমর কোকিল আদি অঘোর প্রাণীতে ।
সুশোভিত এই বন আছে নানামতে ॥ তাহে স্তুমধ্যমা হও
তোমরা সকলে । অতএব কিছুকাল থাকো এইস্থলে ॥ বন
তেজি গৃহপ্রতি না কর গমন । এখানে কি স্থিতি করা নহে
সুশোভন ॥

মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ ।

বিচিহ্নস্তিহ্যপশ্যঃ স্তোমাকৃদ্বং বন্ধুসাধসং ॥ ১৯ ॥

যদি বল তুমি ইও পুরুষকেশরী । তব সমীক্ষেতে মোরা
কারেও না ডরি ॥ এ ব্রজমণ্ডল হয় তোমার আশ্রিত । তব
অগ্রে মোসবার ভয় কি উচিত ॥ তাহা সত্য বটে কিন্তু এ হয়

যামিনী । তাহে সুমধ্যমা হও সকল কামিনী ॥ অধিকন্তু জন-
শূন্য হয় এ কানন । একামাত্র আমি হেথা পুরুষরতন ॥
তোমাদের মাতা পিতা ভ্রাতা সবা কার । পতি পুত্র আদি
বন্ধু আছে যে যাহার ॥ তোমাদের অসময়ে বনে আগমন ।
হেরিয়ে সকলে করিতেছে অশ্বেষণ ॥ যদি তারা এই স্থানে
আগমন করি । আমার সহিত সব হেরে কুলনারী ॥ অবশ্যই
লজ্জানীরে আমিহ পড়িব । অকীর্তি অঘণে আমি ভুবন ভ-
রিব ॥ তোমরা না কর মনে বন্ধুর সাধন । কুলকামিনীর এ
তো অযোগ্য সাহস ॥ অতএব সবে ফিরি যাও নিজ ঘরে ।
কেন মিছা দোষভাগী করহ আমারে ॥ এইতো প্রথম পক্ষ
হৈল সমাপন । পক্ষান্তর ব্যাখ্যা এবে করহ শ্রবণ ॥ কৃষ্ণ কন
যদি বল তোমরা সকলে । কিরূপে এখানে সবে থাকি নিশি-
কালে ॥ আমাদের মাতা পিতা আদি বন্ধুগণ । গৃহে না দে-
খিলে সবে অশ্বেষিবে বন ॥ বল দেখি যদি তারা আসে এই
স্থানে । তবেতো বিপদ বড় হইবে ঘটনে ॥ এত বলি কন
তাহে ঈষদ হাসিয়ে । কেহ না দেখিবে সবে এখানে আ-
সিয়ে ॥ মাতা পিতা পতি পুত্র আদি বন্ধুগণ । দেখিতে না
পাবে করিয়াও অশ্বেষণ ॥ যেহেতু নিবিড় হয় এইতো কা-
ন্তার । দিক্‌দণ্ড দৃষ্টিপাত হওয়া অতিভার ॥ তাহে পুনঃ হয়
এই রজনীসময় । কিরূপে হইবে বল দৃষ্টির বিষয় ॥ অতএব
বন্ধুর সাধন তেজি দূরে । এইরাত্রি বাস কর কানন ভিতরে ॥

দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশকররঞ্জিতং ।

কনুনানিল লীলৈজন্তরুপলবশোভিতং ॥ ২০ ॥

যদি বন দেখা মাত্র হয় প্রয়োজন । বড় অসম্ভব তাহা না
হয় ঘটন ॥ নানা তরু প্রকুল্লিত এ কাননে হয় । তাহাতে
হয়েছে পূর্ণশশাঙ্ক উদয়ন । তাহার কিরণে বন হয়েছে রঞ্জিত ।
ষমুনা পরশি বায়ু বহিছে জলিত ॥ তাহে সুচঞ্চল হইতেছে
তরুলতা । যাহা নিরপ্তিলে চিত্তে বাড়ে তরলতা ॥ অতএব

তোমাসবে তাহা দেখিবারে । সকলে এসেছ সত্য হেরি ব্যব-
হারে ॥ হইল সম্পন্ন এবে সেই প্রয়োজন । এ লাগিয়ে কহি
ব্রজে করহ গমন ॥ উপেক্ষা পক্ষের ব্যাখ্যা এই হইল সুায়ণ
পক্ষান্তর কহি এবে শুন পুনর্বার ॥ কৃষ্ণ কন শুন শুন সব
গোপীগণ । কিবা সুশোভিত হয় এই বৃন্দাবন ॥ নানাবিধ
তরুলতা হয় কুসুমিত । বিশেষে রাকেশ-কর সমূহে রঞ্জিত ॥
যমুনা তরঙ্গসঙ্গী বহে সমীরণ । তাহে সুচঞ্চল সব তরুলতা-
গণ ॥ এই হেতু কহি এ মধুর বৃন্দাবনে । থাকিতে উৎসাহ
সবে কর গোপীগণে ॥

তন্মাতমাচিরং ঘোষং শুশ্রুষং পতীন্ সতীঃ ।

ক্রন্দন্তি বৎসাবলাশ্চ তানুপায়য়ত ছহত ॥ ২: ॥

কানন সৌন্দর্য্য সবে করিলে দর্শন । অতঃপর ব্রজপ্রতি করহ
গমন ॥ নিজ গৃহকর্ম দীর্ঘমন্ত্রনাদি ঘোষে । ঘোষিত হয়েছে
যেই স্থান সুবিশেষে ॥ যেখানেতে ঘোষ সব করয়ে বসতি ।
তথায় গমন কর ওহে সাধ্বীততি ॥ তোমাদের স্থিতি যোগ্য
নসই স্থান হয় । সুচির নিলয় হেথা উপযুক্ত নয় ॥ তাই বলি
শীঘ্র ব্রজে করিয়া গমন । নিজ নিজ পতিজনে কর শুশ্রূষণা ॥
লোকেতে সকলে বলে তোমাসবে সতী । অনুচিত তাহে পর-
পুরুষে আরতি ॥ যদি বল ত্রৈলোক্য সেবিত তব পদ । সকলে
সেবিব তাহা ত্যজিয়ে আপদ ॥ সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিহারি যে তোমা
সেবয় । তার কোন মতে নহে অধর্ম্ম উদয় ॥ লক্ষ্মী বাঞ্চে যে
ভরণ সেবন করিতে । আমরীও তাঁর সেবা অভিলাষি চিত্তে ॥
তাহাতে অস্বীয়া করে যেই গুরুজন । সে সকলে আমাদের
নাহি প্রয়োজন । তবে কহি শুন শুন সব ব্রজনারী । বৎস
বালকেতে স্নেহ গেছে কি'সরারি ॥ তোমাদিগে বহুক্ষণ না
করি দর্শন । তোমাদের শিশু সব করিছে ক্রন্দন ॥ বৎসগণ
দোহনের কালাপেক্ষা করি । বন্ধনে রয়েছে সবাকার পথ

হেরি ॥ এ লাগি সকলে শীঘ্র করিয়ে গমন । শিশুগণে তুচ্ছ
 দিয়ে করহ পালন ॥ গোদোহন নিশি প্রায় হইল আগত ।
 দোহন করিয়ে বৎসে কর অপ্যায়িত ॥ এইত প্রথম পক্ষ
 হৈল সমাধান । দ্বিতীয় পক্ষের অর্থ কর অবধান ॥ যেহেতুক
 রমণীয় হয় এই বর্ন । অতএব এই স্থানে থাক কিছু ক্ষণ ॥
 যদিও তোমরা গৃহে গমন লাগিয়ে । উৎকণ্ঠিত আছ সবে
 আপন হৃদয়ে ॥ তথাপি অচিরে নাহি করহ গমন । নিশি
 অবসান কাল কর বিলম্বন ॥ যদি বল সবে হই পতিব্রতা
 সতী । এলাগি স্বীকার নাহি করি পরপাতি ॥ তাহা সত্য হয়
 কিন্তু করহ শ্রবণ । নিত্য নিত্য কর সবে পতিশুদ্ধিষণ ॥
 তাহাতে যে সুখ লাভ হয় সবার্কার । তার কোটিগুণ সুখ
 সেবনে আমার ॥ পরকীরাস অতি হয় সুললিত । আশ্বা-
 দন করি বোধ করা সমুচিত ॥ বিশেষতঃ তোমরা হে সুমধ্যমা
 নারী । এরস সেবন করা যোগ্য সবার্কারি । এহেতুক আজি
 সব করি উপেক্ষণ । মম অভিলাষ সবে করহ পূরণ ॥ বৎস
 বালকাদি এবে ক্রন্দন না করে । অতএব কিবা শাস্ত করিবা
 তাহারে ॥ শিশুকে পয়ল দান গাবীর দোহন । এক্ষণ নাহিক
 হয় তার প্রয়োজন ॥ এহেতু ছাড়িয়ে সবে সে সব চাতুরী ।
 এই রাজি হেথা সব ব্রজনারী ॥

অথবা মদতিস্নেহাস্তবতোযন্ত্রিতাশয়াঃ ।

আগতা ছুপপন্নং তৎ প্রীয়ন্তে মম জন্মবঃ ॥ ২২ ॥

অথবা আমার প্রতি তোমা সবার্কার । আহঁয়ে প্রগাঢ়
 স্নেহ মনেতে বিস্তার ॥ যেহেতুক কি মানুষ কিবা জন্তুগণ ।
 সকলের হই আমি স্নেহের ভাজন ॥ তাহাতে তোমরা হও
 ব্রজের বনিতা । মম প্রতি স্নেহ যোগ্য এহেতু সর্বথা ॥ সেই
 স্নেহ প্রবশ হইয় সকলৈ । যদি আসিয়াছ বনে সরে নিশি
 কালে ॥ উপযুক্ত বটে এহ নহে অঘটন । দেখিলে আমারে
 এবে যাহ নিকেতন । উপেক্ষা পক্ষের এই ব্যাধ্য সুনির্মল ।

প্রার্থনা পক্ষের এবে শুনহ কৌশল ॥ যদি বল আমরা
তোমারে ভালো বাসি । এলাগি ভবন ছাড়ি কাননে প্রবেশি ॥
তোমার সেবনে সবে মনে করি সাধ । তবে কেন তুমি এত
ভাবিছ বিবাদ ॥ তাহাতে কহেন কৃষ্ণ শুন গোপীগণ । আমি
হই প্রাণিমাত্র স্নেহের ভাজন ॥ স্বাভাবিকী প্রীতি করে
আমারে সকলে । এলাগিয়ে সবে দেখা চাহে নেত্রাঞ্চলে ॥
তোমরা কি সেই সাধারণ প্রেমবশে । আসিয়াছ রজনীতে
বনে মম পাশে ॥ বিশেষ প্রণয় আছে না আছে সবার ।
ইহা ভাবি চিন্ত হয় ব্যাকুল আমার ॥ অতএব নানামত করি
বিবেচন । কহিতেছি সকলেরে উৎকৃষ্টা বচন ॥

তর্জুঃ শুশ্রূষণং জ্ঞীণাং পরোধম্ভোজমায়ায় ।

উদ্বজ্জনাঞ্চ কল্যাণাঃ প্রজানাঞ্চানুপোষণং ॥ ২৩ ॥

প্রাণিমাত্র করে যদি তোমাতে পিরিতি । স্বাভাবিক বন্ধু
তুমি সকলের গতি ॥ বিশেষে আমরা হই ব্রজবাসি জন ।
আমাদের প্রেম তেন নহে সাধারণ ॥ তুমি হও ব্রজবাসি
সকলের প্রাণ । এহেতু বিশেষ প্রেম তোমাতে বিধান ॥
অতএব চাহি তব শুশ্রূষা করিতে । অনুমতি দেহ তাহা সক-
রুণ চিতে ॥ গোপিকার এ আশয় ভাবিয়া শ্রীহরি আপনিই
কহিছেন করিয়া চাতুরী ॥ শুনহে কল্যাণি সব ব্রজ রামাগণ ।
নারীর পরম ধর্ম পুতি শুশ্রূষণ ॥ অকপটে আর তার বন্ধুর
শুশ্রূষা । প্রজার পোষণ হয় রমণীর ভূষা ॥ অতএব তোমা
সবে হয়ে যত্ন পর । তাহাই করহ সবে গিয়া নিজ ঘর ॥
বস্তৃতঃ পরম ধর্ম তাহা নহে যেই । উপহাস করি হরি কহি-
ছেন সেই ॥ যেহেতুক স্বভক্তি পরম ধর্ম হয় । যাহা ভাগবত
আদি শাস্ত্রের নির্ণয় ॥ প্রথম পক্ষের এই অর্থ সমাধান ।
দ্বিতীয় পক্ষের অর্থ কর অবধান ॥ বুঝিলাম গোপীগণ
আমি বিবেচিয়া । কেবল না আইলে সবে স্নেহের লাগিয়া ॥
তোমাদের আছে মনে ধর্ম অভিলাষ । তাহাতেই আসিয়াছ

সবে মম পাশ ॥ পতিশুশ্রূষণ যেন নারীধর্ম হয় । পতিবন্ধু
শুশ্রূষণ তেন শাস্ত্রে কয় ॥ আমি স্বাভাবিক হই সবার
বান্ধব । আমার সেবন করা এহেতু সম্ভব ॥ অতএব তোমরা
থাকিয়া এই স্থানে । করহ সেবন সবে যাহা সাধ মনে ॥

• ছঃশীলো দুর্ভগোরো জড়ো রোগাধনোপি বা ।

পতিঃ স্ত্রীর্ভিত্তনহাতব্যোলোকেষু ভিরপাতকী ॥ ২৪ ॥

যদি বল সকলেতে নিজ নিজ পতি । পরিত্যাগ করি বনে
করেছি আগতি ॥ তাহে পতিসেবা উপদেশযোগ্য নয় । এত
ভাবি ক্লেশ কন জানিতে আশয় ॥ পতি যদি পাতকী পতিত
নাহি হন । সতীর সে পতি ত্যাজ্য না হয় কখন ॥ বিশেষে
উভয় লোক আভিলাষি যারা । কদাচ স্ব পতিত্যাগ নাহি
করে তারা ॥ ছঃশীল দুর্ভাগ্য রুদ্ধ জড় রোগী অতি ।
ধনহীন হইলেও ত্যাজ্য নহে পতি ॥ তোমাদের পতি সব
ব্রজবাসি জন । তাহারা না হয় কোন দোষের ভাজন ॥
পতিত পাতকী কেহ নহে কদাচিত । এহেতু সে পতিত্যাগ
অতি অনুচিত ॥ প্রথমার্থে এইরূপ ব্যাখ্যান সুন্দর । শ্লেষা-
র্থেতে মনেঃসংগ কর অতঃপর ॥ যদি বল আমরা হে তেজি
নিজ পতি নিশিতে অরণ্য মাঝে করেছি আগতি ॥ পতি-
প্রতি অনুরাগ নাহি যে সবার । পতিবন্ধু সেবনে কি অপেক্ষা
তাহার ॥ এত চিন্তি কহিছেন কমলনয়ন । সতীর কি হয়
পতি ত্যাজ্য কদাচন ॥ ছঃশীলতা আদি দোষী হইলেও
পতি । ত্যাগ নাহি করে লোক আভিলাষি সতী ॥ অতএব
নিজ ধর্ম কারিতে রক্ষণ । পতিবন্ধু জানি কর আমার সেবন ॥

অস্বর্ণানবশস্তঞ্চ কঙ্ক কুচ্ছঃ ভয়াবহং ।

জুগুপ্সিতঞ্চ সূর্যব্রহ্মোপপত্যং কুলস্তিষ্ঠাঃ ॥ ২৫ ॥

যদি সবে কহ ওহে কমলনয়ন । তব বাক্যে পতি নাহি
করিব বর্জন ॥ নামমাত্র পতিভাব অহাতে করিব । পতিত্ব

ব্যাপার তোমাসহ আচরিব ॥ এতেক গোপিকাভাব উঠায়
আপনি । অমুয়াতে কন যেন রসিকের মণি ॥ ওহে গোপী-
গণ একি দেখি ব্যবহার । উপপত্তি ভজিতে কি ইচ্ছা সবা-
কার ॥ যাহে স্বর্গগতি পথ হয় নিরোধিত । বিনাশে সুখশঃ
যাহা চির সুসঞ্চিত ॥ অতি তুচ্ছ হয় সদা উপপত্ত্য কৰ্ম্ম ।
কৰ্ম্ম ভয়াবহ তথা নাশে সব ধৰ্ম্ম ॥ সৰ্ব্বত্র নিন্দিত হয় যেই
ব্যবহার । কুলস্রীগণের যোগ্য নহে সে আচার ॥ অতএব সে
সব বাসনা পরিহরি । নিজ নিজ গৃহে সবে যাও হে সুন্দরি ॥
প্রথম পক্ষের এই ভাষা বিবরণ । শ্লেষঅর্থ প্রণিধান কর
ভক্তগণ ॥ যদি বল সবে মোরা বিরক্তি করণে । নিজ নিজ
পতি ছাড়ি আসিয়াছি বনে ॥ এবে পুনঃ তাহে যদি করি
উপপত্তি । নাশিবে উভয় লোকে আমাদের গতি ॥ গোপি-
কার এ আশয় করিয়া চিন্তন । ঈষদ হাসিয়া কন কমল
নয়ন ॥ ওহে গোপীগণ কেন করহ সংশয় । উপপত্ত্য বটে
সৰ্ব্বত্রতঃ দোষাশ্রয় ॥ তাহে স্বর্গ হানি করে সুখশঃ বিনাশে ।
তুচ্ছ ভয়াবহ আদি বলি সবে ভাবে ॥ আমার বিষয়ে তাহা
না হয় নিন্দিত । যাহাতে অত্যন্ত আশি হই আনন্দিত ॥
এলাগি সন্দেহ ত্যাগ করিয়া সকলে । মম বাঞ্ছা পরিপূর্ণা কর
এই স্থলে ॥

এবং দর্শনাক্ষানান্ময়ি ভাবোহলু কীর্তনং ।

ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিবাত ততো গহান্ ॥ ২৬ ॥

যাদ বল লোকধৰ্ম্ম তেজি সাধুজন । তোমারে সৰ্বদা যেন
করয়ে ভজন ॥ আমরা ভজিব তেন সব পরিহরি । উপেক্ষা না
কর আমাসবে নরহরি ॥ এত ভাবি কৃষ্ণ কন গোপী সবা-
কারে । তাহাদের মনোর্ত্তি বুঝিবার তরে ॥ শ্রবণ দর্শন
ধ্যান মদনু কীর্তন । এ রূপে আমরা সঁদা ভজে সাধুজন ॥
তাহাতে যে রূপ হয় ভজন সাধুরী । নিকটে তেমন নাহি হয়
হে সুন্দরী ॥ এ লাগি স্বগৃহ প্রতি করিয়া গমন । শ্রবণাদি

ছারে কর আমারে ভজন ॥ এইত প্রথম পক্ষ ভাবার নির্ণয় ।
 পক্ষান্তর কহি এবে শুন ভক্তচয় ॥ আর দেখে গোপীগণ আ-
 মার ভজনে । যত সুখ আছে তাহা নাহি ত্রিভুবনে ॥ আমার
 শ্রবণ ধ্যান আমার কীর্তন । করিলেও সুখি যেন হয় ভক্তমন ॥
 পতিসন্নিহিতেও তেমন সুখ নয় । এ হেতু বৈরক্তি করা তাহে
 যুক্ত হয় ॥ আমাতে বিরক্তি ভাব নহে সমুচিত । মহাসুখ হয়
 মম সেবনে নিশ্চিত ॥ অতএব গৃহে নাহি যাও গোপীগণ ।
 এখানে থাকিয়া কর আমারে সেবন ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যচাতুর্যের প্রকৃত তাৎপর্য
 অজ্ঞান জন্য গোপীগণের বিষন্নতা ।

শ্রীশুকউবাচ ।

ইতি বিপ্রিয়মাকর্ষ্য গোপেয়াগোবিন্দভ্যামিতং ।

বিষন্নভগ্নসংকল্পাশ্চিন্তামাপুছুরত্যয়ং ॥ ২৭ ॥

শুকদেব কন রাজা কর অবধান । এতেক বাগ্মিতা যদি
 কৈলা ভগবানে ॥ কৃষ্ণের আশয় কিছু বুঝিতে না পারি । অ-
 প্রিয় ভাষণ বলি মানে সব নারী ॥ গোবিন্দের অর্থদ্বয় যুক্ত
 শ্রীবচন । পরশিতে না পারিল গোপিহাঁর মন ॥ 'বিবাদে
 বিমনা' গদে হইলা রমণী । মানস সংকল্প ভগ্ন করি মনে
 মানি ॥ দুঃখায় চিন্তানীরে হইয়া মগন । ভাবেন কি করি
 সবে আমরা এখন ॥ স্বাভাবিক প্রেমময় মূর্তির নহরি । আজি
 কি অভাগে এত সুকঠিন হেরি ॥ এবে কি আমরা কৃষ্ণ চরণ
 ধরিয়া । সাধিব সকলে মেলি বস্তন করিয়া ॥ কিম্বা ব্রজ প্রতি
 কিছু করিয়া গমন । কৃষ্ণের মনের ভাব জানিব কেমন ॥
 অথবা কৃষ্ণের আগে তনু ত্যাগ করি । কিম্বা প্রীতিবাক্য
 কহি স্বভাব উগারি ॥ এই রূপ মহাচিন্তা সাগরে মগনা । মনে
 মনে সকলেতে করে উদ্ঘাটনা ॥

কৃষ্ণা মুখান্যবশুচঃ স্বমনেন শুভাঙ্গিষাধরাণি চরণেন ভুবৎ
লিখন্ত্যঃ । অশ্রৈরুপান্তমসিতিঃ কুচকুক্ষুমানি তস্মুর্জ্যতা-
উরুহুস্তভরাঃ স্তুতীকীং ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণের সেকুপ বাণী, শুনি সব সীমন্তিনী, চিন্তানীরে হইয়া
মগন । শোকহেতু ঘনশ্বাসে, বিষফলাধর শোষে, নখে ক্ষিতি
করয়ে লিখন ॥ ১ ॥ অভিপ্রায় হে ধরণি, বিদীর্ণা হও এখনি,
তাহে মোরা করিব প্রবেশ । কৃষ্ণের উপেক্ষা বাণ, পরশে ব্যা-
কুল প্রাণ, আর নাহি সহে মনে ক্লেশ ॥ ২ ॥ নয়নের অশ্রুধার,
ক্ষণেক নহে নিবার, বক্ষঃস্থল ভাসে সেই নীরে । নয়ন কজ্জল-
দাগে, উরজ কুক্ষুমরাগে, মার্জ্জন করয়ে বেগভরে ॥ ৩ ॥
অতিশয় দুঃখাবেশে, কিছুই নাহিক ভাবে, অধোমুখে রহিলা
কেবল । নাহি কার্য্যকার্য্য বোধ, বিষাদেতে কণ্ঠরোধ,
শোকে দেহ ব্যাপিল সকল ॥ ৪ ॥

প্রেষ্ঠং প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষনাং কৃষ্ণং তদর্থবিনিবর্তিত-
সর্বকামাঃ । নেত্রে বিমূঢ়্য রুদিতোপহতে স্মকিঞ্চিং সংরক্ত-
গদগদগিরৌহক্ৰবতানুরক্তাঃ ॥ ২৯ ॥

স্বাভাবিক প্রাণ ধন, ব্রজাঙ্গনার জীবন, কৃষ্ণ যার লাগি
ব্রজনারী । গৃহ পত্নি গুরুজন, করি সব উপেক্ষণ, আসিয়াছে
কানন ত্তিতরি ॥ ৫ ॥ বেগুর বাকুর্ভ হয়ে, সব কার্য্য তেয়াগিয়ে,
যার সেৱামাত্র করে আশ । তাহার কঠিন বাণী, বজ্র মার
হেন মানি, হৈল প্রীতি মান সুপ্রকাশ ॥ ঈষদ কোপেতে
ভরি, মার্জ্জিয়া নয়ন বারি, কহে কিছু গদ গদ ভাষে । স্ব স্ব
ভাব উগারিয়া, কহে সবে বিবরিয়া, শুনি কৃষ্ণ মুগ্ধ প্রেমা-
বেশে ॥ ৬ ॥ যেমন কৃষ্ণের বাক্য, অবগীহে ছইপক্ষ, সেই
কর্ণ কহে গোপীগণ । যার অর্থ আশ্বাদনে, মগ্ন হয় ভক্ত-
গণে, ভাষা কহে এ শ্রীনারায়ণ ॥

গোপাউচুঃ ॥ মৈবং বিতোহীতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং
সংত্যজ্য সৰ্ববিষয়াংস্তব পাদমূলং । তত্রা উজ্জ্বল দুৰবগ্রহ-
-নারাজান্মান্ দেবোযথাপিপ্লবোভজতে ধ্বনুক্ষুন্ ॥ ৩০ ॥

কহিছেন গোপীগণ, প্রণয় কোপে মগন, দৈন্যউক্তি গদগদ
বচনে । ছলং নেত্রান্তর, স্কুরিত মধুরাধর, পুলক পূর্ণিত অপ-
ঘনে ॥ ১ ॥ প্রাণনাথ কেন এত কঠিন হৃদয় । রসিকের
শিরোমণি, হয়ে এত জ্বর বাণী, কহা তব উপযুক্ত নয় ॥ ২ ॥
তোমার এ বাক্যবাণ, প্রবেশি মোদের প্রাণ, বিদরিছে বজ্রে
যেন গিরি । তোমার ভজন আশে, তেজি মোরা গৃহবাসে,
নিশিতে হয়েছি বনচারী ॥ ২ ॥ তেজি ধর্ম লাজকুল, ভজেছি
চরণমূল, তুমি তবু প্রতিকূল হয়ে । ধর্মভাস উপদেশে, উপে-
চিছ কি সাহসে, বলিহারি যাই তব হিয়ে ॥ ৩ ॥ তুমি যে
করিছ কর্ম, তোমার এ কোন ধর্ম, কহ নাথ আপনি বিচারি !
আশা করি যে যাহার, তেজে গৃহ পরিবার, স্নেহ করে
নাচের ভিখারি ॥ ৪ ॥ অতএব দয়াময়, তেজিয়ে কঠিনাশয়,
ভজহ ভজনকারি জনে । যেন দেব নারায়ণ, স্বভজনপরায়ণ,
জনে ভজে মুক্তিলিঙ্গুগণে ॥ ৫ ॥ তোমার প্রতিজ্ঞা এই,
যেকপেতে তেজে যেই, তারে তুমি ভজ সেই কপে । সুদৃঢ়
প্রতিজ্ঞা সেই, এবে তুমি সে আগ্রহ, বলহে তেজিলে কোন
কপে ॥ ৬ ॥ শুন ওহে প্রাণনাথ, কর রূপা দৃষ্টিপাত, উপেক্ষা
না কর দাসী জনে । তোমার চরণমূলে, সুপেছি হে জাতি-
কূলে, উপক্ষিলে মরে গোপীগণে ॥ ৭ ॥ এইরূপ দৈন্য করি,
প্রকটার্থে গোপনারী, নটবরে করে নিবেদন । শ্রোয়ার্থে
ঐদাম্যয়, নিজ ভাব প্রকাশয়, কহি তাহা করহ অবগ ॥ ৮ ॥
গোপী কহে বনমালী, কেন নর চতুরালী, তেজ ছুবাগ্রহ
অতিশয় । নিশিতে রমণী পেয়ে, কহ এত কি লাগিয়ে, হেন
জ্বর বাক্য যোগ্য নয় ॥ ১ ॥ যদি থাকে অভিনাষ, করিতে
রাসবিলাস, তবে ভজ মদুশী কামিনী । যে তেজি বিষয় কর্ম
লোক লজ্জা ভয় ধর্ম, তব পদ ভজয়ে, আপনি ॥ ২ ॥ তারে

ভজা যোগ্য হয়, ইথে ব্যবহার চয়, দেখ যথা আদি নারা-
য়ণ । যুমুক্ষু স্বভক্তজনে, ভজে নাহি চাহে আনে, তুমি কেন
কর অকরণ ॥ ৩ ॥ অতএব শ্রু হরি, আমাদের আশা ছাড়ি,
সর্বভাবে ভজ অন্য জনে । যে বা হয় অনুগত, তাহাতে
হইলে রত, দোষভাগী না হয় ভুবনে ॥

যৎ পতাপত্যসুহৃদামনুরক্তিরঙ্গ স্ত্রীণাং স্বধর্ম ইতি ধর্মবি-
দাভ্যয়োক্তং । অস্তেবমেতদুপদেশপদে ত্রয়ীশে প্রেষ্ঠো-
ভবাংস্তত্ত্বভূতাং কিল বন্ধুরাঙ্কা ॥ ৩১ ॥

পত্যাদি সেবন কর্ণ, নারীর পবন ধর্ম, তুমি যে করিলে
উপদেশ । বট হে ধার্মিকবর, জানিলাম, অতঃপর, জানা-
পেক্ষা নাহি অবশেষ ॥ ২ ॥ কিন্তু তব পাদমূল, ভজনে যে
অনুকুল, দেখি জাতিকুলাপেক্ষা করে । যে তেজি সকল
ধর্ম, তোমাতে বাঢ়ায় শর্ম, তাহার কি অধর্ম সঞ্চরে ॥ ১০ ॥
পিতৃ দেব ঋষি ঋগ, তারে কি করে অধীন, যে লয় শরণ তব
পদে । সকলের প্রিয়তম, বন্ধু নাহি তোমা সম, আত্মরূপী
তুমি সর্ব রূদে ॥ ১১ ॥ অতএব অঙ্গবর, সর্ব লোক অধীশ্বর,
তব উপদিষ্ট ধর্ম চয় । তব পদে সমর্পিয়ে, জাতিকুল উপে-
ক্ষিয়ে, লইয়াছি তোমাতে আশ্রয় ॥ ১২ ॥ কিম্বা হে ধার্মিক-
মণি, হেন ধর্মময়ী কাণী, যে তোমাতে করে জিজ্ঞাসন । তার
প্রতি সবিশেষ, করা যোগ্য উপদেশ, আমাদের নাহি প্রয়ো-
জন ॥ ১৩ ॥ স্বর্গাদি বাসনা নাই, পরলোক নাহি চাই,
কৈবল ও পদ অভিলাষি । তুমি হও প্রাণপ্রের্ত, সকলের আত্মা
ইষ্ট, আমাসবে কর নিজ দাসী ॥ ১৪ ॥ এমতে গোপিনীচয়,
প্রকটার্থে প্রকাশয়, শ্লেষে কহে নিবেদ বচন । শুন শুন তক্ত-
গণ, তার ভাষা বিবরণ, কিছু আমি করিব বর্ণন ॥ ১৫ ॥
গোপীগণ কহে অঙ্গ, নারীঅনুরক্তি রঙ্গ, তোমার হয়েছে
প্রয়োজন । এলাগি ব্রজ প্রদেশ, ত্যাগ করি সবিশেষ, এ প্র-
দেশ কর আশ্রয়ণ ॥ ৫ ॥ পতি অপতির প্রাণ, ডুল্যনারী কুল

মান, আহরণে হও সুপণ্ডিত। বট যেই সুসমর্থ, সাধিতে
 আপন স্বার্থ, নিজে সেই মানো ধর্মবিৎ ॥ ৬ ॥ আপনার
 যেন-কর্ম, তেমনি কহিছ ধর্ম, পতিবন্ধু সেবন করিতে।
 প্রাণ সকলের প্রেষ্ঠ, বন্ধু আত্মা বটো কৃষ্ণ, আমরা হে
 জেনেছি চরিতে ॥ ৭ ॥ নহে এই বিভাবরী, যোগে কাছে
 পেয়ে নারী, বন্ধুতা হে করিতে প্রকাশ। কর ধর্ম উপদেশ,
 কলঙ্কে ভরিতে দেশ, কহি কতশত অপভাষ ॥ ৮ ॥ তোমার
 এ ধর্মিকতা, তোমাতে রহু সর্বথা, আমরা না চাহি শিথি-
 বারে। ক্রমা দেহ রসরাজ, শুনিতে বাসি হে লাজ, বিনয়
 করি হে বারে বারে ॥ ৯ ॥

কুর্কন্তি হি দ্বয়ি রাতং কুশলাঃ স্ম আশ্রমিত্যপ্রিয়ে পতিসু-
 তাদিভিরার্তিদৈঃ কিং। তন্নপ্রসাদ বরদেবধর মাম্ম হিন্দ্যা।
 আশাং ধতাং দ্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র ॥ ৩২ ॥

পিতা মাতা বন্ধুগণ, স্নেহ করি বিসর্জন, তব পদাশ্রয়
 অভিলাষে। আমরা যতেক নারী, আসিয়াছি গৃহ ছাড়ি,
 তাহে সব দোষ না পরশে ॥ ১৬ ॥ সারাসার বিজ্ঞ জন, যে
 জানে স্বার্থ সাধন, সে কখন তোমা পরিহার্য। পরিণামে
 সুবিরস, পতি পুঞ্জ স্নেহ রস, পিয়ে সুখা স্নানাদর করি ॥ ১৭ ॥
 স্বাভাবিক প্রেমময়, তোমার মুরতি হয়, ইহা জানি বিবেচক
 গণ। তেজি অন্য সমাশ্রয়, তব পদাশ্রয় লয়, ধন্য হয় তাদের
 জীবন ॥ ১৮ ॥ সেই হেতু ওহে হরি, স্বীয় পরক্লেশকারি,
 তোমাতে বিমুখ বন্ধু জনে। দূরে তেজি সমাদর, এসেছি হে
 নটবর, তব কাছে সব গোপীগণে ॥ ১৯ ॥ এলাগি বরদেবধর,
 প্রসাদ হে অন্তঃপর, আমা সরে মদনমোহন। চিরদিনাবধি
 হরি, আহি মনে আশা করি, যোবিত্তে তোমার শ্রীচরণ ॥ ২০ ॥
 সে আশার উচ্ছেদন, করিলে কমলেক্ষণ, গোপীর জীবন
 নাহি রবে। তাহে দয়াময় খ্যাতি, নাশিবে হে ব্রজপতি,
 অন্য কেহ শরণ না লবে ॥ ২১ ॥ একপে গোপিকাগণ, প্রক-

টার্থে নিবেদন, জানাইছে কৃষ্ণ সন্নিধানে । নিষেধার্থে সে
ভারতী, কৃষ্ণে কবর চমৎকৃতি, শ্রোতাগণ শুনহ অবশে ॥ ২২ ॥
গোপী কহে রসরাজ, কি কহ শুনিতে লাজ, যারা হয় কুশলা
রমণী । স্বচ্ছঃখ অবখণ্ডন, করি পতি পুজগণ, হেতু আত্মা
নিত্য প্রিয় মানি ॥ ১০ ॥ তাহাতে করি বিরতি, কে তাঁহে
করিবে রতি, যাহাতে তেজিবে বন্ধুজনে । এলাগি গোকুল
মণি, বরদ হসে আপনি, সুপ্রসন্ন হও গোপীগণে ॥ ১১ ॥
মোরা হই কুলনারী, এখানে রহিতে নারি, চিরক্ষণ ওহে
নটবর । শীঘ্র যাবো ব্রজপ্রতি, দেহ সবে অনুমতি, বিড়ম্বনা
না কর অপরা ॥ ১২ ॥ তোমার রুদয়ে ধত, যে আশা সে অনু-
চিত, তাহা এবে কর উচ্ছেদন । পাইয়া কুলের বালা, নিশিতে
দিওনা আলা, ক্ষমা দাও ব্রজের জীবন ॥ ১৩ ॥

চিন্তং স্মৃথেন ভবতাপহতং গৃহেবু যন্নির্কীর্ণত্বাত করাবপি
গৃহকৃত্যে । পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলান্যামঃ কথং
ব্রজমথো করবান কিম্বা ॥ ৩৩ ॥

যদি কহ গুণমণি, তোমরা যত রমণী, করিয়াছ মোরে
অভিলাষ । যদি এ অযোগ্য নম্র, তথাপি কবিত্তে হয়, সবে
নিজ নিজ গৃহে বাস ॥ ২৩ ॥ অতএব গোপীগণ, পতি পুজ
বিসর্জন, এক কালে উচিত না হয় । তাহাদের প্রীতি লাগি,
হোতে হয় ক্রেশ ভাগী, চাহি লোক দেখ সমুদায় ॥ ২৪ ॥
এজন্য সবারে বলি, গৃহে যাও সবে মেলি, নাহি কর বন্ধুর
ধিরতি । তবে শুন কষীকেশ, তার কিছু সন্নিবেশ, কহি
মোরা সকল যুবতী ॥ ২৫ ॥ তোমার মুরলিধ্বনি, সুধাসিকু
উল্লাসিনী, প্রবেশি মোদের শ্রুতি পথে । গৃহাদি বিষয় সুখ,
সমূহে করি বিমুখ, ভাসায় আনন্দ নদী শ্রোতে ॥ ২৬ ॥ সে
হেন বেণুর গীতে, হরিয়া সবার চিতে, করিয়াছ হেথা আন-
য়ন । তাহে হয়ে জ্ঞানহত, ভুলে নিজ হিতাহিত, গৃহকৃত্যে
নাহি পশে মন ॥ ২৭ ॥ সকল ইন্দ্রিয় পতি, করি চিত্ত অনু-

গতি, করছয় তেজে গৃহ কায । সে চিত্তের অন্বেষণে, তেজি
 পতি গুরুজনে, কাননে এসেছি রসরাজ ॥ ২৮ ॥ ওহে চোর
 চুড়ামণি, আগে ইহা নাহি জানি, হেথা এলে হবে বিঘটন ।
 যেবা কিছু ছিল শেষ, তার না রহিবে শেষ, হারাইবে সর্ব-
 শ্রিয়গণ ॥ ২৯ ॥ নয়ন তোমার কূপে, ডুবিল অমিয়া কূপে,
 শ্রবণ হরিল বেণুগীতে । তনু চাহে আলিঙ্গিতে, কর ধন্য
 অলাঙ্কিতে, তোমার চরণ পরশিতে ॥ ৩০ ॥ এ কূপে ইন্দ্রিয়-
 চয়, হারাইয়ে সমুদায়, কেমনে যাইব ব্রজ মাঝে । তেজি তব
 পাদমূলে, পদ আধ নাহি চলে, পাদদ্বয় ফেলিল অকায়ে ॥ ৩১ ॥
 তোমার উদাস্য হেরি, হেথাও রহিতে নারি, বল এবে কি
 করি উপায় । পূর্বধন হারাইয়ে, কি করি ব্রজে যাইয়ে, প্রাণ
 নাথ রাখো এই দায় ॥ ৩২ ॥ এমতে গোপিকাততি, প্রক-
 টার্থে ক্লেশ প্রতি, করে নন্দ্যৈদন্য নিবেদন । শ্লেষার্থে কহে
 আর, বিশেষ শুনহ তার, কৃপা করি সব ভক্তগণ ॥ ৩৩ ॥
 যদি বল গুণাধার, বেণু রবে সবা কার, দেহ মন করিয়ে হরণ ।
 আনিয়াছি কাননেতে, যাবে গৃহে কেমনেতে, শুন কুহি তার
 বিবরণ ॥ ৩৪ ॥ ভালো বেণু বিনোদিয়া, শিখেহো বাদন
 ক্রিয়া, সেই চাহ চিত্ত আকর্ষিতে । তব মনে অভিমান, শুনিয়া
 বেণুর গান, গোপীগণ এলো কাননেতে ॥ ৩৫ ॥ তাহা নহে
 বনমালী, তেজ নিজ ঠাকুরালি, বেণু গীতে আমাদেব চিত ।
 নাহি হয়েছে হরণ, সুখে আছে সর্বক্ষণ, চাহে গৃহে পশিতে
 ত্বরিত ॥ ৩৬ ॥ সেই মত করছয়, গৃহকর্ত্তে বাগ্র ইয়, পদেও
 কি চলিতে না চাহে । তবে কেন মাহি যাবো, হেথা রহি কি
 করিবো, অবশ ঘূষিবে শেষে যাহে ॥ ৩৭ ॥

সিদ্ধাঙ্গনস্তুদধরামৃতপূরকেণ, হীমাবলোককলগীতজহঙ্ক
 ক্ষাগ্নিং । নোচুদয়ং বিরহজ্জাগ্রাপযুক্তদেহাধানেন যাম
 পদগোঃ পদবীং সখে তে ॥ ৩৪ ॥

যে হেতুক দেহ মন, তব কপে নিমগন, হয়ে পুনঃ উঠিতে
না পারে । অতএব দয়াময়, রুদয়ে হয়ে সদয়, দাসীগণে বাঁ-
চাও এবারে ॥ ৩৪ ॥ একে কপ মাধুর্যোতে, কামানল জ্বলে
চিতে, তাহে তব হাস্যবলোকন । হয়েছে আছতি প্রায়, কল-
গীত বায়ু তার, সঙ্গী হয়ে দহিছে জীবন ॥ ৩৫ ॥ এ লাগি
বিন্ধি করি, বারে বারে বলি হরি, সে দাক্ষিণ মদন অনল ।
স্বকীয় অধরামৃত, সিঞ্চ হয়ে কুপারত, মনমত্ত করহ শীতল ॥
৩৬ ॥ যদি নিজ রূপাবশে, না সিঞ্চহ সুধারসে, তবে তব
বিরহ আগুনে । করি দেহ উপযোগ, নাশিব এ ক্লেশভোগ,
সখা তোমা ধরিয়া ধেরানে ॥ ৩৭ ॥ যোগিপ্রায় তেজি প্রাণ,
তব পদ সন্নিধান, যাইব আমরা সবে মেলি । দেখ নিজ নয়-
নেতে, নারীবধ সমীক্ষেতে, আজি হে নিঠুর বনমালি ॥ ৩৮ ॥
এ কপে গোপিকাগণ, বাহার্থে কহে বচন, নিষেধার্থ শুন
অতঃপর । গোপী কহে ওহে অঙ্গ, কেন কর এত রঙ্গ, বট
ভূমি লক্ষ্মীট প্রবর ॥ ৩৮ ॥ যদি আমাদের হাস, অবলোক
কলভায়, হেতু তব মদন অনল । হইয়াছে উদ্দীপিত, স্বকীয়
অধরামৃত, দিয়ে কর আপনি শীতল ॥ ৩৯ ॥ নহে সব গো-
পীগণ, যদিও নিজ জীবন, তেজে ঘোর পুত্তির, বিচ্ছেদে ।
তথাপি তোমার পথে, না যাইবে কোনমতে, ধ্যানেতেও সে
মহা আপদে ॥ ৪০ ॥ শিশুকাল আদি করি, সকলিতো জানে
হরি, তুমি আমি থাকি এক স্থানে । সখা তুমি এ কারণ, যার
যেন আচরণ, দেখিয়াছ আপন নয়নে ॥ ৪১ ॥ অতএব নিজ
কণ্ঠ, সার্থিতে রাখালরাজ, বৃথা নাহি কর হে যতন । তুমি
কর যে বাসনা, আমাদের সে কামনা, নাহি ইহা জানহ এ-
খন ॥

বহাধুজ্ঞান তবপাদতলঃ রময়াদন্তকুশলং কচিদরণাজনপ্রিয়স্ত ।
অস্পৃশ্যতৎপ্রভৃতি নান্যসমক্ষমঃ স্বাতুং দ্ব্যভিরমিতা বত-
পারয়ামঃ ॥ ৩৬ ॥

যদ্যপি রসিকমণি, বল হে এ রূপ বাণী, নিজ হৃদিজাত
 কামানল । নিজ নিজ পতি পাশে, গিয়ে সিঞ্চি সুধারসে,
 স্কন্ধে করহ সুশীতল ॥ ৩৯ ॥ তাহে অনুজনয়ন, বধি হে কর
 শ্রবণ, যখন তোমার শ্রীচরণ । হেরি মোরা নয়নেতে, তখন
 মোদের চিতে, অন্য কিছু না রহে স্মরণ ॥ ৪০ ॥ যে তব চরণ
 তল, কোটিচন্দ্র সুশীতল, প্রেমাসু কল্লোল বহে তায় । যাহার
 মাধুর্য্য কণ, লক্ষ্মীর হরয়ে মন, সে আনন্দ স্রোতে ভাসে
 তায় ॥ ৪১ ॥ সে চরণ নিরখিয়ে, আনন্দ নীরে মজিয়ে, প-
 তাদি সম্মুখে মোরা সবে । সেবধি রহিতে নারী, বল হে
 তবে কি করি, অবিতৃপ্ত তব প্রেম লবে ॥ ৪২ ॥ ওহে মদন-
 মোহন, অরণ্য জন জীবন, পুলিন্দী হরিণী আদি গণে । দিয়া
 অভিমত সুখ, নিবার অশেষ দুঃখ, প্রবঞ্চনা কেন গোপীজনে ॥
 ৪৩ ॥ এ রূপ প্রকট বাক্যে, কহি কৃষ্ণ সুসমীক্ষে, নন্দার্থেতে
 কহে গোপীগণ । যদি কহঁ নরহরি, বাল্যে সব ব্রজনারী, মম
 সঙ্গে করিতে ক্রীড়ন ॥ ২৩ ॥ সে কালে অঙ্গস্পর্শন, হওয়া-
 হেতু সুঘটন, জানো তাহে মম সঙ্গ সুখ । তবে কেন তোমা-
 সবে, চতুরালি কর এবে, অঙ্গ সঙ্গে হইয়া বিমুখ ॥ ২৪ ॥ তবে
 কলনয়ন, শুনতার বিবরণ, যবে তব ও চরণ তল । রমণী
 জনার প্রতি, করিয়াছে কভু গতি, তদবধি আমরা সকল ॥
 ২৫ ॥ না পরশি ও চরণ, অন্য অঙ্গ পরশন, দূরে রুহ তো-
 মার সাক্ষাতে । স্নেহে রহিতে নারি, যদিও আদর করি, তুষ্ট
 কর তুমি স্ব-বাক্যেতে ॥ ২৬ ॥ যদি রহে সেই স্নেহ, নিকটেতে
 গুরুজন, তবে কভু রহি কিছু কাল ॥ নহে বন্যজন গতি,
 তোমাতে উরাই অতি, তবে কেন বাড়াও জঞ্জাল ॥ ২৭ ॥

শ্রীৰং পদাযুক্তরজশ্চক্রে তুলন্তঃ লব্ধ্বাপি বক্ষসি পদং
 কিল ভ্রাতাজুহুং । যন্তঃ স্ববীক্ষণ উতান্যনুরপ্রয়াসস্তদ্ব-
 দ্বয়ঞ্চ তব পাদরেজঃপ্রপাং ॥ ২৭ ॥

ওপদ সৌভাগ্য লেগে, কি বর্ণিব সবিশেষ, যার রজ্য হ্রাতি-

লাষ করি । পদ লভি পতি হৃদে, যদিও মগ্ন আমোদে, তথাপি ওরূপ নেত্রে হেরি ॥ ৪৪ ॥ পরিহরি পাতিব্রাত্য, তপস্যা করিয়া নিত্য, স্ব স্ব পত্নী তুলসী সহিতে । যাহার ঈক্ষণ লব, বাঞ্ছয়ে দেবতা সব, সেই বাঞ্ছো ও বৃজ পাইতে ॥ ৪৫ ॥ তারি মনে এই ইচ্ছা, তব ভূতা ভোগোচ্ছিন্ন, যদিপায় পদরজ কণ । সব সুখ উপেক্ষিয়ে, ব্রজমাঝে ভজেসিয়ে, তোমার যুগল শ্রীচরণ ॥ ৪৬ ॥ হেন তব শ্রীচরণ, কমলা বার্জিত ধন, বাঞ্ছা করি মোরা সেই মতে । হইছি তাহে প্রপন্ন, কৃষ্ণ হে ঘুটাও দৈন্য, ধন্য কর রূপাধুষ্টিপাতে ॥ ৪৭ ॥ এই রূপে গোপীগণ, প্রকটার্থে নিজ মন, বিজ্ঞাপন করে কৃষ্ণ প্রতি । নন্দার্থেতে কহে আর, অভিপ্রায় শুনি যার, শ্রীকৃষ্ণেও করে মুগ্ধমতি ॥ ৪৮ ॥ যদি কহে হে সুজন, বাঞ্ছো যার রূপেক্ষণ, সুরাসুর মানবাদি সবে । হেন লক্ষ্মী বৃন্দাসহ, আমার পদে আগ্রহ, করে ততোধিক কিসে হবে । ২৮ ॥ তবে শুন কুঞ্জপতি, কমলা চপলা আতি, বৃন্দা ব্যভিচারিণী সহজে । জালন্ধর ভার্যা হয়ে, পতি সৌখ্য তেয়াগিয়ে, যেই সদা নারায়ণে ভজে ॥ ২৯ ॥ তাহারা তোমার পদে, ভজে যদি নিরাপদে, ইহাও না হয় অসম্ভব । আমরা তেমন নই, তোমারে স্বরূপ কই, তব পদে নাহি বাঞ্ছা লব ॥ ৪০ ॥

তঃপ্রসীদ রজিনার্দন তেহজ্জি মূলং প্রাপ্তবিস্বজ্ঞা বসন্তী-
সু ভূপাসনাশাং । স্বঃসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণ তীব্রকামতপ্তা-
য়নাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্ত্বং ॥ ৩৮ ॥

অতএব রূপা করি, ওহে রজিন নিবারি, সুপ্রসন্ন হও গোপীগণে । তোমার সুন্দর স্মিত, নিরীক্ষণ সন্দীপিত, তীব্র কামানল দহে মনে ॥ ৪১ ॥ এস লাগি তব চরণ, সেবা করি আকিঞ্চন, তেজি গৃহ বসন্তী সকলে । তব পদাম্বুজাশ্রয়, লইতে হে দয়াময়, সমীপে এসেছি নিশিকালে ॥ ৫০ ॥ ওহে পুরুষভূষণ, করা নহে বিড়ম্বন, অনুগত অবলানিচয়ে । নিজ

দাস্য করি দান, বাঁচাও গোপীর প্রাণ, আর জালা না সহে
 হৃদয়ে ॥ ৫১ ॥ এইরূপে গোপীচয়, প্রকটার্থে কৃষ্ণে কয়,
 নন্দ্য অর্থ কহিতেছে আর । কহি সেই বিবরণ, শুন শুন ভক্ত-
 গণ, যাহে সুখ হইবে অপার ॥ ৫২ ॥ গোপী কহে রুজিনার্দ,
 অতএব করুণাদ্র, হও সবে প্রসন্ন হৃদয় । করিয়ে অতি আগ্রহ,
 কেন কহিতেছ এহ, লইতে আপন পদাশ্রয় ॥ ৫৩ ॥ তব উ-
 পাসনা আশে, তেজি নিজ গৃহবাসে, মোরা তবচরণ সমীপে ।
 করিয়াছি আগমন, মনে না ভাব এমন, মদনমোহন হেন
 রূপে ॥ ৫৪ ॥ তোমার সুন্দর স্মিত, নিরীক্ষণ সমুদিত, তীব্রকাম
 তপ্তা যার। হয় । সে সবারে নিজ দাশ্য, দেহ শশধর আশ্য,
 আমাদের নাহি সে আশয় ॥ ৫৫ ॥ জানি পুরুষ ভূষণ, পুরুষ-
 ভূপ্রপীড়ন, প্রয়োজন কেবল তোমার । সেই মোসবারে কও,
 আমার আশ্রয় লও, কেন তব হেন ব্যবহার ॥ ৫৬ ॥

বীক্যালকাহতযুগং তব কুণ্ডল শ্রীগণ্ডস্থলাধরসুখং হর্ষিতাব-
 লোকং । দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য বক্ষঃ শ্রিতৈকরমণঞ্চ
 ভবাম দাস্যঃ ॥ ৫৭ ॥

যদি কহ নটবর, ওহে গোপিনী নিকর, ক্রয় ক্রীড়া নাহি
 হও সবে । ভূতিদান নাহি করি, তবে কিসে হে সুন্দরী, স-
 কলে আমার দাসী হবে ॥ ৫৭ ॥ তবে শুন বিবরণ, রসিক
 শিরোরতন, স্বমাধুর্য্য ধনে মোসবারে । আপনি করেছ ক্রয়,
 এখন হে দয়াময়, বল উপেক্ষিবে কি প্রকারে ॥ ৫৮ ॥ একে
 তব মুখ শশী, মানস তিমির নাশি, কোটি শশি নির্দি যার
 ছটা । তাহাতে অলকাচয়, হেরি মনে জ্ঞান হয়, চন্দ্রে যেন
 চকোরের ঘট ॥ ৫৯ ॥ অবশে কুণ্ডল দোলে, সুপরিবেশ ম-
 গুলে, পরিবৃত যেন শশধর । তাহে মৃচ্ছ গণ্ডস্থল, কান্তি জ্যো-
 ত্সা বলমল, সুধাসার সিক্ত শ্রীঅধর ॥ ৬০ ॥ স্মিতযুক্ত নিরী-
 ক্ষণ, হেরি মোহে ত্রিকুবন, তাহে পুনঃ ভুজদণ্ড দয় । প্রপন্ন

অভয় দিতে, প্রকাশয়ে পৃথিবীতে, কিবা বক্ষস্থল শোভাময় ॥
 ৫৭ ॥ শ্রীবৎসেতে সুলোঙ্খিত, কামিনী চিত্তবাহিত, হেরি
 নিজে ক্রীত, অনুমানি । ইহতে তোমার দাসী, সদা মনে অ-
 ভিলাষি, রূপামেত্রে হেরহ আপনি ॥ ৫৮ ॥ গোপীনয়ন খ-
 ঙ্গন, বলে করিতে বন্ধন, খঙ্গন বন্ধন তব রূপ । বিলোল অ-
 লকা তায়, পাশ তুল্য মনেভায়, কুণ্ডল কুণ্ডলিকা স্বরূপ ॥ ৫৯ ॥
 তাহাতে গগুনগুণ, সে বন্ধনিধান স্থল, লোভ্যাহার প্রায় শ্রী
 অধর । হসিত অবলোকন, মানি পালিউ খঙ্গন, বিশ্বাস ক-
 রণ সুনিভর ॥ ৬০ ॥ কিবা সে দত্ত অভয়, তব ভুজদণ্ড দ্বা-
 নব কিশলয় স্বরাঙ্গুলি । পরিনর বক্ষদেশ, সুখ প্রচার প্র-
 দেশ, যাহে পক্ষী পড়ে ভ্রমে ভুলি ॥ ৬১ ॥ হেরি সে খঙ্গন
 বন্ধ, লোভ মোহে হয়ে অন্ধ, আমাদের নয়ন খঙ্গন । পতিত
 হয়ে তাহাতে, বাক্ষা গেছে অচিরাতে, পুনরপি না পায় মো-
 চন ॥ ৬২ ॥ এই রূপ গোপিকারি, প্রকটার্থে সুপ্রচার, নিবে-
 ধার্থ শুনহ এখন । সবে কহে হে মাধব, যদি কহ তোরা সব,
 স্বভাবত যদিপি এমন ॥ ৬৩ ॥ তবে শুনঃ শুনঃ মোরে, হেরি-
 তেছি কিরে কিবে, কেন ভাহা বলহ সকলে । শুন তার বিবরণ,
 তব রূপ নিরীক্ষণ, করি মোরা যেজন্যে একালে ॥ ৬৪ ॥
 লম্পটের শিরোনগ্নি, আমরা তোমারে গনি, হেরি তব নট-
 বর বেশ । মনেতে পেতেছি ভয়, যে দেখি তব আশয় । পাছ
 ধর্ম নাশ পরিশেষ ॥ ৬৫ ॥ মুখে অলকা আঁহিত, কুণ্ডলে গগু-
 নগুণিত, অধরে মধুর স্মিত তায় । হসিত অবলোকন, শুনঃ
 করি নিরীক্ষণ, লম্পট লক্ষণ সমুদায় ॥ ৬৬ ॥ তাহে তব নিজ-
 জনে, অভয় দান বিধানে, দেখিয়াছি ভুজের বিক্রম । বহু
 মনেতে স্মরিয়ে, ভয়েতে কাঁপয়ে হিয়ে, হয় মোসবার বুদ্ধি-
 ভ্রম ॥ ৬৭ ॥ যে দেখি তোমার রীত, পাছে কর বিপরীত, ভ-
 বলা পাইয়া নিজ বলে । তার সাক্ষী তব বন্ধে, হেরিতেছি
 নিরু চক্ষে, লক্ষ্মীকে ধরেছো শোভাছলে ॥ ৬৮ ॥ মোরা হীন-
 বল্য হই, কমলার সীমা নই, তবে তব কি করিতে পারি ।

অতএব দয়া করি, ক্ষমা দাও নরহরি, দাসী হই আমরা তো-
নারি ॥ ৪১ ॥

কাস্ত্রাঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুপীতসংমোহিতার্যচরিতাম্ভলে-
ত্রিলোকাং । ত্রৈলোক্যসৌভাগ্যমদক্ষ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্যোদ্ধি-
জ্ঞমৃগাঃ পুলকান্যবিভন্ ॥ ৪০ ॥

যদি বল ওহে হরি, হইবে সবে কুলনারী, বাঞ্ছা কর আমার
সেবন । এ নাহি উচিত হয়, নাশে যাহে ধর্মচয়, হাসে শুনি
পতিব্রতাগণ ॥ ৬৩ ॥ তবে শুন গুণমণি, ত্রিলোকে কোন রমণী,
তব কলপদ বেণুরবে । মুগ্ধ হয়ে রুদি মাঝে, আর্ধ্যপথ নাহি
তেজে, হেন নাহি দেখি মোরা সবে ॥ ৬৪ ॥ তাহে ও রূপ-
লাবণ্য, নিরখিয়ে কেবা অন্য, মোহিত না হয় স্থিরচর । ত্রি-
লোকসৌভাগ্য সার, সুমাধুর্য্য চমৎকার, লোকাভীত বৈদক্ষি
আকর ॥ ৬৬ ॥ অতএব বনমালি, ছাড় নিজ চতুরীলি, ক-
রুণা করিয়া মোসবারে । দিয়ে নিজ দায়া দান, গৌপিকার
রাখ মান, নহে প্রাণ না রহে শরীরে ॥ ৬৭ ॥ এ রূপে গো-
পিকা ততি, প্রকটার্থে কৃষ্ণপ্রতি, নিজ বাঞ্ছা করে নিবেদন ।
নন্দার্থেতে নিবেদয়, যাহা শুনি রসময়, কৃষ্ণ ছন বিস্ময়ে ম-
গন ॥ ৬৮ ॥ নদি কহ ও লম্পট, গোপী হে তেজ কপট । কেন
মিছা করিছ চাতুরি । মম রূপ দরশনে, যদি ক্ষুদ্রা মহ মনে,
তবে কেন মুচঞ্চল হৈরি ॥ ৪২ ॥ তবে শুন বিবরণ, বলি তা-
হার কাবণ, স্কুলভূষণ যে রমণী । স্বধর্মে যে ককে ভয়, সে
কি তবান্তিকে রয়, ওহে নটবর শিরোমণি ॥ ৪৩ ॥ কি শি-
খেছ বেণুগীত, মোহন মন্ত্র মিশ্রিত, তাহে কলপদ গনি করি ।
হরিতে পারহ মন, মুগ্ধ কর ত্রিভুবন, মোরা তাহে হই কুল-
নারী ॥ ৪৪ ॥ ত্রৈলোক্য সৌভাগ্যাদয়, সবে তব রূপ কয়,
বাহাতে গোমৃগদ্রুমগণ । হৈরি হয় মুগ্ধপ্রায়, পুলক ধরয়ে
কাষ; দেখি শুনি হই ভীত মন ॥ ৪৫ ॥ সুন্দর সুরূপবান, এই
রূপ প্রাতিমান, হও তুই এ ব্রজমণ্ডলে । মোরাও সুন্দরী

হই, তোমার নিকটে রই, কেমনে কাননে নিশিকালে ॥ ৪৬ ॥
সুন্দর পুরুষ কাছে, সুন্দরীগণেরে পাছে, কেহ যদি করে নি-
রীক্ষণ । কলঙ্কে ভাসিবে কুল, তাহে হাসিবে ছকুল, এই মনে
ভয় সর্বক্ষণ ॥ ৪৭ ॥ অতএব তব ঠাই, তেজিয়া যাইতে চাই,
এমতে চঞ্চল মোরা সবে । নতুবা তোমার অঙ্গ, শোভা হে-
রিয়া ত্রিভঙ্গ, ক্ষুদ্র না হয়েছে মন এবে ॥ ৪৮ ॥

ব্যক্তং ভবান্ ব্রজভয়াতিহরৌভিজাতোদেবোযথাপিপুরুষঃ সুর-
লোকগোপ্তা । তন্মোনিধেহি করপঙ্কজমার্তিবন্ধো তপ্তস্তনেষু চ
শিরঃসু চ কিংকরীণাং ॥ ৪৯ ॥

যদি বল ওহে কৃষ্ণ, অন্যোতে নহিঁ সতৃষ্ণ, গুণে হই নারায়ণ
সম । ব্রজের করিতে হিত, আমার আছয়ে প্রীত, করা নহে
তাহা ব্যতিক্রম ॥ ৪৯ ॥ তবে শুন রসরাজ, সত্য তব সেই
কায, যদি ব্রজপীড়া বিনাশন । তবে কেন গোপীগণে, পীড়া
দেও অক্ষারণে, স্বপ্রতিজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন ॥ ৫০ ॥ মোরা তব
রূপ বেশ, হেরি যে পেতিছি ক্লেশ, সম্মত মন্থ অনলে ।
মাহা নহে সমাধান, বিনা তব রূপাধান, মরি প্রাণ যায় এক
কালে ॥ ৫১ ॥ চিরদিন এই ব্রত, তোমাতে আছে আহিত,
ব্রজজনে করিতে রক্ষণ । তাহা করা বিপরীত, অর্থন নহে উ-
চিত, বাহে হয় ব্রত উপেক্ষণ ॥ ৫২ ॥ দেখ দেব নারায়ণ, ক-
রিতে সুররক্ষণ, সর্বদা হয়েন স্নতৎপর । তার সম গুণ হয়ে,
সে স্বভাব উপেক্ষিয়ে, কেন হও কঠিন অন্তর ॥ ৫৩ ॥ অত-
এব গুণমণি, আপন কমল পাণি, দেহ মোসবার তপ্ত স্তনে ।
ওহে আর্জুন বন্ধু, বৈদক্ষী বিলাস সিন্ধু, বাঁচাও আপন দ্বা-
সীগণে ॥ ৫৪ ॥ শিরে দেহ পদ্মকর, নিবার এ দুঃখভর, ক-
রুণা করিয়া বনমাণি । রাখি গোপীজীবন, কহিছে শ্রীনা-
রায়ণ, প্রভু আর ছাড় চাতুরালি ॥ ৫৫ ॥ এই রূপে গোপী-
গণ, কহি প্রকট বচন, নমোজিতে কহিতেছে আর । কৃষ্ণ
যেন বলাৎকারে, চাহি সবে ধরিবারে, মনে করি এ আশঙ্কা

সার ॥ ৪৯ ॥ ওহে মনমথ তপ্ত, কেন কর ধর্ম লুপ্ত, ব্রজনারী-
গণের এখন । বিনাশিতে ব্রজভয়, ব্রজে তোমার উদয়, কহে
ইহা গর্গ তপোধন ॥ ৫৪ ॥ যেন আদি নারায়ণ, করেন সুর-
রক্ষণ, তেনগুণগণ তব হয় । ব্রজভয় রক্ষা ব্রত, তোমার আছে
বিখ্যাত, তাহে এ করণ যোগ্য নয় ॥ ৫১ ॥ মোরা ধর্মভয়ে
ভীতা, বনে সহায় রহিতা, তাহে তব লয়েছি শরণ । ওহে আ-
র্জুন গতি, এ লাগি করি বিনতি, নাহি কর হেন অকরণ ॥
॥ ৫২ ॥ তোমার যেক্ষপ ব্রত, তাহে না হয় উচিত, গৃহদাসী-
গণেরও মস্তকে । করিতে হস্ত অর্পণ, কি কব স্তনস্পর্শন,
করণ যে নিষিদ্ধ তোমাকে ॥ ৫৩ ॥ তাহে মোরা কুলরান্য,
তোমাতে নহি সকামা, কুলধর্ম নাশে সদা ডরি । অতএব
বারে বারে, নিবেদি তব গোচরে, পবন লী কর কুলনারী ॥
॥ ৫৪ ॥ এ অতি দারুণ কর্ম, যাহাতে বিনাশে ধর্ম, নর্ম নাহি
কহিয়ে তোমারে । এ শ্রীনারায়ণ কহ, দেখে হে বিশদাশয়,
গোপীকে কি পার জিনিবারে ॥ ৪৮ ॥

অথ রাসলীলারম্ভ ।

শ্রীশুকউবাচ ।

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রদ্ধা যোগেশ্বরেশ্বরঃ ।

প্রহস্য সদয়ং গোপীরাগারামোৎপতীরমং ॥ ৪৯ ॥

পয়ার । এই রূপে গোপিকার 'ঐদন্য নর্ম বাণী'। শুনিল
ঈষদহাসি রসিকের মণি ॥ সদয় হইয়া তবে তাসবার প্রতি ।
গোপীতে হইলা রত অখিলের পতি ॥ কি কব গোপীর প্রেম
কিবা গুণ ধরে । অসীম নহিমা যার ব্রজাণ্ড ভিতরে ॥ পরি-
পূর্ণ আশ্রয় যদিও শ্রীহরি । তথাপি গোপীর প্রেমে মুগ্ধ
নরহরি ॥ যোগেশ্বরের কৃষ্ণ সর্বশক্তিমান । যাহে সমকালে
সবে করিলা সন্মান ॥ :

তাতিঃ সমেতাতিরুদারচেষ্টিতঃ প্রিয়েক্ষণোৎকুলমুখীতিরচ্যুতঃ ।

উদারহাসদ্বিজকুন্দদীপ্তিবিহারোচতৈগাক্ষইবোভুতিহৃতঃ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীকুন্দাবিধিপনে, গোপীগণ সনে, শোভিত হইলা হরি ।
মুরলীর গীতে, কাননে নিশিঠে, সবে আকর্ষণ করি ॥ হয়ে
আনন্দিত, তামবা সহিত, মিলিত হইয়া তঁথি । সুবৈদক্ষিময়,
চেষ্ঠার আশ্রয়, নিজে হন গোপীপতি ॥ প্রিয় নিরীক্ষণে, হর-
ষিত মনে, উৎকুল আননী হয়ে । যত গোপীগণ, স্মিত সুশো-
ভন, অধরেতে প্রকাশয়ে ॥ সে উদার হাস, রতসে প্রকাশ,
জিনি দন্ত কুন্দপাঁতি । যাহার কিরণ, করয়ে বারণ, কৃষ্ণমন
তমততি ॥ সেই জ্যোৎস্নাজালে, শ্রীরাম মণ্ডলে, চ্যুতিহীন
গুণাকর । সুশোভিত অতি, যেন নিশাপতি, তারাগণে মনো-
হর ॥

উপগীয়মানউদায়ন বনিতাশতযুগপঃ । নালাং বিভ্রদ্বৈজয়ন্তীং
ব্যচরন্তগুণবনং । নদ্যাঃ পুলিনমাবিশ্য গোপীতির্হিমবালুকং ।
জুষ্টিং তত্তরলানন্দিকুমুদামোদবায়ুনা ॥ ৪৪ ॥

নারী শতযুগ, হইলা বেষ্টিত, সুরত পণ্ডিত হরি । কিবা
চমৎকার, বৈজয়ন্তী হার, দোলে চারু বক্ষোপরি ॥ মুরলীর
তান, মিশাইয়া গান, করান গোপিনীগণে । নিজেও বিশেষে,
মজিয়া রতসে, গায়েন আনন্দ মনে ॥ সে সকল বন, করিয়া
মণ্ডন, ভ্রমেন গোপীকুলয়ে । যাহার স্মরণে, ভুজের নয়নে,
পুড়ে প্রেমধারা বয়ে ॥ যমুনা পুলিনে, সহ গোপীগণে, আ-
ইলা নাগর রাজ । অতি সুশীতল, যাহাতে কোনল, বালুক-
চয় বিরাজ ॥ কালিন্দীজীবন, সঙ্গী সমীরণ, ভ্রমে যথা হর্ষ-
মনে । কুমদ সোরতে, মুগ্ধ করে সবে, রমণীয় সেই বনে ॥

বাহুপ্রসার পরিরম্ব করালকৌরুনীবা স্তনালভননর্শনখাপ্র-
পাতিতঃ । ক্ষেলাবলোকহসিতৈব্রজসুন্দরীগামুস্তম্ভয়নুপ্রতিপতিং
রুদ্রাঙ্ককার ॥ ৪৫ ॥

বাহু প্রসারণ, সুপরিরম্বন, করালক উরুদেশ । তথা নী-
বীন্তন, মদনমোহন, স্পর্শিছেন সবিশেষ ॥ নন্দ্য নথাঘাত,
ক্ষৌলিত দৃকপাত, হাসিত অবলোকনে । গোপীর মদন, করি
উদ্বীপন, রত হন সবাসনে ॥ একে ব্রজনারী, সহজে সুন্দরী,
তাহে কৃষ্ণতনু সজ্জ । হেরি সে সৌন্দর্য্য, পুলকে অধৈর্য্য, এ
শ্রীনারায়ণ অঙ্গ ॥ ৪ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান ।

এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্লক্যনামহাশয়ঃ । আগ্রহাৎ মেনিরেক্ষীণাৎ
মানিন্যোহ্যধিকং ভুবি ॥ ৪৬ ॥

এরূপে সম্ভোগ রস কয়িয়া বর্ণন । বিপ্রলম্ব বর্ণিবারে কৈলা
আরম্ভণ ॥ বিনা বিপ্রলম্ব নহে শৃঙ্গার পুষ্টিতা । রস শাস্ত্রে
খ্যাত আছে এই রূপ প্রথা ॥ অতএব মহামুনি তাহাই ক-
হিতে । অত্যাগ্রহ প্রকাশিলা আপনার চিতে ॥ মুনি কহে এই
রূপে যত গোপীগণ । শ্রীকৃষ্ণ হইতে হৈলা সন্মান ভাজন ॥
দ্বিবা অতি দ্বিবা আদি নাগ্নক হইতে । পরম নায়ক কৃষ্ণ বি-
খ্যাত শাস্ত্রেতে ॥ অতএব মহাত্মা বলিষ্ঠা মুনিবর । তাঁহার
শ্রেষ্ঠতা পূর্ন কন মহন্তর ॥ যে হেতুক স্বয়ং ভগবান্ ঘন হরি ।
তাহাতে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ পূর্ণ অবতারী ॥ যাহার মাধুর্য্যে হরে
যোগীশ্বের মন । যে সৌন্দর্য্য স্বপরিচয় করে বিস্মাপন ॥ হেন
কৃষ্ণ হৈতে মান পেয়ে গোপীচয় । পরস্পর হইলেন গর্জিত
হৃদয় ॥ সবে মনে মানে আমি বড় ভাগবতী । আমার প্রে-
মেতে বশ হইলা শ্রীপতি ॥ এত ভাবি মান গর্জে গর্জিতা স-
কলে । মানে আমাসম জাহি এ মহীমণ্ডলে ॥

তাসাং ভৎসোভগমদং বীক্ষ্যমাণঞ্চ কেশব । প্রশমায় প্রসাদাৎ
ভবৈবান্তরধীয়ত ॥ ৪৭ ॥

প্রেমের কুটিল গতি সহজেতে হয় । এ লাগিয়া যাতে তাতে
মান উপজয় ॥ তাহাদের মান আর গর্ভিত আচার । অনুন-
য়াদিতে কৃষ্ণ মানি অনিবার ॥ বিশেষত রাধাপ্রতি প্রেমের
গাঢ়তা । দেখাইতে অন্তর্ধান হইলেন তথা ॥ বৃন্দাবনচন্দ্র
বার একান্ত শরণ । শ্রীরাসবিলাস কহে যে শ্রীনারায়ণ ॥

ইতি শ্রীভাগবতীয় রাসপঞ্চাধ্যায়ব্যাখ্যায়াং শ্রীরাসবিলাসাত্মা-
য়াং প্রথমোধ্যায়ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানে গোপীগণের বিরহ ।

কৃষ্ণবিলেবদুঃখার্তি । বিচিহ্নদীর্ঘনাঙ্গনং । তং তংপ্রিয়াসমং
গোপীঃ সুষদন্তীঃ সদা ভুজে ॥ ৪৮ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রসরাজ । জয় গোপীপ্রেম জয়
গোপিকা সৃমাজ ॥ সকল বৈষ্ণবগণে মোর নমস্কার । কৃষ্ণ-
লীলা ক্ষুরে রূপা লবে যে সবার ॥ এবে শুন শ্রোতাগণ হয়ে
এক মন । তার পরে যে করিল সব গোপীগণ ॥

শ্রীশুকউবাচ ॥

অনুহিতে ভগবতি সহসৈব ব্রজাঙ্গনাঃ । অতপ্যাস্তমচকাণাঃ
করিণ্যৈব যুথপং ॥ ১ ॥

• কৃষ্ণ অন্তর্ধান মুনি করিয়া বর্ণন । নিজেও হইল শোক সা-
গরে মগন ॥ এ লাগি ক্ষুরয়ে তাঁর অবাক্ত ভারতী । সেই
শুক নামে তাঁর হেথায় বিখ্যাতি ॥ কৃষ্ণ অন্তর্ধান দেখি গো-
পিকামণ্ডল । তর্কিতে না পারি হৈল বিরহে বিম্বল ॥ ইত-
স্তত করি সবে নয়ন প্রচার । যবে দরশন নাহি পাইল তাঁ-
হার ॥ তবে অনুতাপ সবে করয়ে গোপিনী । যুথপতি লাগি
যেন ধৈর্য করিণী ॥

গতানুরাগস্থিতবিভ্রমেক্ষিতৈর্ননোরমালাপবিহারবিভ্রমৈঃ ।

আক্ষিপ্তচিত্তাঃ প্রমদারমাপতেস্তাস্তাবিচেষ্টাজগদ্বন্দ্বদাঘিকাঃ ॥২॥

কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য গতি অতি মনোহর, । অনুরাগ স্থিতযুক্ত
ক্ষীত শ্রীঅধর ॥ সবিলাস নিরাক্ষিত ঘাঁহার নয়ন । সরস আ-
লাপ যাহে হয়ে নারীমন ॥ আর তার মনোহর বিহার বি-
ভ্রমে । হেরিয়ে আক্ষিপ্তচিত্তা হয় ক্রমে ক্রমে ॥ সহজে প্রমদ
যুক্তা হয় নারীগণ । তাহে কৃষ্ণ প্রেমমদে অধিক মগন ॥ সে-
সবারে পরিহরি রম্যারে লইয়ে । রম্যপতি গেল তাহে ছুখে
দহে হিয়ে ॥ অতএব তার চেষ্টা করিয়া স্মরণ । তাহাতেই
আত্মা মন করি সমর্পণ ॥ শ্রীকৃষ্ণের গতি স্থির আদি চেষ্টা
চয় । তদনুকরণ করে গোপিকানিচয় ॥

গতিস্থিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিকৃতমূর্ত্তয়ঃ ।

অসাবহং দ্বিত্যবলীন্তদাক্ষিকান্যাবোদয়ঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমঃ ॥ ৩ ॥

উক্ত রূপ গতি স্থিত প্রেক্ষণাদি কল্প । মধুর ভাষণ যাহে
প্রকাশয়ে নন্দ ॥ সে সবে আবিষ্টমূর্ত্তি হয়ে গোপীগণ । কৃষ্ণ
প্রিয়া করে কৃষ্ণলীলানুকরণ ॥ শ্রীকৃষ্ণের বিহারেতে বিভ্রান্ত
হৃদয় । তরাত হয়েছে বুদ্ধি আত্মা সমুদয় ॥ তবে পরস্পর
কহে ওহে গোপীগণ । আমি হই কৃষ্ণ তোরা কান্দ কি
কারণ ॥

গায়ন্ত্যউচ্চৈরনুমেব সংহতা বিচিকারুন্মত্তকবদনাদ্বনং ।

পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহির্ভূতেষু সন্তং প্রকৃষং বনস্পতীন্ ॥ ৪ ॥

এইরূপ লীলাবেশে থাকি কিছু ক্ষণ । হৈল সবার
প্রেম উন্মাদ ঘটন ॥ তবে সবে শোকাবেশে ছুখে উগারিয়া ।
কৃষ্ণগুণ গান করে একত্রে মিলিয়া ॥ স্বভাবেতে গান প্রিয়
হয়েন শ্রীহরি । ইহা শুনি আদিবৈন মনেতে বিচারি ॥ মধ্যে
মধ্যে বনে বনে করে অন্বেষণ । স্থানানুস্থান নাহি সবে জি-
জ্ঞাসে সঘন ॥ বন্দাবনলতা তরু প্রভৃতি সকলে । জিজ্ঞাসয়ে

প্রেমোন্মাদ প্রভাবের বলে ॥ অন্তরে বাহিরে ক্ষুরে তাঁদের
 শ্রীহরি । এ লাগি সর্বত্র সুধাইছে ব্রজনারী । অরণ্য রৌদ্রন
 ইহা নহে গোপিকার । যেহেতু সর্বত্রস্থিতি আছে তঁহার ॥
 অন্তর্যামী পুরুষ হয়েন ভগবান । আকাশের ন্যায় বিধু সর্ব
 শক্তিমান ॥ সকল ভূতের বাহ অন্তরেতে স্থিতি । সতত
 আছে যার নাহিক ব্যাহতি ॥ প্রেমময় নেত্র হয় সব গোপি-
 কার । যে দিগে তাকায় দেখে মুরতি তঁহার ॥ কিন্তু বিপ্র-
 লস্ত হেতু নহে সংঘটন । অদভুত এই মহা প্রেমের লক্ষণ ॥

দৃষ্টোবঃ কচ্চিদম্বথ প্লক্ ন্যাগ্ৰোধ নোমনঃ ।
 নন্দমুহূর্গতোহুদ্বা প্রেমহাসাবলোকনৈঃ ॥ ৫ ॥

গোপী কহে হে অম্বথ প্লক্ বট তরু । দেখেছ এ পথে
 কেহ লম্পটের গুরু ॥ নন্দমুহু নিজ প্রেম হাস্যাবলোকনে ।
 মৌসবার মন হরি পেল কোন্ স্থানে ॥ জানো যদি বল
 সবে ওহু তরুগণ । তবে সেই স্থানে মৌরা করি অন্বেষণ ॥

কচ্চিৎ কুরুবকাশোক নাগপুন্নাগচম্পকঃ ।
 রামানুজোমানিনীমামিতোদর্পহরস্মিতঃ ॥ ৬ ॥

তার। যদি কিছু সমুত্তর নাহি দিল । তবে অন্য তরু কাছে
 গোপিকা চলিল ॥ মনে ভাবে অম্বথাদি হয় মহত্তর । ক্ষুদ্র
 দেখি মৌসবারে না দিল উত্তর ॥ এ লাগি তঁহাতে তেজি
 অধিক প্রয়াস । জিজ্ঞাসা করয়ে অন্য বিটপির পাশ ॥ ওহে
 কুরুবকাশোক হে নাগ পুন্নাগ ! হে চম্পক হও সকলেতে
 মহাভাগ ॥ অতএব তোমাসবে করি জিজ্ঞাসন । রামানুজ এ
 পথে কি করেছে গমন ॥ সেহ করিয়াছে গোপিকার মন
 চুরি । এ লাগি সে চোরে মৌরা অন্বেষণ করি ॥ যদি কহ
 সবে হও মানগম্ভবতী । তবে কি কপেতে সেহ হরিয়াছে
 মতি ॥ তাহা বলি শুন সেহ স্বকপট হাসে । পটু মানিনীর

মান গর্ভের বিনাশে ॥ অতএব মনচোরা সে তরুর রাজ ।
কোন পথে গেছে কহ বিটপি সমাজ ॥ প্রেমঈর্ষাবশে গোপী
কৃষ্ণ এই নাম । না কহিয়া অন্য নামে পুছে অবিশ্রাম ॥ শ্লেষ
পক্ষে বলদেব হন হলধর । তাঁহার অনুজ কৃষ্ণ গোষ্ঠার
প্রবর ॥ মানিনীর মান যেহ না জানে ভাঙ্গিতে । এলাগি
গোষ্ঠার কহে তাঁহারে ইঙ্গিতে ॥

কালতুল্য কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে ।

সহস্রালি কুলৈর্বিভ্রদৃষ্টস্তেহতিপ্রিয়োহচ্যুতঃ ॥ ৭ ॥

কুরুবক অর্থাৎ কিছু না কহিল যবে । গোপীগণ নিজ মনে
চিন্তিলেন তবে ॥ ইহারা সকলে হয় শ্রীকৃষ্ণসেবক । কুরু
বকাশোক নাগ পুন্নাগ চম্পক ॥ মোদিগে মানিনী দেখি এই
তরুগণ । অসূয়াতে কিছু নাহি কহিল বচন ॥ এত ভাবি
সে সবে উপেখি গোপী যায় । নিজ সখী মানি বৃন্দা দেবীরে
সুধায় ॥ হেদেহে তুলসি তুমি পরম কল্যাণি । গোবিন্দচরণ
প্রিয়া বলি তৌহে জানি ॥ যে চরণরজ লক্ষ্মী দেবী নাহি
পায় । সে চরণে রাখি কৃষ্ণ প্রণয়ে তোমায় ॥ তোমা
সম ভাগ্যবতী কেবা আছে আর । কাহার সহিত দিব তুলনা
তোমার ॥ যেহেতু কৃষ্ণের তুমি অত্যন্ত প্রেমসী । অতএব
তৌহে কণ্ঠে বহে দিবা নিশি ॥ যদ্যপিও তুমি অলিকুলেতে
সঙ্গতা । তথাপি তোমারে সেহ ধরয়ে সর্বথা ॥ এ অন্য তো-
মার সঙ্গ চ্যুতি নহে যার । সে অচ্যুত কোথা বল আছয়ে
তোমার ॥ অবশ্য দেখেছ তুমি তাহারে নয়নে । কহ সেই কৃষ্ণ
এবে অছি কোন স্থানে ॥

মানভ্যদর্শি বঃ কচ্চিন্নলিকে জাতি যুথিকে ।

প্রীতিং বোজনয়নু যাতঃ করম্পর্শেন মাধবঃ ॥ ৮ ॥

যখন উত্তর নাহি করিল তুলসী । সে স্থান উপেখি চলে
বতেক বোড়শী ॥ ভাবে আমা সবে জানি আপন সতিনী ।

না কহে তুলসী কিছু সমুত্তর বাণী ॥ এলাগি মালতী আদি
নিকটে যাইয়া । জিজ্ঞাসা করয়ে গোপী সবে সম্বোধিয়া ॥
হেদে হে মায়াতি জাতি যুথিকা মল্লিকা । তোমা সবে হও
পুষ্পমধ্যে শোভাধিকা ॥ অতএব কৃষ্ণ তোমা সব পরশিয়া ।
অবশ্যই গিয়াছেন প্রীতি জন্মাইয়া ॥ অতিপ্রিয় মা শব্দেতে
কহি শ্রীরাধারে । তাঁর ধব হেতু কৃষ্ণ তুষিতে তাঁহারে ॥
করিয়াছে তোমাদের কুমুম চয়ন । শ্লেষে এইরূপ অর্থ হয়
সুঘটন ॥ যদ্যপি গোপীর নাহি সে অসুসন্ধান । তথাপি
শব্দার্থে স্বতঃ হয় তাহা ভান ॥ অতএব তোমা সবে দেখেছো
মাধবে । কোন পথে গেছে কৃষ্ণ কহ আমা সবে ॥

চুতপ্রিয়ালপনাসনকোবিদারকম্বুকবিলবকুলামুকদম
নীপাঃ । যেনো পরার্থভবকামুনোপকূলা সংস্কৃত
কৃষ্ণদবীঃ রহিতান্যং নঃ ॥ ৯ ॥

মালতীপ্রভৃতি স্থানে উত্তর না পেয়ে । গোপীগণ চলিলেন
সে স্থান ছাড়িয়ে ॥ ভাবেন ইহারা সবে কৃষ্ণপ্রিয়া হয় । এ
হেতু সম্ভাষা নাহি করে এ সময় ॥ এত চিন্তি কহে চুত আদি
রক্ষগণে । পরউপকারী বলি যাহাদিগে জানে ॥ ওহে চুত
প্রিয়াল পনস হে স্নান । কোবিদার কম্বু অর্ক বিল তরুগণ ॥
বকুল কদম্ব আশ্র ওহে নীপশাখি । তোমরা দেখেছো এপথে
কি পদ্মআখি ॥ জানো যদি কৃষ্ণধন গেছে কোন পথে । কহ
সবে কৃপা করি মোদের সাক্ষাতে ॥ ইহা নাহি সকলেতে
করহ চিন্তন । তোমা সবে কহিয়াঁকি আছে প্রয়োজন ॥ পর-
উপকারী হও তোমরা সকলে । বিশেষতঃ আছ যমুনার উপ-
কূলে ॥ দেখ যমদণ্ড আদি পুরদুঃখ হেরি । যমুনা আইলা
ভূমে নদী রূপধরি ॥ জীবের নাশিতে যমদণ্ড মহাভয় । পর
উপকার তঁার প্রয়োজন হয় ॥ তোমরাও কলপুষ্প ছায়া
কর দান । পরউপকার সদা করহ বিধান ॥ তাহে কর যমু-
নার কূলেতে বসতি । আমা সবে কঠিনতা নহে যোগ্য অতি ॥

অতএব কহি কৃষ্ণ পথের উদ্দেশ । বিনাশহ ছুরন্ত বিরহ
মহাক্লেশ ॥

কিন্তু কৃতং ক্রিতি তপোযিত কেশবাজ্জি স্পর্শোৎস-
বোৎপুলকিতাক্ষরুহৈর্কিতাসি । অপ্যজ্জি সম্ভবউরুক্রম
বিক্রমাদ্বা'আহো বরাহবপুষ্ণঃ পরিবস্ত্রণেন ॥ ১০ ॥

যথা রাগ । একপে গোপিকা, কাতরা অধিকা, কৃষ্ণপথ
অন্বেষণ । করিতে কঁরিতে, দেখে আচম্বিতে, অবনী'র শোভা
গণ ॥ কহে বসুমতি, ওহে পুণ্যবতি, কি তপ করিলে কোথা ।
যাহে কৃষ্ণপদ, পরশ সম্পদ, সুখে হও পুলকিতা ॥ অঙ্কুর
সমূহ, তব তনুঝুহ, ক্ষুরিত হয়েছে সব । হেরি মনে হয়, কৃষ্ণ-
পদদ্বয়, স্পর্শহেতু' এ বৈভব । বল হে ধরণি, তব মুখে শুনি,
আমরা যত গোপিনী । কৃষ্ণপদস্পর্শ, সুখসম হর্ষ, পেয়েছ
কি কভু ধনি ॥ উরুক্রম হয়ে, তোমার হৃদয়ে, পদ দিলা
নারায়ণ । তাহে সুখোদ্রম, তব ইহা সম, হয়েছিল কি ঘটন ॥
কিন্ম তোমা সহ, পূর্বে শ্রীবরাহ, বিহরিল আঁমোদেতে ।
তাহে সবিশেষ, হেন সুখ লেশ, পাইলা কি কভু চিতে ॥ কৃষ্ণ
শুণালয়, সর্ব রুসাত্রয়, সুনাগর শিরোমণি । তাঁহার পরশ,
অন্য সব রস বিরস করয়ে জানি ॥ আমরা সে অঙ্গ, নব সুখ
সঙ্গ, পেয়ে পুনঃ হারাইয়ে । কিরি বনে বন, তাঁর অন্বেষণ,
করিতেছি ছুঃখি হয়ে ॥ তুমি জানো ধনি, সে পুরুষমণি, যে-
খানে করে গমন । কহি সে উদ্দেশ, নিবারহ ক্লেশ, বাঁচাও
অবলাগণ ॥

অপোণপল্প্যাপগতঃ । প্রয়য়েহ গাক্ষেস্তম্বন দৃশ্যং সাখ
সুনির্হতিমচ্যাতোবঃ । কান্তাদঙ্গকুচকুমুরঞ্জিতায়াঃ
কুন্দম্রবঃ কুলপভেদেহি বাতি গন্ধঃ ॥ ১১ ॥

এ ভাবে ভাবিতা, আভীর বনিতা, তছুত্তর নাহি পেয়ে ।
বিরহে বিমস, যত ব্রজাঙ্গনা, অন্য দিগে যায় ধেয়ে ॥ যেনে

করে, ধরা মো সবারে, না করিল সমুত্তর । জানি বসুমতী,
কৃষ্ণপ্রেমবতী, প্লেয়ে কৃষ্ণে রুদিপুর ॥ হয়ে গরবিনী, জানিয়া
সতিনী, এত নাহি কহে কথা । এত চিন্তা করি, যত গোপী-
নারী, ভ্রমিতেছে যথা তথা ॥ সম্মুখে হরিণী, পতি বিরহিনী,
হেরি আভীরণীগণ । প্রেম উনমাদে, মনের বিবাদে, তা-
হারে কহে বচন ॥ মনে মনে ভান, মোদের সমান, হয় এই
বিরহিনী । বিচ্ছেদ বেদন, জানে এই জন, কহিলে কহিবে
বাণী ॥ ও মৃগগৃহিনী, যতক গোপিনী, মোরা করি নিবেদন ।
তুমি কি নয়নে, গোপিকাজীবনে, করিয়াছ দরশন ॥ অচ্যুত
মাধুর্য্য, সে নাগর বর্য্য, নিজ কার্য্য সাধিবাবে । প্রিয়ার স-
হিতে, গেছে এই পথে, দেখেছ কি তুমি তারে ॥ নিজাঙ্গ লা-
বণ্য, করিয়া বদান্ধ, দিয়া তব নেত্রে সুখ । ভ্রমে এই বনে, এ
গোপিনীগণে, এবে হয়ে সুবৈমুখ ॥ কান্দাকুর্চান্বত, কুঙ্কুম-
রঞ্জিত, আছে কুন্দমালা তার । ঘাহার সৌরভে, সুবাসিত
সবে, হইয়াছে একান্তার ॥ ওহে প্রাণসখি, গোপীদুঃখে দুখি,
হও তুমি এক ক্ষণ । গোপী কুলপতি, কোথায় বসতি করে
কহ সে কখন ॥

বাহুং প্রিয়াং সউপধায় গৃহীতপক্ষোরামানুজন্তলসিকালি-
কুলৈর্মদাক্ষৈঃ । অস্বীয়মানইব স্তরবঃ প্রণামং কিম্বাভিন-
ন্দতি চরণ প্রক্ষ্যাবলোকৈঃ ॥ ১৩ ॥

যখন হরিণী, না কহিল বাণী, তখন রমণীচয় । তারে উপে-
ষিয়ে, চলিল ধাইয়ে, বিরহে বগকুলাশয় ॥ ভাবে মনে মনে-
বিচ্ছেদ বেদনে, হরিণীর নাহি জ্ঞান । এ হেতু সকলে, কিছু
নাহি বলে, তবে যাই অন্য স্থান ॥ একপ ভাবিতে, ভ্রমিতে
ভ্রমিতে, হেরিতেছে স্বনয়নে । পুষ্প কলে নত, তরুগণ যত,
রহিয়াছে সে কাননে ॥ মনে অনুমান, এই তরুগণে, দেখি-
তেছি সাধু প্রায় । মোদিগে দেখিয়া, সম্মান করিয়া, প্রণতি
বুঝি, জানায় ॥ এ হেতু এ সবে, জিজ্ঞাসিলে কবে, অবশ্য

কৃষ্ণ উদ্দেশ্য । এত বিবেচন, করি গোপীগণ, কহে সবে
 সবিশেষ ॥ ওহে তরুগণ, যত গোপীগণ, জিজ্ঞাসে হে
 তোমা সবে । কৃষ্ণের সন্দেশ, তোমারাবিশেষ, আমাদিগে
 কহ এবে ॥ সে রাম অনুজ, রাধি বামভুজ, প্রেমসীর অংশ
 মূলে । দক্ষ করতলে, লীলা শতদলে, ঘূরায় ঘূরায় চলে ॥
 বনমালা পরি, তুলসী মুঞ্জরী, সৌরভে ভ্রমরাগণ । হইয়ে
 মহানন্দ, পীতে মকরন্দ, তাহে করে সঞ্চরণ ॥ সে ভয়েতে
 ভীতা, চিত্তে চমকিতা, হেরি প্রণয়িনীজনে । লীলা শতদলে,
 ভ্রমর সকলে, নিবারয়ে সমতনে ॥ তবু অলিগণ, নহে নিবা-
 রণ, কৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে চলে । করি অনুমান, সে রসনিধান
 দেখেছ তোমা সকলে ॥ তোমরা এইমত, কৃষ্ণ অবনত,
 হইয়াছ স্বভাবেতে । সে আদরে ভুলি, বুঝি বনমালী, আছে
 তোমা নিকটেতে ॥ কিয় তোমা সবে, হেরি প্রেমভাবে,
 হরি গেছে স্থানান্তরে । কহ তরুগণ, তাঁর বিবরণ, হইয়া
 সরলাস্তর ॥ একপে সকল, গোপিকামণ্ডল, বিরহ উন্মাদ
 বশে । পুছে তরুগণে, এ শ্রীনারায়ণে, ভাষিতেছে ভাষা-
 রসে ॥

পৃচ্ছন্তে মা লতা বাহুনগাশ্লিষ্টা বনস্পাতেঃ ।

নুনং তংকরজম্পৃষ্ঠা বিজত্বাংপুলান্যাহে ॥ ১৩ ॥

সেই তরুগণ যদি না দিল উত্তর । তাহা উপেক্ষিয়া গোপী
 চলে স্থানান্তর ॥ মনে চিন্তে এরা কৃষ্ণভক্ত হয় । তাঁর আজ্ঞা
 বিনা কিছু কহিতে নারয় ॥ স্নতএব লতাগণ হয় নারী জাতি ।
 তাঁরবে জিজ্ঞাসা করা সমুচিত অতি ॥ নারী জন জানে যেন
 নারীর বেদন । অন্যে তেন জানিতে না পারে কদাচন ॥ এত
 বলি সবে পথে চলিতে চলিতে । লতা দেখি পরস্পর লাগিলা
 কহিতে ॥ হের দেখ রাধি এই লতিকা সংহতি । মুঞ্জরী
 পুষ্পেতে নুশোভিতা হয় অতি ॥ অনুমানি কৃষ্ণকর কমল
 নখর । পরশে পুলক ধরে লতাকলেবর ॥ কেহ বলে তাহা না

সম্ভবে কদাচন । যেহেতু করেছে পতি বাছ আলসন ॥ বৃক্ষ-
গণ হয় লতা সমুহের পতি । তাহার পরশে পুলকিত অঙ্গ
অতি ॥ অন্য কহে সখি তোর ব্যর্থ এই বাণী । পতির পরশে
এত পুলক না মানি ॥ অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ সবে করিলা স্পর্শন ।
নহে কেন পুলকিত ইহারা এমন ॥ অতএব জিজ্ঞাসা করহ
লতাগণে । কোন পথে কৃষ্ণধন করিল গমনে ॥

ইত্যান্তবচোগোপাঃ কৃষ্ণাবেষণকাতুরাঃ ।

লীলাভগবতস্তাস্তাহামুচকু শুদাসিকাঃ ॥ ১৪ ॥

এইরূপে গোপীগণ উন্মত্ত বচনে । কৃষ্ণের সন্দেশ পুছে
তরুসতাগণে ॥ যে সবার নাহি বুদ্ধি বাক্যের উদয় । তাহাদিগে
জিজ্ঞাসা করা প্রেমোন্মাদ হয় ॥ সর্বচিত্ত আকর্ষক হয়েন যে
হরি । তাঁর অশ্বেষণেতে কাতরা ব্রজনারী ॥ অতএব তাহে
বুদ্ধি করি সমর্পণ । করিতে লাগিল কৃষ্ণ-লীলানুকরণ ॥ এহ
নহে গোপিকার স্বচ্ছন্দ রচিত । প্রেমে পরবশ যাহে গোপি-
কার চিত ॥

কস্তাশ্চিৎ-পুতনায়ুগাঃ কৃষ্ণায়ুগাপিবৎ স্তনং ।

তোকায়িত্বা রুদন্তান্য পদাহনশকটায়তীঃ ॥ ১৫ ॥

কোন গোপনারী হয় পুতনা সমান । কেহ কৃষ্ণ হয়ে তার
কর্বে স্তন পান ॥ কোন গোপী নিজে মানে শকট বলিয়া ।
শিশু কৃষ্ণাবেশে অন্যে ফেলয়ে ঠেলিয়া ॥ কেবল ভাবনা
মগ্নে গোপিনীকারগণ । এইরূপে করে কৃষ্ণ লীলানুকরণ ॥
নতুবা তাড়িণ মুদ্রা না হয় আচার । যেহেতু তেমন বেশ না
ছিল সবার ॥ কৃষ্ণাভভাবনা বলি অতএব মুনি । একপ
সিদ্ধান্ত স্থির করেন আপনি ॥

দৈত্যায়িত্বা জহরান্যামেকা কৃষ্ণাভভাবনাং ।

বিজয়ানাম কাপীজ্জী কবতী ঘোষন্তী নৈনং ॥ ১৬ ॥

কোন গোপী নিজের দৈত্য অভিমান করি । শিশু কৃষ্ণ
ভাবা গোপিকারে করে চুরি ॥ কেহ কৃষ্ণবাল্যাবেশে করয়ে
বিক্রম । চরণ চালায় যাতে কিস্কিনী নিঃস্বন ॥

কৃষ্ণরামায়িতে হেতু গোপায়ন্ত্যশ্চ কাশ্চন ।

বৎসায়তীং হস্তি চান্য তত্রৈকা তু বকায়তীং ॥ ১৬ ॥

কোন গোপীদ্বয় কৃষ্ণ বলদেব হয় । অনুচর গোপবেশা
অন্য গোপীচয় ॥ কোন কোন গোপী বৎস বকরূপ ধরে ।
কৃষ্ণবেশধরা গোপী তাদিগে প্রহারে ॥

আহুয় দুরগায়ত্বং কৃষ্ণস্তনুহুর্কুর্ষতীং । বেণুং কৃণন্তীং

ক্ৰীড়ন্তীমন্যাঃ সংশস্তি সাদ্বিতি । কস্তাঞ্চিৎ স্বভুজং

নাস্ত্য চলন্ত্যাহাপরা নহু । কৃষ্ণোহহং পশ্যাত গতিং

ললিতামিতি তন্মনাঃ ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণ যেন দূরদেশ স্থিতা গাবীগণে । বেণুরবে ডাকি নিজ
সমীপেতে আনে ॥ সেইকণে কোন গোপী নিজের কৃষ্ণ হয়ে ।
বেণুর কঁরি ক্রীড়া করে সুখী হিয়ে ॥ অন্য অন্য গোপী
তাহে করে সাধুবাদ । যাহে দূর হয় ভক্তহৃদয়বিবাদ ॥ কোন
গোপী কৃষ্ণাবেশে আপনায় কর । অর্পণ করয়ে অন্য গো-
পিকা উপর ॥ কৃষ্ণপ্রায় সুনন্দর পদন্যাসে চলে । কৃষ্ণ আমি
মম গতি দেখে সবে বলে ॥ কিবা সুললিত ভাবে করিতেছি
গতি । তন্মনা হইয়া গোপী কহে গোপী প্রতি ॥

মাতৈষ্ঠ বাতবর্ষাত্যাং তুজাগং বিহিতং হিবঃ । ইতু-

ক্ৰৌকেন হস্তেন বততান্য সিদধেহধ্বং । আরুহ্যৈকং

পদাক্রম্য শিরস্যাহাপরা নৃপ । দুষ্ঠাহে গচ্ছ জা-

তোহহং খলানাং নহু দণ্ডবৎ ॥ ১৮ ॥

কোন গোপী কৃষ্ণাবেশে কহিছে কাহারে । বর্ষবাতাদিতে
ভয় না কর অন্তরে ॥ এই আমি তোমা সবে করিছে রক্ষণ ।
এত কহি এক হস্তে তুলিলা বসন ॥ এক গোপী কৃষ্ণ হই

চড়ে অনাশিরে । পদাক্রম করি তাহে কহে বারে বারে ॥
ছুম্বি অহি তুমি যশো এস্থান হইতে । আমি খল দণ্ডধারী
জন্মেছি মহীতে ॥

তত্রৈকাচাহরে গোপা দাবাগ্নিং পশ্যাতোল্লগং ।

চক্ষুংষাশ্বপিধকুং বোবিধাসো ক্ষেমমশ্বনাং ॥ ১৯ ॥

এক গোপী কৃষ্ণাবেশে কহিছে বচন । গোপসব দাবানল
দেখহ উল্লগ ॥ নয়ন মুদ্রিত কর তোমরা সকলে । করি আমি
যাতে শুভ হয় অবহেলে ॥

বন্ধানয়া অজা কাচিভবী তত্র উদুখলে । বন্ধামি তা-
ণ্ডভেত্তারং হৈয়ঙ্গবমুদ্বিত্তি । ভীতা মুদুখপিধা-
য়াস্যাং ভেজে ভীতি বিড়ম্বনং ॥ ২০ ॥

কোন ব্রজবধূ নিজ কণ্ঠমালা-লয়ে । কৃষ্ণতাবাপন্ন অন্য
গোপীয়ে বান্ধয়ে ॥ তাণ্ড ভাঙ্গি করে এহ নবনীত চুরি ।
এলাগি ইহারে উদুখলে বন্ধি করি ॥ এত বলি উদুখলকপা
গোপীদেহে । বন্ধন করয়ে তারে প্রেমোন্মাদ মোহে ॥ সেহ
গোপী কৃষ্ণাবেশে ভুয়েতে বিহ্বল । পিধান করয়ে নিজ
নয়ন মুগল ॥ পূর্বে যশোমতী ভয়ে ব্রজেন্দ্রনন্দন । করিয়া-
ছিলেন যেন ভীতি বিড়ম্বন ॥ সেই লীলা অনুকপ যতেক
গোপিনী । করে আচরণ কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী ॥

এং কৃষ্ণপৃচ্ছমানা বৃন্দাবনলতান্তরূন । ব্যচক্ষত

বনোদ্দেশে পদানি পরমায়নঃ ॥ ২১ ॥

এইকপ শ্রীকৃষ্ণবিরহে গোপীগণ । প্রেমাবেশে করি কৃষ্ণ
লীলানুকরণ ॥ কৃষ্ণঅশ্লেষণ করি রতন বনে ভ্রমে । বনালতা
তরুচয়ে পুছে ক্রমে ক্রমে ॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখে বৃন্দাবন
পুথে । কৃষ্ণ পদচিহ্ন আছে অক্ষিত-ধুলাতে ॥ পরম পুরুষ
হন কৃষ্ণ সনাতন । যে পদ দর্শনে ক্ষুরে তাহার লক্ষণ ॥

পদানি ব্যক্তমেতানি নন্দস্থনোগর্হাঙ্গনঃ । লক্ষ্যন্তে
হিধজ্যস্তোজবজ্রাক্ষুশযবাদিভিঃ ॥ ২৩

তাহা নিরীক্ষণ করি গোপিকা মণ্ডল । পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ
প্রেমেতে বিহ্বল ॥ অন্যে অন্যে কহিতেছে সব গোপীগণ ।
কৃষ্ণপদচিহ্ন এই কর দরশন । আমাদের কৃষ্ণ হন পুরুষ
প্রধান । এ হেতু সে পদে নানা চিহ্ন বিদ্যমান ॥ দেখ সখি
ধ্বজ বজ্র অক্ষুশ কমল । যব আদি বহু চিহ্ন শোভয়ে উজ্জ্বল ॥

তৈস্তৈঃ পদৈস্তৎপদকীমবিচ্ছন্তোগ্রতোহবলাঃ ।

বধাঃ পদৈঃ স্পৃষ্টানি বিলোক্যাক্তাঃ সমক্রবন্ ॥ ২৪ ॥

কৃষ্ণপদচিহ্ন তাহে নিশ্চয় জানিয়া । চিহ্ন অনুসারে গোপী
চলিল ধাইয়া ॥ যে দিগে শ্রীপদচিহ্ন পায় দরশন । সেই
দিগে গোপীসব করয়ে গমন ॥ ঘাইতে ঘাইতে তারা দেখয়ে
সাক্ষাতে । ব্রজবধুপদচিহ্ন মিশ্রিত তাহাতে ॥ তাহে ঈর্ষা-
বশে গোপী অধিক তাপিতা । পরস্পর কহে হয়ে সকলে
মিলিতা ॥ রাধাপদচিহ্ন তাহা গোপিকা না জানে । এ হেতু
হইল ঈর্ষা তাসবার মনে ॥ অধিকন্তু নিজে তেন ভাগ্যহীনা
জানি । হয়েছিল গোপীগণ অধিক তাপিনী ॥

কন্থাঃ পদানি চৈতানি যাতায়ানন্দস্থত্বন ॥ অংসন্যস্ত

প্রকেষ্ঠায়াঃ করেণোঃ করিণা যথা ॥ ২৫ ॥

কহে সখি দেখ কৃষ্ণপদচিহ্নপাশে । কার পদচিহ্ন এই
জানহ বিশেষে ॥ কৃষ্ণের কমল কর করি আলম্বন । কোন
ভাগ্যবতী সঙ্কে করেছে গমন ॥ যেন করী সঙ্কে সঙ্কে চলয়ে
করিণী । হেনমতে কৃষ্ণসঙ্গে গেল কে না জানি ॥

অনয়ারাধিতো নৃনং ভগবানু হরিরীশ্বরঃ । যমোবি-
হায় গোবিন্দঃ প্রীতেয়ামনয়দ্রহঃ ॥ ২৬ ॥

তবে তারা নানামত করি বিবেচন । কৃষ্ণসঙ্গে গেল রাধা
জানিল কারণ ॥ তাহে তারা কহিতেছে সবে পরস্পর । রাধা
প্রেমাধীন কৃষ্ণ মার্গি অতঃপর ॥ এবে জানিলাম মোরা
রাধিকা সুন্দরী । বশীভূত কৈল কৃষ্ণে আরাধনা করি ॥ যাহে
আমাসবে তাজি গোকুলের মণি । প্রণয়েতে রাধা লয়ে গেল
সে আপনি ॥ কাননে নির্জনে পেয়ে তাহার সহিত । করে
নানা রস কেলি যাতে তার প্রীত ॥

ধন্য অহো অমী আলো গোবিন্দাঙ্কুরেণবঃ ।

যান্ ব্রহ্মেশ্বরনাদেবী দধুমুর্দ্ধ্বাঘনুভয়ে ॥ ২৭ ॥

ওহে সখি বিবেচিয়া দেখ দেখি সবে । কৃষ্ণপাদপদ্মরজ
ধন্য বুঝি ভাবে ॥ ব্রহ্মা শিব যাহা শিরে করয়ে ধারণ । নিজ
অপরাধচয় করিতে মার্জন ॥ রাধিকাও সেই ধূলি মস্তকে
ধরিল । যাহে কৃষ্ণ তার অপরাধ ক্ষমার্গিল ॥ আমরাও
সেই ধূলি মস্তকে ধরিব । নিজ নিজ অপরাধ মার্জন করিব ॥
যেই অপরাধলাগি কৃষ্ণ রসরাজ । আমাদিগে উপেখিলা
অরণ্যের মাঝ ॥

তস্ত্রাঅমূনি নঃ ক্ষৌভং কুর্ষন্ত্যজৈঃ পদানি যৎ ।

যৈকাপহৃত্য গোপীনাং ধনং ভুঙক্তেহচ্যুতধরং ॥ ২৮ ॥

এইরূপে গোপীগণ কহেন বচন । তাহা শুনি চন্দ্রাবলী
প্রিয়সখীগণ ॥ কহে ধনি যে তোরা ফাঁদে সত্য হয় ।
কিন্তু ইথে মানে এক মোদের হৃদয় ॥ সকলের ভোগ্য ধন
অচ্যুত অধর । তাহা হরি একা যেই ভুঞ্জে নিরন্তর ॥ সে হেন
কামিনীপদ লাঞ্জন সহিতে । মিশ্রিত নহিলে রজ ধরা যোগ্য
মাথে ॥ কৃষ্ণপদচিহ্ন সে রমণী পদচিহ্ন । মিশ্রিত হয়েছে
যাহে দেখায় অভিন্ন ॥ অর্ন্তএব মোসবার মনে ক্ষৌভ হয় ।
ধরিতেও পদরজ মা চাইই হৃদয় ॥

ন লক্ষ্যন্তে পদান্যত্র তস্ত্রাঅনং তৃণাকুটৈঃ ।

খিধ্যৎসুজাতাঙ্গু তলামূরিনো প্রোঙ্গসীং প্রিয়ঃ ॥ ২৯ ॥

এত বলি গোপী সব পুন পূর্ব রীতে । চিহ্ন অনুসারে যায়
 কৃষ্ণ অশ্বেষিতে ॥ কিছু দূরে গিয়া সবে কহে পরস্পর । দেখ
 দেখ ওগো সখি তোমরা সত্তর ॥ হেথা তৃণাকুরময় অবনী
 মণ্ডলে । সে গোপীর পদ কেমন দেখা নাহি মিলে ॥ বুঝি
 এই পথ দেখি অতি সুকঠিন । প্রেমসীর প্রেমে প্রিয় হইয়া
 অধীন ॥ তার সুকোমল পদে বাজিবে বলিয়া । কৃষ্ণ লই-
 যাছে তারে কোলেতে তুলিয়া ॥

ইমানাধিকমগ্নানি পদানি বহতোবধূং । গোপাঃ পশ্যত
 কৃষ্ণস্য ভারাকান্তাস্ত কামিনঃ ॥ অত্রাবরোপিতা কাস্তা
 পুষ্পহেতোর্মহাস্বনঃ ॥ ৩০ ॥

এই দেখ গোপীগণ ফিরায় নয়ন । এখানে অধিক মগ্ন
 কৃষ্ণের চরণ ॥ কামিলাগি সে বধুরে বহন করিতে । ভারা-
 কান্ত হৈলা কৃষ্ণ বোধ হয় ইথে ॥ এইমত কহি কহি চলে
 অন্য স্থানে । তথায় রাখার পদ দেখিলা নয়নে ॥ তাহে
 কহিতেছে সখি দেখহ সকলে । পুনরপি কাস্তাপদ দেখি এই
 স্থলে ॥ হেথা বুঝি তার লাগি পুষ্প আহরণ । করিবারে
 নামাইল তাহারে সেজন ॥

অত্র প্রস্থনাবচয়ঃ প্রিয়ার্থে প্রেয়সা কুতঃ ।
 প্রপদাক্রমণেএতে পশ্যতাঃ সকলে পদে ॥ ৩১ ॥

এই দেখ এখানেতে প্রিয়ার লাগিয়ে । কুসুম তুলিলা কৃষ্ণ
 প্রেমে বশ হয়ে ॥ দেখ যাহে উজ্জয়ের প্রপদেতে করি । অধিক
 মর্দিত ভূমিতল নেত্রে হেরি ॥ অতএব হেথা পূর্ণ চিহ্ন নাহি
 ভায় । কেবল প্রপদচিহ্ন মাত্র দেখা যায় ॥

কেশপ্রসাধনং স্তত্র কামিনীয়াঃ কামিনা কুতঃ ।
 তানি চ ভ্রূয়তা কাস্তামুপরিষ্ঠামিহ ধ্রুপং ॥ ৩২ ॥

তবে কিছু দূর পুনঃ করিয়া গমন । দেখিতে না পায় তেন
 রাখার চরণ ॥ তাহে কহিতেছে গোপীগণ পরস্পর । হেথা

কাস্তা কোলে করি বাঁসিল নাগর ॥ করিতে কার্মিনী কেশ-
পাশ প্রসাধন । রোধ হয় ক্লেশ নিজে করিলা যতন ॥ সে সব
কুসুম লয়ে প্রিয়ার ফুড়ায় । নিজ মনোমত করি তাহারে
সাজায় ॥

রেমে তয়া স্বায়রত আশ্বারামোপাখণ্ডিতঃ । কামি-
নাং দর্শয়ন্মৈন্যাং স্ত্রীণাঞ্চৈব ছরায়তাং ॥ ৩৩ ॥

শুকদেব কহিছেন রাজা পরীক্ষিতে । বিহরে সে ক্লেশ
গোপী সহ সুখিচিত্তে ॥ আশ্রয়িত তৃপ্ত হরি আশ্রয়ীভা রত ।
যার বুদ্ধি নহে নারী বিভ্রমে খণ্ডিত ॥ তথাপি গোপিকা
সঙ্গে সে করে বিহার । কে বুঝিবে শ্রীকৃষ্ণের লীলার প্রকার ॥
কামি পুরুষের দৈন্য লোকে দেখাইতে । নারীর দৌরাভাব
তাহে প্রকাশিতে ॥ প্রসঙ্গতঃ এই লীলা করি ভগবান । দেখা-
ইলা ভক্তে প্রেমবশ্যতা নিদান ॥ নতুবা যাহাতে নাহি কাম
গন্ধলবঃ সে কেন করিবে কামিপ্রায় চেষ্টা সব ॥ শ্রীকৃষ্ণের
এই হয় ভগবত্তার । ভক্তপ্রীতি লাগি কিছু না করা বি-
চার ॥ যাহা আচরিলে হয় নিজভক্তপ্রীত । তাহাই করেন
ক্লেশ এই তাঁর রীতি ॥ যে ভাবে তাঁহারে যেই করয়ে ভাবন ।
তার কাছে সেই ভাব দেখান আপন ॥ অতএব গোপীপ্রেম
পরবশ হয়ে । নিজ কামুকতা ভাব তাহে প্রকাশিয়ে ॥

ইত্যেবং দর্শয়ন্তাস্তাশ্চৈরুর্গোপোবিচেতসঃ । যাং
গোপীমনয়ত্র কৃষ্ণোবিশ্রাম্যন্যাঃ স্ত্রিয়োবনে । সাত
মেনে তদান্বনং বরিত্তং সর্বযোষিতাং । হিঙ্কা
গোপীঃ কামযানামানসৌ ভজতে প্রিয়ং ॥ ৩৪ ॥

এই রূপে গোপীগণ কামনে কানুনে । ভ্রমি ভ্রমি নানা
চিহ্ন দেখয়ে নয়নে ॥ তাহাতে অধিক হয় চিত্তের বিভ্রম ।
প্রেমের কুটিল গতি এমতি বিধম ॥ হেথা ক্লেশ তাঁহাদিগে

করি' উপেক্ষণ । যে গোপীয়ে একাকিনী কৈলা আনয়ন ॥
 সেই আপনার দেখি' সৌভাগ্য অপার । মনে উপজিল তার
 অভিমান তার ॥ সর্ব গোপী হৈতে শ্রেষ্ঠা মানি, আপনায়ে ।
 কৃষ্ণ গরবিনী হয়ে মনে ইহা করে ॥ কামযানে আরোহিতা
 যত গোপীগণ, ব্যাকুল হইয়া যারে করে অশ্বেষণ ॥ সে সব
 তেজিয়া কৃষ্ণ ভজয়ে আমারে । অতএব মোর সম কে আছে
 সংসারে ॥ আমার প্রেমেতে কৃষ্ণ হইয়াছে বশ । এলাগি
 সাধিব তাহে স্বাধীনতা রস ॥

ততোগত্বা বনোদ্দেশে দৃষ্টা কেশবমব্রবীৎ । নপার-
 য়েহং চণ্ডিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ ॥ ৩৫ ॥

এইমাত্র মনে মনে করিয়া চিন্তন । কাননেতে গিয়া কৃষ্ণ
 কহয়ে বচন ॥ মান গরবেতে ধনি হয়েছে গৰ্ব্বিতা । এলা-
 গিয়া হিতাহিত না গণে সূৰ্ব্বথা ॥ কহিতেছে কৃষ্ণ-আর চ-
 লিতে না পারি । লহ মোরে যাহে পার তাহার উপরি ॥

এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধমাক্রহ্যতামিতি । ততশ্চাণ্ড-
 'দধে কৃষ্ণঃ সাবধূরষতপাত ॥ ৩৬ ॥

তঁাবু প্রতি কন কৃষ্ণ পরিহাস করি । স্কন্ধে আরোহণ তবে
 কর হে সুন্দরি ॥ তাহা শুনি শ্রীরাধিকা, স্তম্ভিতা হইয়া ।
 স্কন্ধে আরোহিতে যান বিবেক তেজিয়া ॥ তবে কৃষ্ণ তখন
 হইলা অন্তর্ধান । অনুতাপ করে ধনি হারাইয়া জ্ঞান ॥

হা নাথ রমণ শ্রেষ্ঠ কামিকাসি মহাভুজ । দাস্যাস্তে
 কৃপণায়ামে সখে দর্শয় সন্নিধি ॥ ৩৭ ॥

যথা রাগ । শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান, হেরিয়া ব্যাকুল
 প্রাণ, রোদন করেন বিনোদিনী । বিষাদে মোহিত
 মতি, বিলাপ করয়ে অন্তি, যেন মগি হারং ভুজঙ্গিনী ॥
 প্রাণনাথ নিকরণ হয়ে । নিশিতে অবলা জনে, ফে-
 লিয়ে ঘোর কাননে, কোথা যাও নির্ভুর কালিয়ে ॥

তৌহে ব্রজের জীবন, গোপিকার প্রাণ ধন, আপন রমণ
বলি জানি । তাহে হয়ে অভিমানী, তব মান গরবিনী, কয়েছি
সেকপ গুণমণি ॥ তুচ্ছ হয়ে প্রিয়তম, সকলের মনোরম, অ-
ধিনীর প্রতি উপেক্ষিয়া । কোথা গেলে মহাভুজ, ওহে নব
নীলাম্বুজ, বনে নিজ দাসীয়ে তেজিয়া ॥ আঁম হে রূপগা অতি,
তব দাস্যে করি মতি, তবে কেন হয়ে নির্দারুণ । নিশিতে
তেজিলে নারী, ওহে বিপিন বিহারি, দেখাও স্বচরণ অরুণ ॥

অস্বিক্ষ্যোভগবতোমাংগং গোপ্যোবিহুরতঃ । দদু-
শুঃ প্রিয়বিলেখান্মোহিতাং দুঃখিতাং সখীং । তয়া
কথিতমাকর্ণ্য মানপ্রাপ্তিঞ্চ মাধবাং । অবমানঞ্চ
দৌরাহ্ম্যাং বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥ ৩৮ ॥

এইরূপে শ্রীরাধিকা করেন রোদন । হেথা গোপীগণ
ক্লেশ করি অশ্বেষণ ॥ পদচিহ্নাঙ্কিত পথে যাইতে । রাধারে
দেখিল স্ববে দূরেতে হইতে ॥ প্রিয়বিরহেতে ধনী শোকেতে
মোহিতা । কাননেতে একাকিনী অধিক দুঃখিতা ॥ কাছে
গিয়ে সকল শুনিল বিবরণ । ক্লেশ হৈতে তাঁর মান প্রাপ্তির
কারণ ॥ আপন দৌরাহ্ম্যে যেম সেই মান হানি । শুনিয়া
বিস্মিত হৈল সব সীমন্তিনী ।

ততোবিশনুং বনং চন্দ্রজ্যোৎস্না যাবৎ । বিভাব্যতে ।
ভূমঃ প্রবিষ্টমূলক্ষ্য ততোনিবরতুঃ স্ত্রিয়ঃ । ভয়নুস্কা-
স্তদালাপান্তর্দ্বিচ্ছোস্তদাঙ্গিকাঃ । তদাণানুব গায়-
ন্তোনাগ্নাগরাণি সমরুঃ ॥ ৩৯ ॥

তবে সেই গোপীগণ রাধাসঙ্গে করি । ক্লেশ অশ্বেষিতে
বনে পশে ব্রজনারী ॥ যে যে স্থানে আছে চন্দ্রচন্দ্রিকা সঞ্চার ।
সেই সেই স্থানে গোপী করয়ে প্রচার ॥ পরে যথা বৃক্ষশাখা
অর্দি আবরণে । চন্দ্রের কিরণ নাহি প্রবেশয়ে বনে ॥ তাহে
অন্ধকারময় দেখি লে প্রদেশ । নিবৃত্ত হইল অশ্বেষণে পরি-

শেষ ॥ কিন্তু কৃষ্ণে বুদ্ধি মন করি সমর্পণ । তদালাপ তাঁর
কৃষ্ণগুণ লীলা গান করি পরস্পর । প্রেমেতে ভুলিল গোপী
চেষ্ঠা করে গোপীগণ ॥ গৃহ আস্র পর ॥

পুনঃ পুলিনমাগতা কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ । সম-
বেতাজ্জুতাঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাজ্জিতাঃ ॥ ৪০ ॥

তবে গোপীগণ পুনঃ পুলিনে আসিয়া । কৃষ্ণভাবনাতে
সবে মগনা হইয়া ॥ একত্র মিলিয়া গান করয়ে গোপিনী ।
অভিপ্রায় কৃষ্ণ আসিবেন ইচ্ছা শুনি ॥ গানপ্রিয় হয় সেই
মদনমোহন । অবশ্য আসিবা এই সবার মনন ॥ বৃন্দাবনচন্দ্র
যার একান্ত শরণ । শ্রীরাগবিলাস কহে সে শ্রীনারায়ণ ॥

ইতি শ্রীভাগবতীয় রাসপঞ্চাধ্যায়ভাষাব্যাখ্যায়াং শ্রীরাগ-
বিলাসাব্যায়ং দ্বিতীয়াধ্যায়ব্যাখ্যা সমাপ্তা ।



অথ গোপিকা গীতি ।

শ্রীকৃষ্ণবিরহব্যগ্রচিত্তাগোবিন্দবল্লভাঃ । ভগবন্তং প্র-
গায়ন্তীর্ভজে গোকুলনামিকাঃ ॥ কৃষ্ণৈকগন্যোবাগর্থো-
যাসাং লেখিতুমিষ্যতে । ক্ষত্ৰাপরাধং দেবাস্তাতত্ত্বিং
তবন্ত মে নিজাং ॥ ৪১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রসরাজ । জয় রাসেশ্বর সহ গো-
পিকা সমাজ ॥ সকল বৈষ্ণবগণে আমার প্রণাম । যাঁদের
রূপায় পূর্ণ হয় মনস্কাম ॥ মনে অভিলাষ গোপীগীতি ব্যাখ্যা
করি । কৃষ্ণভক্ত রূপা বিনা শক্তি নাই ধরি ॥ কৃষ্ণ মাত্র
গম্য হয় গোপিকার বাণী । আমি মুচ্ছার মতি কি বর্ণিতে
জানি ॥ ক্ষমাকর গোপীগণ করহ প্রসন্ন । নিজ ভক্তি দিয়া

মোর খণ্ড অপরাধ ॥ ইচ্ছা হয় গীতিভাবে এই শ্লোকগণ ।
 ব্যাখ্যা করি কিন্তু পাছে না হয় পুরণ ॥ কেবল বৈষ্ণব রূপা
 করিয়ে ভরসা । উঠিয়াছে লতা প্রায় মনে দীর্ঘ আশা ॥ সাধু
 সব নিজ নিজ রূপার বৈভবে । কহাইবে যেইরূপ সেমত
 হইবে ॥ ইথে শ্রোতাগণ নাহি ভাবিবে বিরস ॥ কব আমি
 হয়ে সাধুরূপা পরবশ ॥

শ্রীগোপিকাউচুঃ । জয়ন্তি হেহধিকং জন্মান ব্রজঃ শ্রয়ত
 ইন্দির শম্বদত্ব হি । দয়িত্ব দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকাস্ত্রয়ি
 মতাসবস্তাং বিচিহ্নতে ॥ ১ ॥

মাত্রারতি চতুষ্পদী । শ্রীকৃষ্ণবিরহ বাড়ব আগুনে, দক্ষমনা
 বত ব্রজাঙ্গনাগণে, দর-ধারা বহিছে নয়নে, কহিছে কাতর
 ভাবেতে । মিলাইয়ে দিব্য রাগতাল মান, গোপাঙ্গনাগণ ক-
 রিতেছে গান, যাহা শুনি শ্রবে অয়ন পাষণ, কৃষ্ণ আগমন
 আশেতে ॥ জয় জয় জয় জয় ব্রজরাজ, তব জন্মাবধি-এ ব্রজস-
 মাজ, মজিয়াছে মোদ সুধানিকুমার, পশুপাখি আদি ক-
 রিয়া । যে লাগিয়া রমা তেজিয়া বৈকুণ্ঠ, তব দরশন আশে
 সমুৎকণ্ঠ, পরিহরি নিজ প্রিয়পতিকণ্ঠ, বেড়ায় ব্রজেতে কি-
 রিয়া ॥ তাহে মোরা হয়ে তোমার কিস্করী, কেন অদর্শন
 ছতশনে পুড়ি, ওহে প্রাণ হরি নির্ভুরতা ছাড়ি, দরশন দেহ
 সকলে । তব দেখা মাত্র করি আকিঞ্চন, গোপিকার দেহে
 আছে হে জীবন, সেই নানা রন করি অক্লেশ, দেখনিয়ে
 নেত্রযুগল ॥

শরদ্রদাশয়ে সাধুজাতসংসরসিজোদর শ্রীমুখা দৃশা । সুরত-
 নাথ তেহ শুদ্ধদাসিকাবরদ নিম্নতোনেহ কিং বধঃ ॥ ২ ॥

যদি বল ওহে কমলময়ন, কুরে কল্পক গোপীগণে অবেষণ,
 তাহে প্রয়োজন মম কি এমন, দরশন দিতে সবারে । তবে
 বলি শুন ওহে গুণাধার, গোপীজন মমোজীবন, আধার, কার

বার বার মিনতি অপার, মোরা সবে মিলি তোমারে ॥
 শরদ উদিত স্বচ্ছ জলাশয়, তাহাতে সুজাত সরোজিনীচয়,
 সে শোভা নিচয় নাশে সমুচ্চয়, যে তব ময়ন কোণেতে । সে
 নয়ন ভঙ্গী করিয়া বিস্তার, হরিলে হে হরি প্রাণ গোপিকার,
 তবে কি প্রকার নিজ ব্যবহার, সাধু বলি মানো মনেতে ॥
 যারা না কি হয় সুস্থভাবে রত, তাহে উপতাপ দেওয়া কি
 সম্মত, মোরা গোপী যত অমুল্যেতে ক্রীত, দাসী তব হই স-
 কলে । তবে বল দেখি ওহে বরপ্রদ, দাসী বধে কি হে নহে
 নারী বধ, ওহে গুণ মদ নিজ সুবিশদ, নাশ অপবাদ ভূতলে ॥

বিষজলাপায়াজ্বালরাক্ষসাদ্বর্মমারুতাদ্বৈদ্যাতাননাং ।

রঘময়াজ্জজ্ঞানস্থতোভয়াদৃষত তে বয়ং রক্ষিতানুহঃ ॥ ৩ ॥

তুমি হও সর্ব পুরুষপ্রধান, নিরঙ্কুশ রূপা পীযুষ নিধান,
 মো সবার প্রাণ নানা মতে ভ্রাণ, পূরবে করিলে আপনি ।
 বিষময় বারি পিয়ে যে সময়, ব্রজশিশু সব পেয়েছিল ক্ষয়,
 অর্থসুরভয় রুক্ষি বায়ুচয়, নিবারিলে তেন অশমি ॥ আর
 অতি দুষ্ক অরিক্ত দানবে, ব্যোম আদি দৈত্য বিনাশিয়া সবে,
 আপন বৈভবে করি রূপা লবে, রাখি নানা ভয় হইতে ।
 এবে কেন এত নির্দারুণ মন, হয়ে দাসী জনে কর উপেক্ষণ,
 না জানি কারণ আশয় কেমন, নাবী হয়ে নারি বুঝিতে ॥

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবানখিল দেহিনামন্তরাহুদুক ।

বিখনমার্থিতোবিশ্বগুণয়ে সখউদেদ্বিবান সাহিত্য কুলে ॥ ৪ ॥

তুমি গোপীমুত না হও কেবল, অন্তরাগ্না হেতু জান অবি-
 কল, এদাসী সকল যেমন বিকল, হয়েছে বিরহ বেদনে । পর-
 মেজী প্রতি করি বরদান, করিবারে বিশ্বজনের কল্যাণ, হয়ে
 দয়াবান, করুণানিধান জন্মেছ ভক্তভবনে ॥ কাতর হইয়ে
 সেই ভোঁহে কই, আমরাও ওহে বিশ্ব ছাড়া নই, তাহে
 ভোঁমা বই আমরাও কই, শরণীয় আছি জগতে । অতএব

বারে বারে বলি সখা, উপযুক্ত তব গোপীপ্রাণ রাখা, নহে
মূলশাখা সহিতে বিশাখা, ললিতাদি মরে ক্লেশেতে ॥

বিরচিতভয়ং ইক্ষিধূৰ্য্য তে চরণমীযুষাং সংসৃতভর্যাং ।

করসরোরুহং কান্তকামদং শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহং ॥ ৫ ॥

ওহে ইক্ষিধূৰ্য্য হও অনুকূল, তোমা লাগি গোপী তেজেছে
ছুকূল, ইয়ে প্রাণাকুল তব করমূল, চাহে নিজশিরে লইতে ।
সংসার অরণ্য ভ্রমণেতে ভরী, পেয়ে যার, তব লতে পদাশ্রয়,
সে সবার হয় সৰ্ব্বকামোদয়, যৈ তব শ্রীকর হইতে ॥ যে ক-
রেতে করি কুমলার কব, কর পরিগ্রহ করিয়ে আদর, সে
তোমার কর সরোরুহবর, যদি দেহ গোপী সকলে । তবে
বাঁচে ব্রজগোপিকার প্রাণ, নহে দেহে দেহে দহন সমান, ও
রূপা নিধান হও রূপাবান, সিঞ্চি রূপা সুখা সলিলে ॥

ব্রজজনার্তিহনু বীর যোষিতাং নিজজনস্বয়ধ্বংসনশ্রিত ।

ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্য নোজলরুহাননং চারুদর্শয় ॥ ৬ ॥

মোরা হই তব স্বকিঙ্করী জন, চাহি তব মুখ পঙ্কজ দর্শন,
ওহে ব্রজজন আৰ্ত্তিবিনাশন, প্রকীশন হও এ সবে । তুমি হও,
দীনে বীর ব্রতধর, নিজজনমদ হর স্মিতাধর, ওহে বন্ধুবর স্ব
দাসী নিকর, ভজ অতঃপর হে তবে ॥ মোরা মরি তব বিরহ
জনহল, ওহে সখা দেখা চাহি হেনকালে, গৌপিকা সকলে
এ লাগিয়া বলে, দিনয়েতে তর চরণে । নিজমুখ পঙ্কজ
প্রকটন, করি পরিণামে দেহ দর্শন, এ শ্রীনারায়ণ করিরা
শ্রবণ, আছে তবসিন্ধু গমনে ॥

প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণং ভূগচরাভুগং শ্রীনিকেতনং ।

ফণিফণার্পিতং তে পদাভুজং কুণু কুটেষু নঃ কুঙ্কি হৃদয়ং ॥ ৭ ॥

ভৃঙ্গাবলিচ্ছন্দঃ । গোপীগণ কহে হরি । মো সবার স্তনে
পরি ॥ শ্রীপদপঙ্কজ তব । দান কর হে মাধব ॥ যে চরণ

ধ্যান ভরে । প্রণতের পাপ হরে ॥ যাহা তুং চর সনে । ভ্রমে
সদা বনে বনে ॥ যাহা করি অভিলাষ । কমলা করে নিবাস ॥
যে পদ কালীয় কণী । করেছিল শিরোমণি ॥ সে চরণ স্তনে
দিয়ে । শীতল করহে হিয়ে ॥ হৃদে মনমথ জ্বলে । নাশ নিজ
রূপাবলে ॥ এ শ্রীনারায়ণ ভণে । দয়া কর নিজগুণে ॥

মধুরয়া গিরি বক্স বাক্যায় বুদ্ধমুনোজ্জয়া পুষ্করেক্ষণ ।

রিধিকরীরিমাধীর মুহ্যতীরধরসীমুনাপায়য়যস্ব নঃ ॥ ৮ ॥

তোটক । বিনয়ে ব্রজনারী সমূহ বলে । মধুরাধরসীধু দেহ
সকলে ॥ সরসীকুললোচন নাথ এবে । নিজ কিস্করী জানি
জিয়াও সবে ॥ মধুরামৃত বন্তুবিলাস বাণী । মুনিমানস মোহে
যাহে অমনি ॥ কহিয়ে বিরহাসব মুঞ্চকনে । পরিপালয়
গোকুল নারীজনে ॥

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিত্তিরীড়িতং কল্পাপহং ।

শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গুণন্তি যে ভুরিদাজনাঃ ॥ ৯ ॥

তব বাঞ্ছিত কেলি সমূহ কথা । অমৃতাদিক স্বাত্মময়ী কি-
ততা ॥ কবিরূন্দ সুবন্দিত পাপহারি । শ্রবণেন্দ্রিয় মঙ্গলদায়ী
হরি ॥ অতি শাস্ত একান্ত শূনে শ্রবণে । এখনো দেহে প্রাণ
রহে সে গুণে ॥ নতুবা বিরহানল দগ্ধ হয় । গোপীজীবন না
রহিতো হে দেহে ॥ যাহারা কহে নিত্য হৃদীয় কথা । জানি
হে তাহারা অতি ভুরি দাতা ॥ আমরা তব দর্শন চাহি এবে ।
দেখা দেহ সবে করুণা ভাবিতবে ॥ শ্রীনারায়ণ কৈতব তোটি-
বাণী । শুন ভক্ত সবে কহিছে গোপিণী ॥

প্রহসিতং প্রিয় প্রেমবীক্ষিতং রিৎরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলং ।

রহসি সংবিদোযাহুদিপ্পুশঃ কুহক নৌননঃ ক্ষোভয়ন্তিহি ॥ ১০ ॥

ললিতচন্দ । ওহে প্রিয়তম, গোপীমনোরম, তব দেখা
আশা করি । তব কথামৃত, পিয়ে অবিরত, আর রহিতে না

পারি ॥ তব মুখহাঁসি, কোটি সুধারাশি, সহ প্রেম নিরীক্ষণ ।
 ধ্যান সুমঙ্গল, তব অচঞ্চল, অভিনব বিহরণ ॥ রহ আলাপন,
 রুদয়ে স্মরণ, করি মন ক্ষুব্ধ হয় । ও বিধুবদন, বিনা দরশন,
 এবে নিবারণ নয় ॥

চলসি যদুজাচারয়নু পশুন্ নলিনসুন্দরং নাথ তে
 পদং । শিলভৃগাকুরৈঃ সীদতীতি নঃ কলিলভাং
 মনঃ কান্ত গচ্ছতি ॥ ১১ ॥

ওহে ব্রজধীর, ব্রজেরবাহির, হয়ে যবে গোচারণে । করহে
 গমন, হেরি সেকরণ, বেয়াকুল হই মনে ॥ জিনি শতদল,
 অতি সুকোমল, শ্রীপদ যুগল তব । শিলভৃগাকুরে, ব্যথা হবে
 কোরে, ভয় ভাবি অসম্ভব ॥ ওহে প্রাণকান্ত, আমরা একান্ত,
 তব প্রেম পরাধীন । আমাদের প্রতি, তবে হে সংপ্রতি, কেন
 হও সুকঠিন ।

দিনপন্নীকয়ে নৈলকুন্তলৈর্কনকহাননং কিমদারতং ।
 ধনরজস্বলং দর্শয়নু মুহূর্মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি ॥ ১২ ॥

দিন অবসানে, গেরগোপাল মনে, যবে কর আশ্রয়ন ।
 ধূলিতে ধূষর, শ্রীমুখ সুন্দর, তবে করি নিরীক্ষণ ॥ অলকে
 আবৃত, অলি কুলাঞ্চিত, পরাগরঞ্জিত প্রায় । নীল শতদল,
 নিম্নি নিরমল, ও মুখ কমল ভায় ॥ তাহে মেঘসবার, রুদয়
 মাঝার, মনোরথ উদ্দীপন । কর নিরন্তর, নারীর অন্তর,
 তাহে হয় নিমগন ॥

প্রণতকামদং পদ্মজার্চিতং ধরণিমণ্ডনং ধোয়মাপদি ।
 চরণপঙ্কজং শতমঞ্চতে রমণ নন্তনৈর্বর্ষাধিহন ॥ ১৩ ॥

ভূমি হে নাগর, সর্ব পীড়াহর, হও এই ব্রজপুরে । তবে কি
 কারণ, নিজ অদর্শন, বাণে মারো গোপিকারে ॥ নিজাশ্রিত

জন, বাঞ্ছিত পুরণ, যে চরণ ধ্যানেন হয় । যাহা নিরবধি, যত-
নেতে বিধি, ভক্তিভাবে নিসেবয় ॥ যে তোমার পদ, যুগ
কোকনদ, ভুষয়ে ধরণি তল । যাহার স্মরণ, করে নিবারণ,
আপদ রাশি সকল ॥ সে সব চরণ, কল্যাণ কারণ, রমণ
মোদের স্তনে । করি সমর্পণ, বিচ্ছেদ বেদন, বিনাশহ
নিজগুণে ॥

স্বরতবর্কনং শোকনাশনং স্মরিতবেণুনা স্তম্ভচুম্বিতং ।

ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং কিতর বীর নস্তেহধরামৃতং । ১৪ ॥

নধুর কৃজিত, সুরলী চুম্বিত, নিজাধরামৃতসার । যাহে অবি-
রত, বাঢ়ায় সুরত, নাশে শোক অনিবার ॥ যার আশ্বাদন,
হইলে স্মরণ, পাসধায় অন্য রস । তাহা করি দান, অবলার
প্রাণ, দিয়ে রাখো নিজ যশ ॥

অটতি যন্তুবানহি কাননং ক্রটিযুগায়তে দ্বায়পশতাং ।

কুটিল কুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড়উদীকতাং পক্ষকৃদুশাং ॥ ১৫ ॥

তুমি দিবাভাগে, লীলা অনুরাগে, ভ্রম সদা বনে বনে ।
তাহে তব মুখ, না দেখিয়া ছুঃখ, পাই বহু ক্ষণে ক্ষণে ॥ ক্রটি
সম কাল, মানি সুজঞ্জাল, যুগ তুল্য হয় জ্ঞান । তব সে বিরহে,
মন স্থির নহে, ব্যাকুলিত হয় প্রাণ ॥ কুটিল কুন্তল, রত সুনি-
র্মল, শ্রীমুখ মণ্ডল শোভা । হেরি হয় মনে, এ ছুই নয়নে,
নিমেষ দিয়েছে কেবা ॥ যাহে সেইক্ষণ, "তব দরশন, নিবারণ
সেহ করে । ওহে প্রাণাধিক, "কি কব অধিক, দোষ দিয়ে
নিধাতারে ॥

পতিস্মৃতায়জাত্বান্নবানতিবিজ্ঞাত্য তে হস্ত্যচ্যুতগতাঃ ।

গতিবিদস্তবোদ্যতমোহিতাঃ কিতর যৌষিতঃ কস্ত্যজ-
মিশি ॥ ১৬ ॥

পতিস্মৃত জন, ভ্রাতৃবন্ধুগণ, উপেক্ষিয়ে তব আশে । তুমি

বেণু গীত, শুনিয়া মোহিত, হয়ে আসিয়াছি পাশে ॥ বনে
তব গীতি, আছয়ে এমতি, জানি যত গোপনারী । তেজি গৃহ
বাসে, তব পদ আশে প্রবেশি বনভিতরি ॥ তোমা হেন শঠ,
করিয়া কপট, কাননে অবলাকুলে । করি আনয়ন, বল কোন
জন, উপেক্ষয়ে নিশিকালে ॥

রহসি সংবিদং হৃচ্ছায়োদয়ং প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণং ।

হৃহুহুর প্রিয়োবীক্ষ্য ধাম তে গৃহরতিস্পৃহা মুহ্যতে মনঃ ॥ ১৭ ॥

রহসি সম্বাদ, চিত্ত অবসাদ, নাশে যাহে সর্বক্ষণ । প্রহসি-
তানন, প্রেমনিরীক্ষণ, করি সবে দরশন ॥ অতি অতিরাম,
লাবণ্যের ধাম, পরিসর বক্ষদেশ । হেরি বার বার, হৃদয় মা-
ঝার, স্পৃহা হয় সুবিশেষ ॥ তাহে মুগ্ধ মন, ব্রজাঙ্গনাগণ,
ধৈর্য ধরিতে নারে । তব সুললিত, মুরলীর গীত, শুনে এলো
গৃহ ছেড়ে ॥ তুমি যে কৈতব, জানিলে এ সব, তবে কেন
গোপীগণ ॥ রজনী সময়ে, গৃহ উপেক্ষিয়ে, কেন হে আসিবে
বন ॥

ব্রজধনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ তে হৃজিনহস্তালাং বিশ্বমু-

জ্জলং । তাজ মনাক্ চ নস্তৎ স্পৃহাস্বনাং স্বজনহৃদ্র-

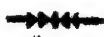
জাং যম্মিস্তদনং ॥ ১৮ ॥

ব্রজবাসী জন, হৃজিন বারণ, করিবারে তুমি হই । বিশ্বের
মঞ্জুল, মাত্র জন্মফল, দেখাইলে অবতরি ॥ আমরা সকলে,
তব পদমূলে, সেবামাত্র অভিলাষী । পতি গুরুজন, করি বিস-
র্জন, শ্রীচরণে হই দাসী ॥ আমাদের মন, গত যে বেদন,
জান তুমি তাহা সব । তবে কি কারণে, নিজ দাসীগণে, নাহি
কর রূপালব ॥ অতএব স্মারি, ওহে বনমালি, নাহি তেজ
গোপীগণে । এ শ্রীনারায়ণ, করে নিবেদন, শ্রীকৃষ্ণের
শ্রীচরণে ॥

যন্তে স্মৃজাতচরমুহুঃ স্তনেষু ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধী-
মহি কর্কশেষু । তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্মিৎ
কুর্পাদিভিজ্জমতি ধীর্ভবদায়ুমাং নঃ ॥১৯॥

এইরূপে গোপিকার নিজ অভিলাষ । কহিতে কহিতে প্রেম
হইল প্রকাশ । তাহে স্বতাৎপর্য্য সবে করি উপেক্ষণ । কৃষ্ণ
সুখ লাগি কহে ব্রজাঙ্গনাগণ ॥ ওহে কৃষ্ণ তুমি প্রাণপ্রিয়
সবাকার । পঙ্কজ হইতে পদ কোমল তোমার ॥ অত্যন্ত
কোমল যেই তব শ্রীচরণ । ভয় পাই নিজ স্তনে করিতে
ধারণ ॥ নব যৌবনের আলা করিতে বিদিত । করি মোরা
সবে নাথ তেমন চরিত ॥ অতি সুকর্কশ মানি আপনার
স্তনে । তাহে যত্নে যে পদ সর্বদা ভয় মনে ॥ হেন পদে
নিশিতে হে কাননে ভ্রমণ । করিতেছ যাঁহা দেখি দুঃখ পায়
মন ॥ বনেতে আছে হে কত তৃণাঙ্কুরচয় । তাহাজে বাজিবে
বলি বড় ভয় হয় ॥ তব অনুগত হয় গোপিকা জীবিত । হেন
দুঃখ দেওয়া তাহে না হয় উচিত ॥ অতএব তেজি নাথ এত
নিষ্টুরালি । দরশন দেহ সবে ওহে বনমালি ॥ বৃন্দাবনচন্দ্র
যার একান্ত শরণ । শ্রীরাসবিলাস কহে সে শ্রীনারায়ণ ॥

ইতি শ্রীভাগবতীয়রাসপঞ্চাধ্যায়ভাষ্যব্যাখ্যায়াং শ্রীরাসবিলা-
সাখ্যায়াং গোপিকাগীতির্নাম তৃতীয়াধ্যায়ব্যাখ্যা সমাপ্তা ।



অথ শ্রীকৃষ্ণে রাসস্থলীতে আবির্ভাব ।

বিহরন্ গোপিকাভিঃ স্বাং দর্শয়ন্ প্রেমবশ্যতাং ।

শময়ন্ দুঃখসন্তাপান্ তাসাং কৃষ্ণোস্ত নোগতিঃ ।

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রসময় । জয় রাসেশ্বর সহ গোপিকা
নিচয় ॥ জয় জয় কৃষ্ণ লীলামন্ত তত্তগণ । করুণা করহ সবে

হেরি অভাজন ॥ শুন শুন শ্রোতাগণ করি অবধান । তার পর
যা করিলা কৃষ্ণ ভগবান ॥

শ্রীশুকউবাচ ॥ ইতি গোপাঃ প্রণয়ন্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রখা ।

রুরূহঃ সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ॥ ১ ॥

শুকদেব কহিছেন শুন হে রাজন । এইরূপ গান করি গো-
পিকার গণ ॥ বিবিধ প্রলাপ বাক্য বলয়ে বিরহে । সুস্বর
রোদন সহ নেত্রে ধারা বহে ॥ কৃষ্ণের দর্শনমাত্র মনেতে
লালস । গোপীগণ প্রেমোন্মাদে হয়েছে অবশ ॥

ভাসামাবিরভূচ্ছোরিঃ স্ময়মানরুখাস্বজঃ ।

পীতাম্বরধরত্ৰগৌ সাক্ষান্নম্রধনম্রথঃ ॥ ২ ॥

তাদের বিরহ আর প্রলাপ ঘটন । শুনিয়া সরোজনেত্র
ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ তা সবার মধ্যে আসি হইল প্রকাশ । বদন
অশ্রুজ্যেষ্ঠ দুমধুর হাস ॥ দ্রুত আগমনে সুনির্মল পীতা-
ম্বরে । গলিত দেগিয়া নিজ শ্রীহৃদেতে ধরে ॥ কিম্বা গোপী-
গণে যেই দিল কদর্থন । করাইতে সেই অপরাধ ক্ষমাপন ॥
পীতাম্বর গলদেশে ধরিয়া শ্রীহরি । উপনীত হৈল যথা সুব
ব্রজনারী ॥ কিবা বক্ষস্থলে বিলম্বিত কুন্দহার । হেরিলে
নয়নে কার নহে চমৎকার ॥ অধিক বর্ণিব কি সে রূপের
মাধুর্য্য । মঙ্গাথের মন মথে যাহার সৌন্দর্য্য ॥

ভূং বিলোকাগতং প্রেষ্ঠং ত্রুত্যাংফুল্লদশোহবলাঃ ।

উত্তম্বু বুগপং সর্কাস্তমঃ প্রাণনিবাগতং ॥ ৩ ॥

তবে গোপীগণ কৃষ্ণ হেরিয়া নয়নে । উৎফুল্ল হইল নেত্র
প্রেষ্ঠ আগমনে ॥ কিরহ তুংথেতে বলনা ছিল সবার । তথাপি
উঠিল সবে হয়ে চমৎকার ॥ মৃত দেহে হৈলে যেন প্রাণ
সঞ্চরণ । ক্রিয়াবান হয় সব ইন্দ্রিয়ের গণ ॥ স্বাভাবিক প্রাণধন

কৃষ্ণ গোপিকার । তার অদর্শনে ছিল দেহ মাত্র মার ॥ পরে
তার সবে কৃষ্ণ আসিতে দেখিয়ে । প্রাণাগত দেহ প্রায়
উঠে সুখি হিয়ে ॥

কাচিং করানুজং শৌরেজ্জগৎহেঞ্জলিনা মুদা । কাচিদ-
ধার তদ্বাহনংসে চন্দনরূষিতং ॥ ৪ ॥

একূপে কহিয়ে মুনি কৃষ্ণ আগমন । গোপীর উৎসব কিছু
করেন বর্ণন ॥ তাহাতে প্রথমে মুখ্য অর্ক গোপিকার । আচ-
রিত চেষ্টা কন করিয়া বিচার ॥ কোন গোপী হেরি আগে
কৃষ্ণ আগমন । নিজ করে করে কৃষ্ণ শ্রীহস্ত ধারণ ॥ অমুজ
সমান হয় যেই করতল । তার স্পর্শে হবে জানি সন্তাপ
শীতল ॥ বিশেষতঃ সর্বলোক প্রসিদ্ধাচরণ । করস্পর্শ হয়
দ্বিবা সম্মান কারণ ॥ অতএব সেই গোপী তাহা আচরিয়ে ।
সাধিল উভয় অর্থ সন্তোষিত হিয়ে ॥ অন্য গোপী হয়ে
প্রেমরভসে আবেশ । ধরিল চন্দন লিপ্ত কৃষ্ণবাহু দেণ ॥

-কাচিদঞ্জলিনাগহ্লাভয়ী তাহুল চর্কিতং । একা তদ-
জিকমলং সন্তপ্তা স্তনয়োনিধাৎমা ৫ ॥

কোন গোপী প্রসারিয়ে আপন অঞ্জলি । চর্কিত তাহুল
নিল হয়ে কুতূহলি ॥ কেহবা কৃষ্ণের পদ করিয়া গ্রহণ ।
আপনাব স্তনোপরি করিলা ধারণ ॥ কৃষ্ণপদ স্পর্শ অতি
জিনিয়ে কমল । তাহাতে আপন তাপ করিল শীতল ॥

একা ভ্রুকৃষ্টিমানধা প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা । স্নাতীবৈকুণ্ঠ-
কটাক্ষৈপৈর্দর্শিতদশনচ্ছদা ॥ ৬ ॥

কোন গোপী কৃষ্ণ দেখি প্রণয় কোপেতে । কুটিল ক্রতকে
তাঁরে চাহিলা দেখিতে ॥ তাহে নিরীক্ষণ হয়ে শ্রীমুখমণ্ডল ।
অমনি হইলা ধনী প্রেমেতে বিহ্বল ॥ অন্য গোপী দন্তে ওষ্ঠ
করিয়ে দংশন । কৃষ্ণের কটাক্ষনেত্রে করে দরশন ॥

অপর। নিমিষদৃগভাং জুয়াণা তন্মুখাযুজং । আপী-
তমপি নাতুপাং সন্তুস্তরুণং যথা ॥ ৭ ॥

অন্য গোপী অনিমিষ নয়ন যুগলে । কৃষ্ণমুখ সরোরুহ
হেরে কুতুহলে ।

তং কাচিন্নেহরক্লেণ হৃদি কুতা নিমীলা চ । পূলকা-
দ্রুপাণ্ডহাস্তে যোগীবানন্দসংপ্লুতা ॥ ৮ ॥

কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণের দর্শন সময়ে । নয়ন নিমিষে-প্রতি-
বন্ধক মানয়ে ॥ অতএব প্রাণনীথে নিজ নেত্র পথে । লইয়ে
ধরিল সেহ রুদ্রয় মাঝেতে ॥ তাহে পুলকিত হৈল সব কলে-
বর । আনন্দে স্রবণ নহে কিছু অঅপর ॥ যোগী যেন সে
চরণ হৃদয় কমলে । নিরখিয়া লীন হয় আনন্দ সাললে ॥

সর্কাস্তাঃ কেশবালোকপরমোৎসবনির্কৃতাঃ । জহুর্কি-
রহজং তাপং প্রাজ্ঞঃ প্রীপা যথা জ্ঞানঃ ॥ ৯ ॥

এইরূপ সবে কৃষ্ণ শ্রীমুখ নেহারি । পরম উৎসব মুখে
মুজিল নাগরী ॥ বিরহ সন্তাপ সব হৈল বিস্মরণ । তত্ত্বজ্ঞানে
নাশে যেন সংসার বন্ধন ॥

তাভির্কিছুতশোকাভির্ভগবানচ্যুতোরতঃ । ব্যারোচ-
তাধিকং তাত পুরুষঃ শক্তিভির্যথা ॥ ১০ ॥

তবে সেই গতশোকা গোপিকা সহিতে । অধিক শোভিলা
কৃষ্ণ শ্রীরাগস্থলীতে ॥ ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ যেই ভগবান ।
অশেষ সৌন্দর্য্য বীর্য্য মাধুর্য্য নিধান ॥ গোপিকা সঙ্কেতে
সেই সাকল্যে প্রকাশে । এহেতু অচ্যুত কৃষ্ণে শুকদেব ভাষে ।
জীবন যেন জ্ঞান বীর্য্য আদি শক্তিগণে । অধিক শোভিত হয়
এতিন ভুবনে ॥ তেন গোপী সঙ্কে, হরি আপন পূর্ণতা ।
প্রকাশি অধিক শোভা পাইলেন তথা ॥

তাঃ সমাদায় কালিন্দ্যানির্কীর্ণা পুলিনং বিভুঃ ।
বিকসং কুন্দমন্দারস্তরভানিলষট্পদং ॥ ১১ ॥

সেই সব গোপীগণে লইয়ে সঙ্কেতে । যমুনা পুলিনে হরি
আইলা রঞ্জেতে ॥ সেই স্থল হয় অতিশয় সুশোভিত । কুন্দ
মন্দারাদিগন্ধসমীর সেবিত ॥ মত্ত মধুকর যথা করয়ে বিহার ।
যাহা নিরখিলে চিত্তে হয় চমৎকার ॥

শরচ্ছ্রাং শুসন্দোহস্তদোয়াতমঃ শিবং । কৃষ্ণায়াহ-
স্ততরলাচিতকোমলবালুকং ॥ ১২ ॥

শারদীয় পূর্ণচন্দ্র কিরণ পূরণে । নিশির তিমির নাশ
হয়েছে বিশেষে ॥ যমুনা তরঙ্গরূপ নিজ হস্ত দিয়া । রাখিলা
কোমল বালু যথা বিছাইয়া ॥ অভিপ্রায় কৃষ্ণ ইথে করিলে
বিলাস । পরিপূর্ণ হবে তাহে মম অভিলাষ ॥ হেন সুখময়
সেই কালিন্দী পুলিনে । উপনীত হৈলা কৃষ্ণ লয়ে গোপী-
গণে ॥

উদর্শনাংলাদবিধূতহৃদ্রজোমনোরথাস্তং ক্ষতয়ো-
যথা যযুঃ । শৈবরত্নরীয়েঃ কুচকুম্মাচিভৈরচীরূপমা-
সনমায়বজ্জবে ॥ ১৩ ॥

- শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হেতু পরম আহ্লাদ । বিনাশিত গোপিকার
মনের বিষাদ ॥ দরশন লাগি যেই ছিল আকিঞ্চন । তাহা
বহু ফলবান হইল এখন ॥ প্রতিগণ যেন নানা মনোরথ
ভরে । ঈশ্বর নম্র দেখি কহে কন্ধ্য করিবারে ॥ পরে তত্ত্বজ্ঞানে
পেয়ে ব্রহ্ম দরশন । নানা মনোরথ ক্রমে করে সমাপন ॥
তেন গোপী কৃষ্ণ দরশন মনোরথ । তাহা পেয়ে সমাপ্তি করিল
সে তাবত ॥ তবে তারা স্বকুচকুম্ম সুরঞ্জিত । উত্তরীয় বসন
লইয়া সুবাসিত ॥ আপন বঁধুরে সবে অর্পিল বসিতে । অভি-
প্রায় কৃষ্ণে পুন না দিব যাইতে ॥

তত্রোপবিষ্টোভগবান্ মঙ্গিষ্যরোঘোগেশ্বরানুহৃদি
কল্লিতাসনঃ । চক্ষাশ গোপীপরিষদ্যাতোহর্চিতস্ত্রে-
লোকালক্ষ্যোপদং বপুর্দর্শৎ ॥ ১৪ ॥

যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণ হন স্বতন্ত্র ঈশ্বর । তথাপি গোপীর প্রেম হয় গাঢ়তর ॥ তাহে বশ হয়ে মটবর শিরোমণি । বসিলেন সে আসন উপরি আপনি ॥ অন্তর হৃদয়ে যাঁরে যোগেশ্বর গণ । হৃৎপদ্ম কর্ণিকামাঝে অর্পয়ে আসন ॥ হেন কৃষ্ণ গোপিকার দত্ত সে আসনে । বসিলেন তাঁসবার সহ সুখীমনে ॥ রমণীমণ্ডল মাঝে মদনমোহন । শোভিলা যেকপ তাহা না হয় বর্ণন ॥ ত্রৈলোক্য মধ্যেতত যত আছে শোভাচয় । একা কৃষ্ণকান্তি হয় সবার আশ্রয় ॥

সভাজয়িত্বা তমনঙ্গদীপনং সহাসলীলৈকগণবিভ্রম-
ভ্রবা । সংস্পর্শনেনাক্ককৃতাজ্জিহস্তয়োঃ সংস্তুত্যা ঈষৎ
কুপিতা বভাষিরে ॥ ১৫ ॥

তবে কৃষ্ণ পাশ্বেতে বসিয়া গোপীগণ । কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য সবে কটর নিরীক্ষণ ॥ হ্যাঁহা দেখি অঙ্গহীন অনঙ্গ পুলকে । সে হেতু মাধুর্য্য তারা হেরে অনিগিথে ॥ কৃষ্ণকর পদ ক্রোড়ে করিয়ে ধারণ । মুছ মুছ কপে কেহ কবে সম্বাহন ॥ জিজ্ঞাসা কারণে কিছু জ্ঞতি প্রকাশিয়া । কহে কৃষ্ণে প্রেমাবেষ্ণ শ্রবদ কুঁপিয়া ॥ প্রণয় স্বভাবৈ হয় কোপের অঙ্গতা । অন্তরে সম্বরিতাহা কহিতেছে তথা ॥ সহাস্য লীলা ঈক্ষণ নরক-সুগন্ধ ॥ উপরি ভ্রময়ে বক্র জবুগ বিমল ॥ বাহে মুছ ভাষা কিন্তু অন্তরে কুপিত । কৃষ্ণ প্রতি কহে গোপী বচন ললিত ॥

শ্রীগোপাউক্তা ॥ ভজতোনুভজন্ত্যেক এক এতদ্বিপ-
• ১৫ ॥ নোভয়াংষ্ট ভজন্ত্যন্যে এতমোক্তাহি সাধু
ভোতাঃ ॥ ১৬ ॥

গোপীগণ কহে কৃষ্ণ গুনহ বচন । ভজন করিলে তারে ভজে কোন জন ॥ নাহি ভজিলেও কেহ ভজরে কাহারে । ভজিলে না ভজিলেও ভজে না অপারে ॥ একপ ত্রিবিধলোক করি নিরীক্ষণ । কহ নাথ ইহা সত্য শ্রেষ্ঠ কোন জন ॥ গো-

পীর তাৎপর্য এই শ্রীকৃষ্ণ বদনে । নিজ অকৃতজ্ঞ ভাব কহাব
আপনে ॥ এলাগি এমত প্রশ্ন করিয়া গোপিকা । মনে উৎ-
সাহিত সবে হইলা অধিকা ॥

শ্রীভগবানুবাচ ॥ মিথোভজন্তি যে সখাঃ স্বার্থেকান্তো-
দ্যামাহি তে । ন তত্র সৌহৃদং ধর্ম্যঃ স্বায়ানং তদ্ধি
নান্যথা ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণকন শুন সব প্রিয় সখীগণ । পরস্পর যারা সবে করয়ে
ভজন ॥ নিজ নিজ স্বার্থ প্রয়োজন ভাসবার । অন্যে অন্য
সুখ যাহে না করে বিচার ॥ তাহাতে নাহিক কিছু সৌহৃদ্যতা
শেষ । নাহি হয় তাহে কোন ধর্ম্য সবিশেষ ॥ যেহেতুক সে
ভজন হয় আপনার । যার মুখ্য ফল হয় প্রতি উপকার ॥ তুচ্ছ
হেতু গোমহিষী সেবা যেন করে । প্রয়োজন মাত্র তার তুচ্ছ
সেবিবারে ॥ এহেতু সে ভজনেতে নাহি পর সুখ । নিজ সুখ
আকিঞ্চনে যাহার উন্মুখ ॥

ভজন্ত্যভজতো যৈ বৈ করুণাঃ পিতরৌ যথা । ধর্মো-
নিরপবাদোহত্র সৌহৃদঞ্চ স্তমধ্যমাঃ ॥ ১৮ ॥

~~কৃষ্ণকন~~ স্তমধ্যমাগণ শুন সবিশেষ । না ভজিলে ভজে কেহ
হয়ে রূপাবেশ ॥ তার সাক্ষী যেন সাধু সব দীনহীনে । করু-
ণায় হিতকারী হয় অকারণে ॥ কেহ কেহ হয়ে কারো স্নেহে
পরবশ । প্রয়োজন বিনা ভজে দেখহ সে রস ॥ পিতা মাতা-
গণ যেন তনয়ের প্রতি । স্বাভাবিক উপকারী হয় দেখ অতি ॥
কারুণিক স্নিগ্ধ প্রেম হয় এককার । ধর্ম্য সৌহৃদ্যতা যাতে
আছয়ে প্রচার ॥

ভজতোহপি ন বৈ কেচিত্তজন্ত্যভজতঃ কৃতঃ । আত্মা-
রামা হ্যাপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রোহাঃ ॥ ১৯ ॥

ভজিলেও কোন জন না করে ভজন । না ভজিলে ভজিবে

সে কিসের কারণ ॥ হেন জন চতুর্বিধ নিরখি নয়নে । আত্ম
রাম এক অন্য পূর্ণকামগণে ॥ অকৃতজ্ঞ গুরুদ্রোহি আর দুই
জন । বিশেষিয়ৈ কহি শুন তাহার লক্ষণ ॥ আত্মারাম কহি
তারে বাহ্যে যে না হেরে । পূর্ণকাম বলি ভোগ ইচ্ছাহীন
নরে ॥ অকৃতজ্ঞ সেই যেহ অতি মূঢ়াশয় । কৃত-উপকার স্মৃতি
যাহার না রয় ॥ গুরুদ্রোহি বলি তারে যে কঠিন অতি ।
ভজিলেও নাহি ভজে নিজের খলমতি ॥

নাহন্ত সখ্যোভজতোপি ক্লান্ত নৃত্যাম্যমীষামমুহুস্তি-
বৃত্তয়ে । যথা বধনোল্লবধনে বিনষ্টে তচ্চিস্তয়ান্যমি-
ভূতোন বেদ ॥ ২০ ॥

যথারাগ । শুন ওহে সখীগণ, কেন হসিত বদন, হইতেছ
হেরি পরস্পর । অকৃতজ্ঞ গুরুদ্রোহি, আত্মারাম আদি নহি,
শুন সত্য কহি অতঃপর ॥ প্রিয়াসক কর অবধান । আমারে
ভজে যে জন, তারে না ভজি তেমন, যে লাগিয়ে বলি সে
বিধান ॥ ধ্রু ॥ যে যেন ভজে আমারে, যদি তেন ভজি তারে,
সে আর না করয়ে চিন্তন । তাহে তার ধ্যান সুখ, হইয়া যায়
বৈমুখ, একারণে করি উপেক্ষণ ॥ নরেন্দ্র ধ্যান লাগি, তাহারে
বিরহ ভাগি, করি ধ্যান সুখ আশ্রয়দিতে । বৈমন দরিদ্র জন,
প্রাপ্ত বহু রত্নগণ, হারাইয়া মজে শোকায়িতে ॥ সে ভাবে
সে নিরন্তর, না জানি বাহ্য অন্তর, সদা ব্যাপ্ত রহে সেই
ধ্যানে । হেন আমি ভক্তগণে, মগ্ন করিবারে ধ্যানে, সে সবায়
করি উপেক্ষণে ॥

এবং মদর্থোহি বর্তলোকং বেদস্বানাং হি বোমব্যমু-
বৃত্তয়ে বলাঃ । ময়া পুরোক্ষং তজ্জতা তিরোহিতং
নাস্থগিতুং নারহং তং প্রিয়ং প্রিয়াঃ ॥ ২১ ॥

একপ আমার লাগি, হইয়ে লোক ধর্ম ত্যাগি, তোমা সবে
ভজিলে আমারে । তেন আমি জিহ্বক, বৈকুণ্ঠাদি উপেক্ষণ,

করি বেদ ধর্ম অনাদরে ॥ আপনার মনোরক্তি, তব প্রেম
অনুরক্তি, পরোক্ষেও করিতে ভজন। তুরা প্রেম চেষ্টাগণ,
করিবারে আত্মদান, অন্তর্ধান কৈল আচরণ ॥ অতএব
প্রিয়াসব আমাতে অনুরালব, নাহি কর অবলামগুল। তোরা
মোর প্রাণসমা, নিজ প্রিয় জানি আমি, ক্ষম অপরাধ সে
সকল ॥

..ন পারয়েহং নিরবদ্যসংযুক্তাং স্বসাধুকৃত্যং বিবু-
ধায়ুবাপি বঃ। যামাত্তজন্ দুর্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ সং-
রুচ্যতদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ২২ ॥

কি কহিব গোপীগণ, করি সব উপেক্ষণ, ছেদি গৃহ দুর্জয়
শৃঙ্খলা। আমামাত্র করি সার, নিজ বন্ধু পরিবার, তেজি
মোরে ভজিলে অবলা ॥ এই বিশুদ্ধ ভজন, সমভজিতে এমন,
আমিহ কদাপি নাহি পারি। যদি বিবুধায়ু পাই, তথাপি
শরতি নাই, ইথে আমি শ্রী সবাচারি ॥ এলাগি, তেজিয়ে
রোষ, ক্ষম মোর সব দোষ, তোমা সব ভিন্ন আমি নই। এ
শ্রীনারায়ণ কয়, নতুবা হে দয়াময়, গোপী প্রেমাদীন কেন
কই ॥ বৃন্দাবন চন্দ্র যার এলান্ত শরণ। শ্রীরাসবিলাস কহে
শ্রীনারায়ণ ॥

ইতি শ্রীভাগবতীরাসপঞ্চাধ্যায়ভাষাব্যাখ্যায়াং শ্রীরাস-
বিলাসাপ্রাথম্যে চতুর্থাধ্যায়ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥



ব্রহ্মরাজমতিব্যাপ্য ক্রীড়ন গোপীভিরদ্যতঃ। যাপয়ং-
স্তাঃ পুনর্গেহান্ জীরাৎকৃষ্ণোব্রজপ্রিয়ঃ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচেতন্য রসধাম। জয় গোপীনাথ সহ
গোপিকা নিকাম ॥ জয় জয় কৃষ্ণ প্রেমমত্ত ভক্তচয়। বাহা-

দেব কৃপালেশে বাঞ্ছা পূর্ণ হয় ॥ এবে শ্রোতাগণ শুন হয়ে
এক মন । কৃষ্ণরাসলীলা ভক্তজন প্রাণধন ॥

শ্রীশুক উবাচ ॥ ইথং ভগবতো গোপাঃ শ্রদ্ধা বাচঃ
সুপেশলাঃ । অহর্কিরহজং তাপং অদ্রোশচি তা-
শিষঃ ॥ ১ ॥

শুকদেব কহিছেন শুন মহারাজ । তার পর যে কারলা
গোপিকা সমাজ ॥ কৃষ্ণ মুখে এইরূপ সুপেশল বাণী ।
শুনিয়া বিরহ তাপ পাসরে গোপিনী ॥ কৃষ্ণ অঙ্গ স্পর্শ মুখে
হইয়া মগনা । পরিপূর্ণ মনোরথ মানয়ে আপনা ॥

তদ্রাতত গোবিন্দো রাসকীড়ামহুব্রতৈঃ । স্ত্রীরত্নৈ-
রুদিতঃ প্রীতৈরন্যোন্মাদবদ্বাছিতৈঃ ॥ ২ ॥

তবে সুপ্রসন্ন রমা রত্নগণ সাথে । রাসকীড়া আরঙিলা
গোবিন্দ তঁখাতে ॥ নিজ অনুগত সেই গোপিনীমণ্ডল । আ
সন নানাবিধ কলায় কুশল ॥ তারা পরস্পর কর আবদ্ধ
কবিয়া । আরঙিল রাসনৃত্য রভসে মাতিয়া ॥

রাসোৎসবঃ সংপ্রভতো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ । যোগে-
শ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োদয়োঃ । প্রবিক্টেন
গুণীভানাং কণ্ঠে শনিকটং স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩ ॥

রসময় লীলা সেই রাসরূপ কৈলি । গোপী সহ সে উৎ-
সবে মগ্ন বনমালী ॥ আপন অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে নাগর ।
যত গোপী তত কৃষ্ণ হৈলা যোগেশ্বর ॥ ছুই ছুই গোপী
মধ্যে একৈক প্রকাশ । মুরতি ধরিয়া হরি করেন বিলাস ॥
গোপী বাছ সুরলতা কৃষ্ণ কংশনাথী । ধরে সবে কণ্ঠে রসে
নির্মলিত আঁখি ॥ মণ্ডলী মধ্যেতে অন্যরূপে রসময় । মধুর
মুরলীগীতে মোহে বিশ্বচয় ॥

যং মনোরমতত্তাবদিমানশতসঙ্কুলং । দিবৌকসাং
সদাৰাগামতোঃ সুকাভূতান্যনাং ॥ ততোহুন্দুতয়ো-
নেহুনিপেতুঃ পুষ্পরকয়ঃ । জগুর্গন্ধর্বপতয়ঃ সস্ত্রীকা-
স্তদ্বশোহমলং ॥ ৪ ॥

কুবেরাসলীলা রস দেখিব বলিয়ে । আইলা দেবতা সব
সমুৎসুক হয়ে ॥ নিজ নিজ দারাগণ সহিতে সকলে । শত
শত বিগানেতে শোভে নভঃ স্থলে ॥ তাহে তারা করে পুনঃ
হুন্দুভি বাজন । শ্রীরাসলগুলে নানা কুসুম বর্ষণ ॥ নিজ নিজ
কাস্তা সহ গন্ধর্ব প্রধান । অমল কুবের লীলা যশ করে গান ॥

বলয়ানাং নৃপূরাণাং কিক্বিণীনাঞ্চ যোষিতাং
সপ্রিয়াণা মদুচ্ছদস্তনুলোরাসমণ্ডলে ॥ ৫ ॥

মঞ্জু শিঞ্জিতচ্ছন্দ । ছোটকার্জবৎ ॥ ব্রজনাথ হরি । সহ
গোপনারী ॥ হইয়ে মগনে । বিহরে বিপিনে ॥ প্রেমসী
সহিতে । প্রমোদে নাচিতে ॥ রমণী চরণে । কনু কুণু তানে ॥
নৃপুরুষ নাদে । মিশায় আমোদে ॥ বলয়াদি ধ্বনি । হইছে
আপনি ॥ কিক্বিণীর রবে । সিমোহিত সবে ॥ শ্রীরাস মণ্ডলে ।
কার্লিল ক্ষুব্ধে ॥ দ্বিজস্বনু কহে । পুলকাঞ্চ দেহে ॥

তত্রাতিশুশুভে তাভিভগবানচ্যাতোরহতঃ । মধ্যে
মণীনাং হৈকানাং মহামরকতোযথা ॥ ৬ ॥

সে রাস মণ্ডল মাঝে শোভিল নাগর । ভগবতাসার সর্ব
সৌন্দর্য আকর ॥ হেমাক্ষিনীথনে তাহে হইয়া বেষ্টিত ।
মাধুর্য্যে হইলা পূর্ণ উদার চেষ্টিত ॥ মরকত মণি যেন সুবর্ণ
নিকরে । মণ্ডিত হইয়ারমণীর শোভা ধরে ॥

পাদন্যাসৈভু জবিধৃতিভিঃ সৃশ্বিতৈর্জবিলাসৈর্ভজানু
মদ্যোশ্চলকুচপটেঃ কুণ্ডলৈর্গলোলৈঃ । স্বিদান্মুখাঃ
কবররসনাগ্রহয়ঃ কুববধোগায়ন্ত্যস্তঃ তডিভুইব তা
মেঘচক্রে বিরেজুঃ । ৭ ॥

যথা রাগ । মুহু পদ ন্যাস, সুভুজবিলাস, সম্মিত ভুরু-
বিভ্রমে । মধ্যতনুভঙ্গী, ভাবে মনোরঙ্গী, নৃত্য করে অন্ব-
ক্রমে ॥ তাহাতে চঞ্চল, কুচপটাক্ষল, অবগে কুণ্ডল দোলে ।
শ্রীমুখ মণ্ডলে, ব্যাপে স্বেদ জলে, কুন্তল রসনা খোলে ॥
একপে মগন, কৃষ্ণ বধুগণ, গান করি নানা স্বরে । শ্রীরাস
মণ্ডলে, নাচি নাচি চলে, কৃষ্ণ কর ধরি করে ॥ তাহে সে
সময়, কিবা সুশোভয়, যেন সৌদামিনীগণ । ঘেরি নবঘনে,
খেলয়ে গগণে, হেন করি নিরীক্ষণ ॥

উচ্চৈর্জগদ্বন্দ্বিতামানারক্তকণ্ঠোরতিপ্রিয়াঃ । কৃষ্ণাভি-
মর্ষমুদিতা যদগীতেনেদমাহতং ॥ ৮ ॥

সুজাত সুস্বর, কৃষ্ণ মনোহর, গান করে গোপীগণে । কৃষ্ণ
কণ্ঠধনি, আচ্ছাদে অমনি, স্বকণ্ঠরঞ্জিত তানে ॥ প্রিয় পর-
শনে, উল্লাসিত মনে, রতিপ্রিয় নারীচয় । মুহুকণ্ঠরবে, মুগ্ধ
করি সবে, ভূমণ্ডল আচ্ছাদয় ॥

কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজা গীরনিপ্রিতাঃ । উগ্নিন্যে-
পূজিতা তেন প্রিঙ্কতা সাধুগাধিতি । তদেব ক্রবচুরি-
ন্যো ভট্টস্য মানক বহুদাৎ ॥ ৯ ॥

কোন গোপবধু, সুমধুর মুহু, স্বরে কৃষ্ণ সহকারে । হয়ে
হর্ষমতি, নানা স্বরজাতী, মূর্ছনা করে আচারে ॥ কৃষ্ণ কণ্ঠরব,
করি পরাভর, উঠে গোপিকার গীত । ওনি য়েই নাদ, করে
সাধুবাদ, কৃষ্ণ হয়ে পুলকিত ॥ তবে সেই তান, মিলাইয়া
গান, করে ধনী ধ্রুব পদ । তাহে তুষ্ট মন, কমল নয়ন, দিলা
মান-সুসম্পদ ॥ যত ব্রজবালা, নিজ গীতি কলা, আলাপয়ে
সে সর্মাঙ্গে । এ শ্রীনারায়ণ-প্রেমে অচেতন, ধ্যান ধরি রস
রাজে ॥

কাচিদ্ভানপরিপ্রাপ্তা পার্শ্বস্থং গদাভূতঃ । অগ্রাহ
বাহুনাক্ষকং লম্বজলয়মলিকাঃ ॥ ১০ ॥

যে বেণুতে হয় কলপদ নিগদিত । তাহাতে করেন কৃষ্ণ
মধুর সংগীত ॥ অতএব গদাভূত সে মোহন হরি । অসম
লাবণ্য যার ভুবন ভিতরি ॥ হেন কৃষ্ণ পাশস্থিত কোন
গোপাক্ষনা । রাসনৃত্য পরিশ্রম করিরা ছলনা ॥ নিজ বাছ
লতা দিয়া প্রিয়কঙ্কে ধরে । বলয় মল্লিকা যাহে স্নেহ হয়ে
পরে ॥

তত্রৈকাংসংগতং বাহুং কৃষ্ণাং পলসৌরভং । চন্দ-
নালিপ্তমাত্রায় হৃষ্ট রোগা চুচুষ হ ॥ ১১ ॥

তার মধ্যে অন্য গোপী নিজকঙ্কস্থিত । সহজে উৎপল
পুষ্প সৌগন্ধি অস্থিত ॥ বিশেষে চন্দন লিপ্ত কৃষ্ণবাহু দেশ ।
চুষন করয়ে গোপী প্রেমেতে আবেশ ॥ তাহাতে হইল হৃষ্ট
তার রোমগণ । কিরূপ হর্ষতা তার না হয় বর্ণন ॥

কস্তাশিমাট্যাবিকিষ্টকুণ্ডলদ্বিবনপ্তিতং । গণ্ডে গণ্ডে
সংদত্যাঃ প্রাদাতাশূলচর্কিতং ॥ ১২ ॥

কোন্ গোপী নাট্যশ্রম প্রকাশন ছলে । নিজগণ্ড দেয়
শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডস্থলে ॥ কিংসেই গণ্ডস্থল পরম মোহন । নট-
নচঞ্চল রত্ন কুণ্ডলে শোভন ॥ তাহে সে সময়ে কৃষ্ণ সে গো-
পীব মুখে । চর্কিত শাসূল নিজ দিল লন কোঁতুকে ॥

নৃত্যতী গায়তী কাচিৎ কুজম্পুরমেখলা । পার্শ্বহাত-
হস্তাক্ষর আত্মাধাঃ স্তম্ভোঃ শিবং ॥ ১৩ ॥

কোন গোপিকার নৃত্য গীতের আবেশে । কুজম্পুরমেখলা
আদি বাজিছে বিশেষে ॥ নাট্যশ্রমে তাবা হয়ে আস্থা অতি-
শয় ॥ কৃষ্ণ হস্তপদ্ম নিজ হৃদয়ে ধরয় ॥ সুখময় হয় সেই
কৃষ্ণ করতল । স্পর্শমাত্রে হৈল তবে পরম শীতল ॥

গোপ্যালঙ্কার্যুতং কাচিৎ শিরশ্চক্ৰবল্লভং । গৃহীতকণ্ঠা-
স্তম্ভোভ্যাং গায়তীসং বিজাহিরে ॥ ১৪ ॥

গোপীগণ অবিচ্যুত মহিমা সাগরে । কমলীয় কাস্ত পেয়ে
সে রসশেখরে ॥ কমলার একান্ত বল্লভ যেই পতি । যার
লাগি তেজে সেই নিজ ভোগ ততি ॥ হেন কৃষ্ণভুজে কণ্ঠে
গৃহীত হইয়ে । বিহরয়ে রাসস্থলে তাঁর গুণ গেয়ে ॥

কর্ণোৎপলালকবিটঙ্ককপোলঘর্ষবজ্রশ্রয়োবলয়নুপুর-
• ঘোষবাদ্যৈঃ । গোপাঃ সমং ভগবতা ননৃতুঃ স্বকেশপ্রসুত-
জোভ্রমরগায়করাসগোষ্ঠাং ॥ ১৫ ॥

তবে সেই গোপীগণ কৃষ্ণের সহিতে । অদ্ভুত নৃত্য সবে
লাগিল করিতে ॥ কর্ণেতে উৎপল সে সবার মনোহর । বদন
কমলে শোভে অলকা ভ্রমর ॥ শ্রমে ঘর্ষ জলসিক্ত কপোল
সবার । মকরন্দ ভরে যেন ফুল পদ্মসার ॥ গোপীদের সেই
নাটা শিক্ষার কৌশলে । বলয় নুপুর কাঞ্চী না বাজে সে
কালে ॥ তাহে সে সবার কেশ রন্ধন হইতে । খসিয়া কুমুম
মালা পড়ে পৃথিবীতে ॥ অতিপ্রায় সে নর্ত্তন দেখি কেশ
ততি । কুমুম বর্ষয়ে গোপী চরণের প্রতি ॥ ভ্রমর গায়ক যেই
শ্রীরাস মণ্ডলে । তথায় নাচিছে কৃষ্ণ সহিতে সকলে ॥

এবং পশ্চিৎকরাভিনববিন্ধেকগোদামবিলাসকাসৈঃ
রেমে রমেশোব্রজসুন্দরীভির্নধার্তকঃ স্বপ্রতিবিস্ববিভ্রমঃ ॥ ১৬ ॥

এইকথা গোপীসহ মদনমোহন । নৃত্য গীত আদি বহু করি
আচরণ ॥ পরে গোপীঅঙ্গ পরিশ্রাদি বিহার । করিতে
লাগিল যাহে নিজ চমৎকার ॥ স্বকর কমলে গোপী অঙ্গ
পরিশন । করিছেন সবে পুনঃ স্নেহ নিরীক্ষণ ॥ নীবিবন্ধ
মোক্ষ আদি উদ্যম বিলাস । ভাবোদ্বেক হেতু বস্ত্রে স্মিত
সুপ্রকাশ ॥ লক্ষ্মীর ঈশ্বর হয়ে সেই ভগবান । ব্রজনারী সঙ্গে
ক্রীড়া করেন বিধান ॥ নিজ কেলি কুশলতা গোপীতে
সঞ্চারি । তাসবার সহ লীলা করেন মুরারি ॥ যেন শিশুগণ
নিজ প্রতিবিস্বসনে । বিভ্রমে বিহার করে মুগ্ধতা কারণে ॥

তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ কেশান্ হৃৎকলং কুচপঙ্ক্তি-
কাষা । নাঞ্চঃ প্রতিবোদু মলং ব্রজেন্দ্রিয়োবিস্তম্বমালা-
ভরণাঃ কুরুদ্বহ ॥ ১৭ ॥

গোপীগণ কৃষ্ণ অঙ্গ স্পর্শন আহ্লাদে । আকুল ইন্দ্রিয়
সব ধৈর্য্য নাহি বাঁধে ॥ কেশ বস্ত্র কঙ্কুকাদি সম্বরিতে নারে ।
প্রেমে পরবশ তনু ভাসয়ে পাথারে ॥ মাল্য আভরণ আদি
অঙ্গে নাহি রয় । ওহে নৃপ কি কব সে আনন্দ নির্ণয় ॥

কৃষ্ণবিক্রীড়িতং বীজ্য বামুহ্যান্ খেচরেন্দ্রিয়ঃ । কামাদ্দিতা
শশাঙ্কশচ সগণোবিস্মিতে বিভবৎ ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণের ক্রীড়িত দেখি দেব রামাগণ । কান্ত সঙ্গে পূর্বে
যারা কৈল আগমন ॥ তাহারাও থাকি তথা আকাশ
মণ্ডলে । কামাদ্দিত হয়ে মুগ্ধ হইল সকলে ॥ কৃষ্ণ প্রাপ্তি
হেতু নিজ যোগ্যতাযোগ্যতা । বিবেচনা নাহি যাহে হয়েছে
মোহিতা ॥ চন্দ্র অন্য অন্য গ্রহগণ সহকারে । যাহা দেখি
মগ্ন হয়ে বিস্ময় সাগরে ॥ সে স্থান উপেখি নাহি পারয়ে
ধাইতে । তাহাতে সে সুখরাত্রি লাগিল বাঢ়িতে ॥ যাহে সে
রাত্রির মাঝে ব্রজার রজনী । নির্বিঘ্ন হইয়া গত হইল
অমনি ॥

কৃষ্ণা তাবস্তম্যান্নানং যাবতীর্গোপবোধিতঃ । ররাম ভগ-
বাংস্তাভিরাহ্মারামোহপ লীলয়া ॥ ১৯ ॥

যুখে যুখে যত ব্রজ গোপিকা আছিল । তত নিজরূপ কৃষ্ণ
প্রকট করিল ॥ অদ্ভুত অচিন্ত্য শক্তিময় ভগবান । অসীম
ঐশ্বর্য্য বীর্য্য মাধুর্য্য নিধান ॥ নিজে আআরাম হইয়াও নট-
বর । লীলামুগ্ধ হয়ে ক্রীড়া করেন নির্ভর ॥ না জানি গোপীর
প্রেম কত শক্তি ধরে । যাহাতে মোহিত সনা করে যোগে-
শ্বরে ॥ সর্ব্ব যোগেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণ সনাতন । গোপী প্রেমে মুগ্ধ
হয়ে করেন রমণ ॥

তাসাং রতিবিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ । প্রামৃজৎ
করুণঃ প্রেম্য শত্ৰুমেনাঙ্গ পাণিনা ॥ ২০ ॥

কৃষ্ণ রতি বিহারেতে শ্রান্তা ব্রজ নারী । বিন্দু বিন্দু বদ-
নেতে বহে স্বেদ বারি ॥ তাহা নিরীক্ষণ করি রসিকশেখর ।
মার্জ্জন করেন দিয়া নিজ পদ্মকব ॥ অপ্রেম করুণা লব্ধ সে
কর পরশে । বাঢ়িল গোপীর মনে অধিক উল্লাসে ॥

গোপ্যঃ ক্ষুরং পুরটকুণ্ডলকুন্তলদ্বিগুণশ্চিশ্রীয়া স্পৃধিতহা-
ননিরীক্ষণেন । মানং দধত্য ঋযভস্র জগুঃ কৃতানি পুণ্যানি
তৎ কররুহস্পর্শপ্রমোদাঃ ॥ ২১ ॥

গোপীগণ কৃষ্ণ কররুহ স্পর্শ সুখে । আবিষ্ট হইয়া চিত্তে
মজিল কোতুকে ॥ ক্ষুরিত সুবর্ণ শ্রুতিকুণ্ডল সবার । কুন্তল
শোভায় ব্যাণ্ড গগু চমৎকার ॥ ক্ষুরস সহাস্য যুক্ত নিরীক্ষণ
করি । কৃষ্ণে সন্মানন সবে করে গোপনারী ॥ পুণ্য কৃষ্ণলীলা
কথা সুখে করে গান । কৃষ্ণ বিনা গোপিকার নাহি অন্য
ভান ॥

তাভিযুতঃ শ্রমনপোহিতুমঙ্গলমুদ্যকপ্রজঃ স্বকচকুক্ষুমরঞ্জি-
তায়ঃ । গন্ধর্ব্বপালভিরভ্রজত আবিশদ্বাঃ শ্রান্তো নজী-
ভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ ॥ ২২ ॥

লোক বেদ অতিক্রান্ত অতন্ত্র ঈশ্বর । রতিশ্রম শান্তি লাগি
করুণ অস্তর ॥ গোপীগণ লয়ে জলে করিলা গমন । করিণী
সমুহ সঙ্গে যেমন বারণ ॥ কৃষ্ণ অঙ্গ সঙ্গে নিজ কুচপদ্ম স্থিত ।
নর্দিত কুক্ষুম মালা কুক্ষুম রঞ্জিত ॥ গন্ধর্ব্ব প্রধান প্রায় মধুকর
গণ । গন্ধলুক হয়ে সঙ্গে করয়ে গমন ॥ গুঞ্জ গুঞ্জ রবে তারা
গুঞ্জিয়া চলে । গন্ধর্বেতে গায় যেন অমর মণ্ডলে ॥

সোহন্তশ্চলং যুধিভিঃ পরিষিচ্যমানঃ প্রেমোক্ষিতঃ প্রহ-
সতীভিরিতস্ততোহঙ্গ । বৈমানিকৈঃ কুক্ষুমবর্ষিতিরীড়ানা-
নোরেনে স্বয়ং স্বরতিরত্র গজেন্দ্রলীলঃ ॥ ২৩ ॥

সে নব রসিকমণি মদনমোহন । জল ক্রীড়া করে লয়ে
যুবতী রতন ॥ তারা সবে প্রেম নীরে অন্তর বাহির । হাঁসি
হাঁসি অভিষেক করয়ে হরির ॥ প্রেমেতে অন্তর সিঞ্জে অলে
কলেবর । স্তুতিসহ দেবে বর্ষে কুমুমনিকর ॥ নিত্য আশ্রিত
যেই নিজে ভগবান । লীলাবেশে খেলে সেহ গজেন্দ্র সমান ॥

ততশ্চ কৃষ্ণোপবনে জলস্থলপ্রসূনগন্ধানিলজুষ্ঠাদিক্তটে ।

চচারি ভূঙ্গপ্রমদাগণাতোযথা মদচূড়ান্ধরনঃ করেণুভিঃ ॥ ২৪ ॥

তবে কৃষ্ণ যমুনার নানা উপবনে । ভ্রমণ করেন সঙ্গে লয়ে
গোপীগণে ॥ কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধে মাতি মধুপ সকল । পশ্চাতে
পশ্চাতে চলে হইয়ে বিহ্বল ॥ যে সব কাননে জল স্থল পুষ্প-
চয় । পরশি সমীর মুছ মন্দ মন্দ বয় ॥ তাহার সৌরভ জুষ্টি
নদী দিক তটে । বিহরে প্রমদাবলি সঙ্গে অকপটে ॥ করিণী
সকল সঙ্গে যেমন কুঞ্জর । নষ্ট হয়ে অনে নানা বন বনান্তর ॥

এবং শশাঙ্কঃশুবিরাজিতানিশাঃ সত্যাকামৌহুরতাবলা-
গণঃ । সিবের আয়ন্যবরুক্ষসৌরভঃ সূর্য্যঃ শরৎকাল্য কথা-
রসাপ্রয়াঃ ॥ ২৫ ॥

এইরূপে শশাঙ্ক চন্দ্রিকা বিরাজিত । রজনী সকলে হরি
হয়ে আমোদিত ॥ সদা সত্যাকাম হেতু মদনমোহন । সঙ্গে
লয়ে অনুরক্ত ভ্রজ রামাগণ ॥ আশ্রিতে সুরতভাব অবরোধ
করি । সেবিলা সে সব নিশা রসিক মুরারি ॥ যে সব রজনী
হয় অতি মনোহর । শারদীয় কাব্যকথা রসের আকরণ
সুরত শব্দেতে স্বামী সুরতের কর্ম । কহে যাহা হয় অন্য দাভু-
মোক্ষ ধর্ম ॥ তাহা অবরোধ ছিল কৃষ্ণের স্বরূপে । তোষণাতে
ইহা ব্যাথা কৈল্য অন্যরূপে ॥ সৌরভ শব্দেতে কহি সুরতের
ভাবে । কৃষ্ণ অবরুদ্ধ ছিল প্রেমের প্রভাবে ॥ কৃষ্ণ প্রতি
গোপিকার যেমন পিরিতিক তেন গোপিকার প্রতি কৃষ্ণের
আরতি ॥ গোপী যেন প্রেম চেষ্টা হেতু কৃষ্ণ সনে । বিহারিতে

বাঞ্ছে কৃষ্ণ বাঞ্ছে তেন মনে ॥ এইত সৌরভ শব্দ ব্যাখ্যান
প্রচার । অধিক বিচারে নাহি প্রয়োজন আর ॥

শ্রীপরীক্ষিতদ্বাচ । সংস্থাপনায় ধর্মস্তু প্রশমায়তনস্ত চ ।

অবতীর্ণোহি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ ॥ ২৬ ॥

এইরূপে শুক মুখে কৃষ্ণের বিলাস । শুনিয়া হইলা রাজা
হৃদয়ে উল্লাস ॥ কিন্তু তথাপিই শুক তাকিকাঁদি জনে । বুঝা-
ইতে পুন প্রস্তু করেন আপনে ॥ ওহে মুনি কৃষ্ণ হন পূর্ণ
শক্তিধর । যাঁর অংশ বিষ্ণু সর্ব জগত ঈশ্বর ॥ তিনি করি-
বারে নিজে ধর্ম সংস্থাপন । বিনাশিতে অধর্ম সকল স্তূভী-
বণ ॥ বলদেব সহ ব্রজে হইয়া প্রকাশ । কি রূপে করিলা
হরি গোপী সঙ্গে রাস ॥

স কৈথং ধর্মসেতুনাং বজ্রা কর্তাতিরক্ষিতা । প্রতীপনাচর-

দ্বন্দ্বনু পরদারাভিনবর্ষণং ॥ ২৭ ॥

নিজে হইয়ে ধর্মসেতু বজ্রাতিরক্ষিতা । কেন প্রতিকূল কর্ম
করিলা সর্বথা ॥ লোকশ্রদ্ধা হেতু ধর্ম সেতুরূপ হয় । বাহা
নিজ মুখে হরি বেদাঙ্গমে কয় ॥ সেই ধর্ম প্রতিপক্ষে কহি
বিনাশন । সতত করেন যিনি ধর্মের পালন ॥ হেন কৃষ্ণ
নিজে ধর্ম বিরুদ্ধ আচার । কি রূপে করিলা পর নারীতে
বিহার ॥ কেবল অধর্ম যাহে না হয় ঘটন । মহা সাহসিক হয়
হেন আচরণ ॥

অপ্তকামোষভূপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুওপ্সিতং । কিমভি-

প্রায় এতন্ম সংশয়ঃ ছিন্তি স্তব্রত ॥ ২৮ ॥

ষিশেষে ধার্মিক যদ্ববংশে ব্যবহরি । হেন প্রতিকূল কর্ম
কেন কৈলা হরি ॥ অপ্তকাম হইলে যা নহে স্তব্রতন । লোক
নিন্দা আদি বাহে আছে বিঘটন ॥ তবে কোন অভিপ্রায়ে
অখিলের মর্গ । হেন আচরণ হরি করিলা আপনি ॥ অত-

এব একপ সংশয় মোসবার । ছেদন করহ মুনি করি কৃপা-
সার ॥

শ্রীশুকউবাচ ॥ ধর্মবাতিক্রমোদৃষ্টঈশ্বরানাঞ্চ সাহসং ।

তেজীয়সাং ন দোষায় বহুঃ সর্বভুজোযথা ॥ ২৯ ॥

এতেক নুপতি বাক্য করিয়া শ্রবণ । শुकদেব তাঁর প্রতি
কহেন তখন ॥ তাহাতে কৈমুতান্যায় প্রশ্ন পরিহার । করিতে
কহেন আগে মহত আচার ॥ প্রজাপতি ইন্দ্র সোম বিশ্বা-
মিত্র আদি । ইহারা স্বতন্ত্র হয়ে চলে নিরবধি ॥ অধর্ম আচার
আর সাহসিক কর্মে । ইহাদের দোষ নাহি দেখি কোন
মর্মে ॥ যেহেতু ইহারা সবে তেজীয়ান হয় । এ জন্যে ইহারা
নহে দোষের আশ্রয় ॥ তেজস্বী অনল যেন সর্ব ভুক হয়ে ।
দোষাবহ নাহি হয় কোনহ বিষয়ে ॥

নৈতৎ সমাচারেজ্জাতু মননাপি হানীশ্বরঃ । বিনশত্যাচরনু

মোঢ্যাং যথা কুদ্রোহন্ধিভুং বিনং ॥ ৩০ ॥

দেহেন্দ্রিয় পরাধীন অনীশ্বর জীবে । মনেতেও ইহা কহু
নাহি আচরিতে ॥ না মানিয়ে কেহ যদি তাহা আচরয় । অব-
শ্যই তাহে তার অধঃপাত হয় ॥ দেখ যেন শ্রীকৃষ্ণ বিহনে
হলাহল । খাটিলে অবশ্য মরে ব্রহ্মাণ্ড সকল ॥ তেন দেহে-
ন্দ্রিয় বুদ্ধি পরতশ নরে । বিনাশ নভয়ে যদি সেকপ আচারে ॥

ঈশ্বরানাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং কচিৎ । তেষাং ফল-

অবচোযুক্তং বুদ্ধিমানস্তদাচরৎ ॥ ৩১ ॥

যদি বল ইহা হৈলে সদাচার চয় । মুনিবর কি প্রকারে
সপ্রমাণ হয় ॥ তবে শুন মহারাজ কর অবধান । ঈশ্বরগণের
বাক্য মাত্র সুপ্রমাণ ॥ আর তাহার বাক্য অবিরুদ্ধ যেহ ।
তাদের আচার কহু গ্রাহ হয় সেহ ॥ অতএব বুদ্ধিমান যদব-
তীয় জন । ঈশ্বরের মত না করয়ে আচরণ ॥ তবে যদি করে

কেহ সেকপ আচার । ঈশ্বরের বাক্য যাহে নহে ব্যভিচার ॥
 ক্রতি স্মৃতি আদি হয় ঈশ্বর বচন । তার অবিরুদ্ধে করা
 যোগ্য আচরণ ॥ ঈশ্বর শব্দেতে হেথা কহি সিদ্ধ জীব ।
 তেন আচরিলে মূঢ় নরকে নজিবে ॥

• কুশলাচারিতৈরেষামিহ চার্খোনবিদ্যতে । বিপর্যায়েন
 বানর্থোনিরহঙ্কারিণাং প্রভো ॥ ৩২ ॥

যদি কহ ঈশ্বরের সমান আচার । অকর্তব্য হৈলে করা
 অযোগ্য তাঁহাব ॥ তাহাতে কহেন মুনি শুনহ রাজন । অহ-
 ক্কার শূন্য তাঁরা হন সৰ্বক্ষণ ॥ তত্ত্ব জ্ঞানে দেহেন্দ্রিয় সে সবার
 লয় । হইয়াছে যেন দিক ভ্রম হয় ক্ষয় ॥ দেহ আমি বলি
 তাঁদিগের অভিমান । নাহি তেন ইন্দ্রিয় সকলে আত্ম ভান ॥
 সতত প্রমত্ত তাঁরা ব্রহ্মানন্দ রসে । দেহ আছে নাই তাঁরা
 অজ্ঞাতবিশেষে ॥ মদিরামদাক্ত জনে যেন কোনজন । আভ-
 রণ দেয় ক্রিয়া করয়ে হরণ ॥ উভয় না জানে সেই মত্ত থাকে
 মুদে । তেন যোগিগণ সদা মত্ত জ্ঞানামোদে ॥ শরীরিক
 মুখ চুখ কিছু নাহি জানে । প্রীতকোতে হয় শুভাশুভ দুঃখ-
 টেনে ॥ তাহে অভিমান নাহি আছে যে সধার । শুভাশুভ
 কর্মে বদ্ধ তাঁরা কি প্রকার ॥ অতএব শুভে তাবা না করে
 আগ্রহ । অশুভেও সে সবার অনিষ্ট বিরহ ॥ অভিমান মূল
 হয় সংসার বন্ধন । তাহা নাই যার সেই মুক্ত সৰ্বক্ষণ ॥
 অভিমান বশে দেহেন্দ্রিয় প্রীতি লাগি । শুভাশুভ কর্মে হয়
 দোষ গুণ ভাগী ॥

ক্লিন্নতাখিলসত্যানাং তিষ্ঠাভ্যুত্তরাদিবৌকসাং । ঈশিত্ব-
 শ্চেচশিতব্যানাং কুশলাকুশলায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

যদি এসবার নাহি শুভাশুভ বন্ধ । তবে কি কপেতে কৃষে
 রবে সে সম্বন্ধ ॥ সুরেনর তিষ্ঠাগাদি অখিল প্রাণির । নিয়ন্তা

ঈশ্বর যিনি প্রপঞ্চ বাহির ॥ হেন ক্রযেঃ শুভাশুভ কর্মের
বন্ধন । কি রূপে হইতে পারে এমত ঘটন ॥

নং পাদপঙ্কজপরাগনিষেবতু গুণা যোগপ্রভাববিধুতাতিল-
কম্বরদ্ধাঃ । স্মৈরুং চরন্তি ত্বনয়োপি ন নহ্যমানাস্তোচ্ছ-
য়াত্তবপুংসঃ কুতএব বন্ধঃ ॥ ৩৪ ॥

বাঁহার চরণ পদ্মপরাগ সেবিরে । মুনিগণ আছে সদা
মুত্তপ্ত হইয়ে ॥ যোগ প্রভাবেতে মুক্ত অশেষ বন্ধন । স্বচ্ছন্দ
রূপেতে করিতেছে বিহরণ ॥ তথাপি তাহাতে তারা বদ্ধ
নাহি হয় । হেন ক্রযেঃ কর্মবন্ধ কি রূপে ঘটয় ॥ স্বেচ্ছাময়
হয় সদা যার শ্রীবিগ্রহ । তাহে কি সম্বন্ধ হয় শুভাশুভ এহ ॥

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্কেলান্ধৈব দেহিনাং । যোহিন্ত-
শ্চরতি মোহধ্যক্ষ এব ক্রীড়িন্দেহভাক্ ॥ ৩৫ ॥

আর দেখ বিশেষতঃ এইত সংসারে । ক্রযের না দেখি পর
নয়ন গোচরে ॥ গোপী গোপ আদি সর্ব প্রাণির শরীরে ।
বুদ্ধি আদি সাক্ষীরূপে সদা যে বিহুরে ॥ সেই এই ক্রীড়া
দেহ করিয়া ধারণ । গোপীগণ সহ ব্রজে করে বিহরণ ॥
তার পরদার সৈবা ঘটে ফি প্রকারে । সর্বআত্মা পর কভু
হইতে কি পারে ॥

অনুগ্রহাচ্ছ তত্ত্বানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ । ভজতে তা-
দংশীঃ ক্রীড়া বাঃ শ্রদ্ধা তৎপরোহুবৎ ॥ ৩৬ ॥

যদি বল তবু ইহা নিন্দিত করণ । আপ্ত কাম হয়ে কেন
কৈলা আচরণ ॥ তাহা কহি শুন পাণ্ডুকুল চুড়ামণি । পুরি-
পূর্ণ কাম ক্রয যদিও আপনি ॥ আপনি স্বরূপ সুখে সতত
মগন । এলাগিয়ে নাহি কিছু নিজ প্রয়োজন ॥ তথাপিহ
ভক্তসুখ করিতে বিস্তার । নানাবিধ লীলাগণ করেন প্রচার ॥
পাদে ভক্তগণ তাঁরে আহার্য জানি । ভূমিতে নারির দাঁল

চিস্তিবে আপনি ॥ যাহে আআরাম হয় সুখ দুঃখ হীন ।
তারে পরিতোষ করা অতি সুকঠিন ॥ ইহা বলি ভক্ত পাছে
ভাবিবে নিরাশ । এজন্য করেন কৃষ্ণ বিবিধ বিলাস ॥
অভিপ্রায় যে তাঁহারে ভজে যেইরূপে । তাহারে ভজেন
তেন ভাব অনুরূপে ॥ ইহা দেখাবার তরে ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
বৃন্দাবনে রাসলীলা কৈলা আচরণ ॥ বস্তুত নাহিক তাঁর
কানাদিক কৰ্ম্ম । তথাপি করেন ভক্ত লাগি সেই কৰ্ম্ম ॥
লোভ নাহি তবু করে নবনীত চুরি । ভয় নাহি তথাপিহ
ভীতি হয় তারি ॥ ভক্ত অনুগ্রহ লাগি প্রপঞ্চ ভিতরে । নর
দেহ হয়ে তেন জীড়াদি আচরে ॥ কৃষ্ণ ভক্তবশ ইহা জানি
ভক্তগণ । অবশ্য হইবে কৃষ্ণ ভক্তির ভাজন ॥

নাস্ত্যন্থ খলু কৃষ্ণায় মোহভাস্তৃশ্চ মায়য়া । নন্যমানাঃ
স্বপার্ষদান্ স্থান্ স্থান্ দারানু ব্রজীকসঃ ॥ ৩৬ ॥

এতৎক কহিয়া ঋষি সিদ্ধান্ত বচন । পুনরপি প্রকৃতার্থ
প্রকাশিয়া কন ॥ যে কালেতে গৃহ তৈজিগেল গোপীগণে ।
পত্ন্যাদির নিবারণ না শুনি অরুণে ॥ তবে যোগমায়াস্বামী
স্বয়ং ভগবান । মায়াতে করিলা তেন গোপিকা নির্মাণ ॥
তাহাদিগে রাখিলেন ব্রজবাসি ঘরে । এলাগি শ্রীকৃষ্ণে তাঁরা
অমৃতা না করে ॥ জানে সব নিজ নিজ গৃহেশ্বরীগণ ।
ফিরিয়া আইল তাঁরা শুনি নিবারণ ॥ নির্নিতে পতির কাছে
তাহারা রহিল । শ্রীকৃষ্ণের রাসজীলা কেহ না জানিল ॥ কিম্বা
কৃষ্ণ স্নেহেতে মোহিত ব্রজজন । কৃষ্ণ প্রতি অমৃতা না কৈল
কোনজন ॥ যদি গৃহ তৈজিগোপী কৃষ্ণ কাছে গেল । তথা-
পিই কেহ তাহে দুঃখিত নহিল ॥ ব্রজবাসী জানে কৃষ্ণে
আর্পন জীবন । তাঁর কাছে গেলে নহে কোন বিঘটন ॥
এলাগি আপন পার্শ্বে স্থিতি যেন হয় । কৃষ্ণ পার্শ্বে স্থিতি
ভেদ নাহিক সংশয় ॥ ইহা ভাবি অমৃতা না করে ব্রজবাসী ।
কৃষ্ণ প্রতি প্রেম স্বেচ্ছবার আবিনাশী ॥

ব্রজরাহউপারভে বাসুদেবানুমোদিতাঃ । অনিচ্ছন্ত্যোষযু-
গোপাঃ স্বগৃহান্ ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ ৩৮ ॥

পরেতে দেখিয়া কৃষ্ণ নিশি অবশেষ । গোপীগণে গৃহে
যেতে কৈলা উপদেশ ॥ চিত্তবৃত্তি অধিষ্ঠাতা বাসুদেব হন ।
চিত্তেতে সবারে তেন করিলা প্রেরণ ॥ তাহে গোপীগণ বড়
সম্মত না হইয়ে । স্বস্ব গৃহে গেল কৃষ্ণ আজ্ঞার লাগিয়ে ॥
ভগবৎ প্রিয়া সেই ব্রজনারীগণ । করিতে নারিল তাঁর
আজ্ঞার লঙ্ঘন ॥

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূতিরিদঞ্চ বিমোহঃ শ্রদ্ধাঘিতোহনুশৃণু-
দধ বর্ণয়েযঃ । ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হ্রদোগমাশ্বপাহ্নোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ ৩৯ ॥

ব্রজবধু সঙ্গে এই কৃষ্ণের বিহার । যাহে প্রকটিত সর্ব ভগ-
বত্তা সার ॥ শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যদি শুনে কোনজন । অথবা
স্বল্পখে কেহ করয়ে বর্ণন ॥ কৃষ্ণপদে প্রেমভক্তি লভ্য হয়
তার । হৃদোগ মন্থতাপ নাশে অনুবার ॥ যেহেতুক নহে
এ সামান্য কামকর্ম্ম । হলাদির্ননী সম্বিত সার অংশ প্রেমধর্ম্ম ॥
এসব যথার্থ তত্ত্ব যানে সেই ধীর । কৃষ্ণেতে পরমা ভক্তি
লভয়ে সুস্থির ॥

এইত হইল রাসবিলাস পুরণ । কৃষ্ণ প্রীতে হরি হরি বল
ভক্তগণ ॥ শ্রীআচার্য্যপাদশাখাবংশ সমুদ্ভূত । চট্টরাজ লক্ষ্মী-
কান্ত নামেতে বিষ্ণুত ॥ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীব্রজগোবিন্দ ।
তাঁর জ্যেষ্ঠ সূত এ অঙ্গম অতি মন্দ ॥ ভজন সাধন নাহি কৃষ্ণ
ভক্তি হীন । পতিত পাষণ্ডতম অতি দীন ক্ষীণ ॥ পশ্চিমে না
হই মম নাহি কবি শক্তি । করিয়াছি তথাপি প্রলাপময়
উক্তি ॥ ভরসা কেবল এই আছেয়ে মানসে । শ্রীকৃষ্ণ কথায়
মহা মোহ গ্রাসি নাশে ॥ তাহে শুদ্ধাশুদ্ধ কেহ না করে
বিচার । গঙ্গাজলে নাহি যেন দোষের সঞ্চার ॥ চণ্ডালে

আনলে তাহা সমাদর করি। নাহি লয় হেন কেবল ভুবন
ভিতরি ॥ তেন যদি হই আমি পতিত অধম। তবু কৃষ্ণ লীলা
হয় গঙ্গাজল সম ॥ অতএব ভাল মন্দ বিচার না করি। গ্রহণ
করিবা সবে এ ভরসা করি ॥ সকল বৈষ্ণবপদে প্রণতি
অপার। কৃপা করি তোমা সবে কর অঙ্গীকার ॥ স্বামী
শ্রীগোস্বামিগণ চরণ কমলে। থাকুক এশির সুবিক্রীত বিনি-
মূলে ॥ অধমের অপরাধ করি ক্ষমাপন। নিজগুণে কর কৃপা
কটাক্ষ ভাজন ॥ সকল বৈষ্ণবে নিবেদন এ বিশেষ। বিশেষ-
শ্বর দাসে সবে কর কৃপালেশ ॥ তোমা সবাকার পদ করুণা
বিহনে। কৃষ্ণ ভক্তি তত্ত্ব তার ক্ষুরিবে কেমনে ॥ যেমন পামর
আমি তেমন সেজন। কিসে মন শুদ্ধ হবে বিনা কৃপেক্ষণ ॥
সাধু শাস্ত্র মুখে শুনি বৈষ্ণব মহত্ত্ব। বাঁহাদের কৃপালেশে
ক্ষুরে ভক্তিতত্ত্ব ॥ অতএব তোমা সবে করহ করুণা। নতুবা
না সহে আর সংসার যাতনা ॥ অপর আছেয়ে এই আমার
বিনতি ॥ কেশবের হয় যেন কেশবেতে মতি ॥ বৃন্দাবনচন্দ্র
যার একান্ত শরণ। শ্রীরাগবিলাস কহে সে শ্রীনারায়ণ ॥

ইতি শ্রীভাগবতীয়রাগপঞ্চাধ্যায়ভাবাব্যাখ্যায়াং শ্রীরাগ-
বিলাসাপ্রায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

সমাপ্তোয়ং শ্রীরাগবিলাসার্থো গ্রন্থঃ ॥



